পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 293 Sunday, 22 September, 2024 * ২৯ বর্ষ, ২৯৩ সংখ্যা * ৫ আশ্বিন ১৪৩১, রবিবার, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ * আজ ৮ পাতা * মূল্য– ৩ টাকা

কংগ্রেস ও এনসি-কে আক্রমণ অমিত শাহের

জম্মু, ২১ সেপ্টেম্বর ঃ জম্মু ও কাশ্মীরে বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে ফের কংগ্রেস ও ন্যাশনাল কনফারেন্স-কে আক্রমণ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শনিবার জম্মুর সুরানকোটে এক নির্বাচনী প্রচারে অমিত শাহ বলেছেন, কংগ্রেস ও ন্যাশনাল কনফারেন্স এখানে ৩৫ বছর রাজত্ব করেছে, সন্ত্রাস বেড়েছে, ৪০ হাজার মানুষ মারা গিয়েছেন, জম্মু ও কাশ্মীর অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল... এর জন্য আপনারা (কংগ্রেস ও ন্যাশনাল কনফারেন্স) দায়ী। অমিত শাহ আরও বলেছেন, ভারতীয় জনতা পার্টি শুধু চাকরিতেই নয়, পাহাড়ি, গুর্জার এবং বাকরওয়াল সম্প্রদায়ের জন্য পদোন্নতির ক্ষেত্রেও সংরক্ষণ সুবিধা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ওমর সাহেব, সুরানকোটের পবিত্র পাহাড় থেকে বলছি, যা খুশি কর, কিন্তু আমার পাহাড়ি ভাই-বোনদের সংরক্ষণের সুবিধা থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না! অমিত শাহ বলেছেন, আমার কথা লিখে রাখুন, ফারুক আবদুল্লাহ এবং মেহবুবা মুফতির সরকার ক্ষমতায় আসবে না। তাদের অপশাসনে জম্মু ও কাশ্মীরের যুবকরা ছিল মজবুর (অসহায়), কিন্তু আমরা তাদের মজবুত (ক্ষমতাপ্রাপ্ত) বানাচ্ছি!

রাহুলের বিরুদ্ধে এফআইআর বিজেপি নেতাদের

নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর ঃ আমেরিকা সফরে শিখদের নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের অভিযোগে একের পর এক এফআইআর দায়ের হল রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই বিপাকে পড়লেন কংগ্রেস সাংসদ তথা বিরোধী দলনেতা। তাঁর বিরুদ্ধে ছত্তিশগড়ের তিন থানায় এফআইআর করেছেন বিজেপি নেতারা।

রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, সম্প্রতি মার্কিন সফরের সময় ভার্জিনিয়ায় একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে শিখদের পাগড়ি নিয়ে অবমানমাকর মন্তব্য করেন। ধর্মপালনের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখার সময় লোকসভার বিরোধী দলনেতা বলেন, শিখদের পাগড়ি পরার অনুমতি দেওয়া হবে কি না, তা নিয়ে লড়াই চলছে। একজন শিখকে কাড়া পরতে দেওয়া হবে কি না, তাঁকে গুরুদ্বারে যেতে দেওয়া হবে কি না, তা নিয়ে লড়াই চলছে। এটা শুধু শিখদের জন্য নয়। এটা সব ধর্মের জন্য।

এ প্রসঙ্গ টেনেই বিজেপি নেতা তথা কেন্দ্রীয় হরদীপ পুরী রাহুলকে আক্রমণ করে বলেন, নেতিবাচকতায় পূর্ণ কিছু ব্যক্তি ভারতের ঐক্যকে আঘাত করতে চাইছে। যাঁদের মন ঘৃণায় ভরা, তাঁরা ভারত ও গুজরাতের বদনাম করার কোনও সুযোগ ছাড়ছে না। পুলিশ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার রায়পুর ও বিলাসপুর জেলার দুটি থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। আর শুক্রবার দুর্গ জেলার কোতোয়ালি থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। রায়পুরে রাহুলের বিরুদ্ধে এফআইআর করে বিজেপি নেতা অমরজি সিং ছাবরা বলেন, ভারত তথা সারা বিশ্বে কোথাও শিখদের তাঁদের পরম্পরা পালনে বাধা দেওয়া হয় না। গুরুদ্বারে গেলে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী পাগড়ি পরেন। রাহুল গান্ধীর মন্তব্য অপমানজনক, বিদ্বেষ ছড়াতে পারে।

'ম্যান মেড' তত্ত্ব খারিজ করলেন ডিভিসি-র প্রাক্তন আধিকারিক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর ঃ বন্যার ' মেড' তত্ত্ব খারিজ করে দিলেন ডিভিসি-র প্রাক্তন আধিকারিক পার্থসারথী সেনগুপ্ত। বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী পার্থসারথীবাবু সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, ম্যান মেড বন্যা বলাটা খুব সহজ। জল না ছাড়লে, বাঁধ ভেঙে যাবে,তাতে বর্ধমান শহর উড়ে যাবে। কলকাতায় ও জল ঢুকে যাবে। এবার ভাবুন মাইথন পানচেত ড্যাম না থাকলে কি অবস্থা হতো। নিম্ন দামোদর ডিসিলট করার দায়িত্ব পশ্চিম বাংলার সেচ বিভাগের। এর জন্য এরা বিশ্ব ব্যাংক থেকে ঋণ পায় কিন্তু কোন কাজ করেনা। ড্যাম গুলো ডিসিল্ট করার কথা বলা হয়েছে। আপনারা কি জানেন যে ড্যাম এর সেচ খাল দিয়ে যে জল যায় তা দিয়ে বর্ধমান জেলায় বিপুল ধান চাষ হয়।যদি শুখা মরশুমে কম জল রাখা হতো তাহলে চাষের জন্য উপযোগী জল পাওয়া যেত না। সবশেষে বলি যে কমিটি জল ছাড়ার অনুমতি দেয় তাতে পশ্চিম বাংলা, সেন্ট্রাল ও ঝাড়খণ্ডের প্রতিনিধি থাকে। ডিসিসি একার কোনও ক্ষমতা নেই জল ছাড়ার। প্রসঙ্গত, বন্যা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে শুক্রবারই চিঠি পাঠিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি লিখেছেন, আমি এটা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে এটা ম্যান মেড বন্যা। যদি সুপরিকল্পিতভাবে কাজ করা হত তবে এই ম্যান মেড পরিস্থিতি কমানো সম্ভব হত।

দেশের নতুন বায়ু সেনা প্রধান এপি সিং

নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর ঃ ভারতীয় বায়ু সেনার নতুন প্রধান হচ্ছেন এয়ার মার্শাল এপি সিং। আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। বর্তমানে বায়ু সেনার ভাইস চিফ পদে রয়েছেন অভিজ্ঞ এই ফাইটার পাইলট। তাঁর দক্ষ নেতৃত্বে এবার আরও শক্তশালী হবে বায়ু সেনা। বর্তমানে বায়ু সেনাকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন মার্শাল বিবেকরাম চৌধুরী। আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর তিনি অবসর গ্রহণ করবেন। তাঁর জায়গায় দায়িত্ব নেবেন এপি সিং। বর্ণময় কর্মজীবনে নানা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। নেতৃত্ব দিয়েছেন নানা প্রজেক্টে। ১৯৮৪ সালে ফাইটার পাইলট হিসাবে বায়ু সেনায় যোগ দেন এপি সিং। সেন্ট্রাল এয়ার কমান্ডের (সিএসি) কমান্ড পদ গ্রহণ করার আগে, তিনি ইস্টার্ন এয়ার কমান্ডে সিনিয়র এয়ার স্টাফ অফিসার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমি, ওয়েলিংটনের ডিফেন্স সার্ভিসেস স্টাফ কলেজ এবং ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের প্রাক্তন এই ছাত্র মিগ-২৭ স্কোয়াড্রনের ফ্লাইট কমান্ডারও ছিলেন। এছাড়াও বায়ু সেনার নানা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তিনি। প্রসঙ্গত, গত জুন মাসেই নতুন সেনাপ্রধান পেয়েছে দেশ। মনোজ পাণ্ডের অবসরের পর 'চিফ অফ আর্মি স্টাফ' পদে নিযুক্ত হন লেফটেনান্ট জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী। দেশের ৩০ তম সেনাপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব নেন অভিজ্ঞ এই অফিসার। গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ভাইস চিফ অফ আর্মি স্টাফ পদে দায়িত্ব নিয়েছিলেন জেনারেল তিনি। মাত্র ৪ মাসের মধ্যেই পদন্নতি হয় তাঁর। লাদাখ, অরুণাচলে লালফৌজের আগ্রাসন রুখতে সেনাবাহিনীতে চার দশকের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এই অফিসারের উপরই ভরসা রাখে কেন্দ্র।

দিল্লির তৃতীয় মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হলেন অতিশী

নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর ঃ দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শনিবার শপথ নিয়েছেন আম আদমি পার্টি (এএপি)-র নেত্রী অতিশী মারলেনা। তিনি হলেন দিল্লির তৃতীয় মহিলা মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেওয়া অতিশীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন বিজেপি সাংসদ মনোজ তিওয়ারি। সম্পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন মনোজ। মনোজ তিওয়ারি বলেছেন, দিল্লির তৃতীয় মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার জন্য অতিশীকে শুভেচ্ছা জানাই... দিল্লির বিষয়ে উদ্বেগের জন্য আমি তাকে চিঠি দিয়েছি।

কড়া চিঠি মুখ্যমন্ত্রীকে

ডিভিসির দোষ নয়, বন্যা পরিস্থিতির জন্য রাজ্যকেই দুষলেন রাজ্যপাল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর ঃ বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য টানাপোড়েনের মধ্যে

এবার ঢুকে পড়লেন রাজ্যের রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। তিনি দাবি করলেন, বাংলার বন্যা পরিস্থিতি ডিভিসির জন্য কখনই নয়। বরং, কংসাবতী বাঁধ থেকে জল ছাড়াতেই এই বন্যা তৈরি হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখে রাজ্যপাল বলছেন, ডিভিসিকে দোষারোপ না করে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া উচিত রাজ্যের।

ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতিকে 'ম্যান মেড বন্যা' বলে তোপ দেগে ডিভিসির সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, ২০০৯ সালের পর বাংলায় এত ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়নি। অর্থাৎ দেড় দশকের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ংকর বন্যা পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হল বাংলাকে। প্রধানমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, ডিভিসি অপরিকল্পিতভাবে একক সিদ্ধান্তে মাইথন এবং পাঞ্চেত থেকে ৫ লক্ষ কিউসেক জল ছেড়েছে। যার ফলে দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলা, বিশেষ করে পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব মেদিনীপুর এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জলের তলায়। অতীতে এভাবে কোনওদিন ডিভিসি এত জল ছাড়েনি। নিম্ন দামোদর অববাহিকায় ২০০৯ সালের পর এটাই ভয়ংকরতম বন্যা। প্রায় এক হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকা জলের তলায়। ৫০ লক্ষ মানুষ বন্যা কবলিত।

এদিন রাজ্যপাল পালটা দাবি করলেন, যে যে জেলাগুলিতে বন্যার জন্য মুখ্যমন্ত্রী ডিভিসিকে দায়ী করছেন, সেই বাঁকুড়া, বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর কোনভাবেই ডিভিসির অববাহিকার মধ্যে পড়ে না। কংসাবতী, শিলাবতী ও দ্বারকেশ্বর নদী এলাকায় প্রচুর বৃষ্টিপাত এবং কংসাবতী নদীর উপর মুকুটমণিপুরে বাঁধ থেকে জল ছাড়ার ফলেই এইসব জায়গা প্লাবিত হয়েছে।

ইতিমধ্যেই রাজ্যের বন্য পরিস্থিতির জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ব্যাখ্যা চেয়ে চিঠি দিয়েছেন রাজ্যপাল। তাঁর দাবি, ডিভিসির যে বাঁধ তৈরি হয়েছিল, তা তৈরি হয়েছিল ছোটখাটো বন্যা পরিস্থিতি আটকানোর জন্য। এছাড়া বাঁধ যদি জল না ছাড়ে, তাহলে বাঁধের ক্ষতি। এভাবে ডিভিসিকে দোষারোপ না করে রিস্থিতি মোকাবিলায় নিজের দায়িত্ব পালন করুক রাজ্য সরকার।

ফের বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ, সপ্তাহান্তে পুজোর কেনাকাটায় বাদ সাধবে বৃষ্টি?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর ঃ সপ্তাহ শেষে পুজোর কেনাকাটি করার পরিকল্পনা করে থাকলে তা এখনই বাতিল করুন। কারণ আপনার জন্য খুব একটা সুখবর শোনাতে পারছে না হাওয়া অফিস। আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী জানা গিয়েছে, নিম্নচাপের প্রভাবে সপ্তাহান্তে ভারী বৃষ্টিতে ফের ভিজতে পারে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলা। তবে এখনও পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের ক্ষেত্রে কোনও সতর্কবার্তা জারি করেনি হাওয়া অফিস। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, বঙ্গোপসাগরে নতুন করে নিম্নচাপের আশঙ্কা। উত্তর আন্দামান সাগরে শনিবার তৈরি হবে ঘূর্ণাবর্ত। এই ঘূর্ণাবর্ত ঘনীভূত হযে. নিম্নচাপে পরিণত হবে সোমবার। উত্তর পশ্চিম এবং মধ্য বঙ্গোপসাগরে এই নিম্নচাপ তৈরি হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। আবার মৌসুমী অক্ষরেখাও বেশ সক্রিয় রয়েছে। দিঘা হয়ে দক্ষিণ পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে পূর্ব মধ্য বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত মৌসুমী অক্ষরেখা। জোড়া ফলায় রবিবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামে বজ্রবিদ্যু-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। সোমবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিতে ভিজতে পারে হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান। তবে উত্তরবঙ্গ আপাতত ভারী বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। পার্বত্য এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে খুব হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা। বৃষ্টি হলেও ভ্যাপসা গরম থেকে এখনও রেহাই নেই কলকাতাবাসীর। বর্তমানে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের উপরে। আবার বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণও যথেষ্ট বেশি। তার ফলে বজায় থাকবে অস্বস্তি বেশি হবে। শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৬.৭ ডিগ্রি। শুক্রবার বিকেলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৪.২ ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ৭১ থেকে ৯৩ শতাংশ। শুধু বাংলাই নয়, রবি ও সোমবার ভারী বৃষ্টি হতে পারে ওড়িশাতেও। এছাড়া অসম,মধ্য ভারত এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের বেশ কিছু রাজ্যে বৃষ্টির সম্ভাবনা। ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জেও।

আমেরিকা সফর নিয়ে মিথ্যে ছড়াচ্ছে বিজেপিঃ রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর ঃ আমেরিকা সফরে গিয়ে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন বলে অভিযোগ বিজেপির। এবার বিজেপির সমস্ত অভিযোগ খন্ডন করলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। তাঁর মতে, আমেরিকা সফর নিয়ে মিথ্যে ছড়াচ্ছে বিজেপি।

রাহুল গান্ধী শনিবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন, বিজেপি আমেরিকায. আমার মন্তব্য নিয়ে মিথ্যা প্রচার করছে। আমি ভারতে এবং বিদেশের প্রতিটি শিখ ভাই ও বোনকে জিজ্ঞাসা করতে চাই - আমি যা বলেছি তাতে কি কিছু ভুল আছে? ভারত কি এমন একটি দেশ হওয়া. উচিত নয় যেখানে প্রতিটি শিখ - এবং প্রতিটি ভারতীয় - নির্ভয়ে নিজেদের ধর্ম পালন করতে পারে? যথারীতি বিজেপি মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছে। তারা আমাকে চুপ করতে মরিয়া কারণ তারা সত্য দেখতো পারে না। তবে আমি সর্বদা সেই মূল্যবোধের পক্ষে কথা বলব যা ভারতকে সংজ্ঞায়িত করে বৈচিত্র্য, সমতা এবং ভালবাসায় আমাদের ঐক্য। অন্যদিকে তিরুপতি মন্দিরের প্রসাদী লাড্ডু বিতর্কে এবার সরব লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। তাঁর অভিযোগ, যে অভিযোগ উঠছে, সেটা গোটা বিশ্বে তিরুপতির কোটি কোটি ভক্তকে আঘাত করেছে। সব ধর্মের পবিত্রতা রক্ষা করা প্রশাসনের কর্তব্য। তিরুপতি মন্দিরের প্রসাদী লাড্ডু ঘিরে দেশে শোরগোল তুঙ্গে।

খুনের দায় চাপাতেই কি ডাকা হয় সঞ্জয়কে?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর ঃ আর জি কর হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসককে খুন করাই ছিল মূল লক্ষ্য। পরে সেই খুনের দায় চাপাতেই ঘটনাস্থলে টেনে আনা হয় সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে এবং নজর ঘোরাতেইজুড়ে দেওয়া হয় ধর্ষণের সাব প্লট। তদন্তের পরতে পরতে পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন তথ্যপ্রমাণ ও সংশ্লিষ্টদের বয়ান যাচাই করে এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য পেয়েছেন সিবিআই আধিকারিকরা। তার ভিত্তিতেই আপাতত এগোচ্ছে তদন্তের পরবর্তী ধাপ। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে ওই তরুণী চিকিৎসককে খুনের ছক কষেছিল কারা? কি তার কারণ, সেই রাতে খুনে সরাসরি জড়িতরা কারা। সিবিআইয়ের তদন্তকারীরা আপাতত এইসব প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজছেন বলে জানতে পারা গিয়েছে।

তদন্ত নেমে সিবিআই আধিকারিকদের ধারণা, জখম ও অচেতন অবস্থায় ওই তরুণী চিকিৎসককে সেমিনার হলে রেখে আসার পর খবর দেওয়া হয় মদ্যপ সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রাইকে। চিকিৎসকের উপর যৌন নির্যাতন চালানোর জন্য তাকে রীতিমতো টোপ দেওয়া হয়। সেইটোপ বেমালুম গিলে এবং প্রলোভনের ফাঁদে পড়ে

কারও নির্দেশেই নির্যাতিতাকে শ্বাসরোধ করে খুন করে সঞ্জয়। আপাতভাবে নিখুঁত এই চিত্রনাট্য অনুযায়ীই ঘটনা ঘটেছিল কি না তা যাচাই করতে হাসপাতালের কয়েকজন কর্মীকে জেরা করছে সিবিআই। এদিকে শুক্রবার ধৃত সন্দীপ ঘোষ ও টালা থানার ওসি অভিজিৎ মণ্ডলকে ফোর আদালতে তোলা হয়। সন্দীপের নারকো অ্যানালিসিস টেস্ট ওঅভিজিতের পলিগ্রাফ টেস্ট করানোর অনুমতি চেয়ে এদিন বিচারকের কাছে আবেদন করেন সিবিআইয়ের আইনজীবী। এদিন ওই বিষয়ে আদালতে কোনও নির্দেশ না দিলেও ওই দুজনের খুন ও ধর্ষণের মামলায় গ্রেপ্তার নিয়ে সিবিআইয়ের আইনজীবী বিচারকের প্রশ্নের মুখে পড়েন। সিবিআইয়ের দাবি, হাসপাতালের দুই কর্মীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বেশ কিছু তথ্য হাতে এসেছে সিবিআইয়ের। সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে ওই দুই হাসপাতাল কর্মী সিবিআইকে জানান যে, ঘটনার রাতে তাঁদের নাইট ডিউটি ছিল। সেই সুবাদেই তাঁদের চোখে পড়েছিল সন্দেহজনক কিছু দৃশ্য। তাঁরা এক তরুণীকে উপরের তলা থেকে চারতলায় নামিয়ে আনতে দেখেছিলেন। তখন তাঁরা মনে করেছিলেন যে, হয়তো কোনও মহিলা চিকিৎসক অসুস্থ হয়ে পড়ায় চিকিৎসার জন্য তাঁকে নিয়ে আসা হয় চারতলায়। নির্যাতিতা তরুণী চিকিৎসকই সেই মহিলা ছিলেন কি না, সেই সম্পর্কে ওই দুই কর্মী অবশ্য স্পষ্ট কিছু বলতে পারেননি। তবু সিবিআইয়ের মতে, ওই মহিলাই নির্যাতিতা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। তবে এই তথ্য এখনও যাচাই করছে সিবিআই। আরও বেশ কিছুদিন লাগবে আরজি কর কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত সামনে আসনে । এবার এই ঘটনায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার স্ক্যানারে বিরূপাক্ষ বিশ্বাস। তিনি আর জি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের 'ঘনিষ্ট ছিলেন।শনিবার সকাল ৯টা ৫০ মিনিট নাগাদ সিজিও কমপ্লেক্সে পৌঁছন তিনি।

কাজে ফিরলেন জুনিয়র চিকিৎসকরা

৪৩ দিনের মাথায় ফের চেনা ছন্দে আরজি কর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর ঃ ৪৩ দিন পরে পুনরায় ছন্দে ফিরল আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। শনিবার সকাল থেকে কাজে ফিরলেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। প্রতিশ্রুতি মতো আপাতত জরুরি বিভাগে কাজে ফিরেছেন তাঁরা। তবে এখনও আউটডোরে রোগী দেখছেন সিনিয়ররাই। রাজ্য সরকার কয়েকটি শর্ত মানলে তবে আউটডোরে ফের কাজে ফিরবেন বলেই জানিয়েছেন জুনিয়র চিকিৎসকরা।

কথা দিয়ে, সেই কথা রাখলেনও জুনিয়র ডাক্তাররা। শনিবার সকাল থেকেই আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল-সহ বিভিন্ন হাসপাতালে জরুরি বিভাগের কাজে নেমে পড়লেন জুনিয়র ডাক্তাররা। আর জি কর হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার বিভাগে কাজে যোগ দিয়েছেন তাঁরা। জুনিয়র ডাক্তারদের কাজে যোগ দিতে দেখে খুশি সাধারণ মানুষও। আর জি কর ও অন্য হাসপাতালগুলিতে জরুরি পরিষেবায় কাজে যোগ দিয়েছেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। ইমার্জেন্সি বিভাগ পুরোদমে চালু হয়ে গিয়েছে। আর জি কর হাসপাতালে শনিবার সকালে যে জুনিয়র ডাক্তারদের ডিউটি ছিল, তাঁরা হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার ভবনে পৌঁছে যান।গত ৮ আগস্ট, নাইট শিফটে ছিলেন আর জি করের তরুণী চিকিৎসক। পরদিন সেমিনার হল থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। অভিযোগ, ধর্ষণ ও খুন করা হয়েছে তরুণী চিকিৎসককে। এই ঘটনায় সুবিচারের দাবিতে কর্মবিরতি শুরু করেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। প্রথমবার খোদ মুখ্যমন্ত্রী এবং দ্বিতীয়বার মুখ্যসচিবের সঙ্গে বৈঠকের পর শনিবার থেকে কর্মবিরতির সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করেন আন্দোলনকারীরা। তার আগে শুক্রবার স্বাস্থ্যভবন থেকে সিজিও কমপ্লেক্স-প্রায় সাড়ে তিন কিলোমিটার মিছিল করে জুনিয়র ডাক্তারদের সংগঠন। বহরে তেমন

দীর্ঘ ছিল না তরুণ ডাক্তারদের সিজিও অভিযান। কিন্তু মিছিল থেকে যেসব শাণিত স্লোগান শোনা গিয়েছে, তাতে রাজ্যের তরুণ চিকিৎসকরা স্পষ্ট করেছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা আর জি করের পিজিটি খুন ও ধর্ষণের কিনারা করতেই পারেনি। শুধুমাত্র তথ্য সংগ্রহ করে যাচ্ছে। তাই যত দ্রুত সম্ভব তদন্তের জাল গোটাতেই হবে। প্রকৃত খুনিকে চিহ্নিত করতে হবে। বস্তুত, সিবিআই তদন্তের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে রাজ্য প্রশাসন যে কথা বলে আসছিল। অনেকটা দেরিতে হলেও সেই কথাটাই এদিন বার বার সেই অভিযোগ স্লোগানের মাধ্যমে শোনা গিয়েছিল জুনিয়র ডাক্তারদের মিছিলে।জুনিয়র ডাক্তারদের তরফে ডা. অনিকেত মাহাতোর অভিযোগ, একমাসের বেশি সময় ধরে সিবিআই তদন্ত করছে। কতটা তদন্ত এগোল এসব তো মানুষ জানতে চাইছে। আমরাও জানতে চাই। আরেক জুনিয়র ডাক্তার দেবাশিস হালদারের সাফ কথা, আন্দোলন বন্ধ হয়ে গেল এমনটা ভাবার কোনও কারণ নেই। তদন্ত প্রক্রিয়া ঠিকমতো না এগোলে দশ দিন পর আবার ফেরত আসা হবে। স্বাস্থ্যভবন থেকে সিজিও কমপ্লেক্স পর্যন্ত মিছিলে স্লোগান উঠেছে, আর কতদিন সময় চাই জবাব দাও সিবিআই। আবার স্লোগান উঠেছে সন্দীপ ঘোষের নামেও। টানা ৪৩ দিন রাজপথে রোদ বৃষ্টি মাথায় নিয়ে টানা কর্মবিরতি চালিয়েছে। বস্তুত জেলার মেডিক্যাল কলেজগুলির পিজিটিরা কাজে ফিরতে শুরু করেছেন। এমন অবস্থায় কাজে ফেরা ছিল স্রেফ সময়ের অপেক্ষা। বৃহস্পতিবার রাজ্য সরকারের তরফে বার্তা আসার পরেই কাজে যোগ দেওয়ার তোড়জোড় শুরু হয়। সূত্রের খবর মহিলা চিকিৎসক খুনের তদন্ত সহ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তাদের আন্দোলন চলবেই। দরকারে ফের রাজপথে নেমেই দাবি আদায় করা হবে।

আরজি কর কাণ্ডে সিবিআই তলবে সিজিও কমপ্লেক্সে বিরূপাক্ষ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর ঃ আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসক হত্যাকাণ্ডের তদন্তে তৎপর সিবিআই। এবার এই ঘটনায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার স্ক্যানারে বিরূপাক্ষ বিশ্বাস। তিনি আর জি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের 'ঘনিষ্ট ছিলেন।

শনিবার সকাল ৯টা ৫০ মিনিট নাগাদ সিজিও কমপ্লেক্সে পৌঁছন তিনি। সাংবাদিকরা একাধিক প্রশ্ন করেন তাঁকে। তরুণী চিকিৎসকের দেহ উদ্ধারের দিন কেন সেমিনার হলে ছিলেন? আর জি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের সঙ্গে তাঁর আদৌ ঘনিষ্ঠতা ছিল কিনা- এমনই একাধিক প্রশ্ন করা হয় বিরূপাক্ষকে। সিজিওতে ঢোকার সময় তিনি বলেন, আগে কথা বলে নিই, তার পর বলব।

উল্লেখ্য, আর জি কর ঘটনার আবহে ভাইরাল 'হুমকির অডিওকে কেন্দ্র করে চর্চায় এসেছিলেন বর্ধমান মেডিক্যালের প্যাথোলজি বিভাগের সিনিয়র রেসিডেন্ট চিকিৎসক বিরূপাক্ষ বিশ্বাস। শোনা যাচ্ছিল, ৯ আগস্ট সকালে অর্থাৎ তরুণী চিকিৎসকের দেহ উদ্ধারের দিন নাকি আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সেমিনার হলে উপস্থিত ছিলেন বিরূপাক্ষ। এর পর তাঁর বিরুদ্ধে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসে। শোনা যায়, বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে নাকি চলত তাঁর 'দাদাগিরি' 'গ্রেট কালচার'। একের পর এক বিতর্কে নাম জড়ানো বিরূপাক্ষ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে পদক্ষেপও করে স্বাস্থ্যদপ্তর। তাঁকে বদলি করে পাঠানো হয় কাকদ্বীপ হাসপাতালে। কিন্তু সন্দীপ-ঘনিষ্ঠ চিকিৎসককে হাসপাতালে কাজে যোগ দিতে বাধা দেন হাসপাতালের কর্মী, এলাকাবাসী। স্বাস্থ্যভবন উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করে বিরূপাক্ষকে সাসপেনশনের সিদ্ধান্ত নেয়। এর পর রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলও সাসপেন্ড করে তাঁকে।

নিষেধাজ্ঞা তুলে ভারতে ইলিশ রপ্তানিতে সায় বাংলাদেশের

নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর ঃ এবছরের দুর্গাপুজোর সময় মৎস্যপ্রেমী বাঙালিরা বেশ চিন্তায় ছিলেন। কারণ এই সময় তারা ইলিশ পাবার জন্য হাহুতাস করছিলেন। কিন্তু সেই কিন্তু সেই চিন্তা তাদের খানিকটা দূর হল বলে মনে হচেছ। কারণ এবার বাংলাদেশ রাজি হয়েছে ভারতে ইলিশ পাঠাতে। প্রতিবেশী বাংলাদেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অন্তর্বর্তী সরকারের স্রেফ একটি ঘোষণায় বলা হয়েছিল, এবার আর পুজোর সময় পদ্মার ইলিশ পাঠানো হবে না ভারতে। প্রতি বছর যা সৌজন্য উপহার হিসেবে পাঠানো হতো শেখ হাসিনার তরফে। ক্ষমতার হাতবদল হতেই এই রীতিতে ছেদ পড়তে চলেছিল। তা নিয়ে দুদেশের মধ্যে হালকা তিক্ত পরিবেশও তৈরি হয়েছিল। কিন্তু আচমকাই সিদ্ধান্ত বদলে ফেলল বাংলাদেশ। শনিবার ভারত সরকারকে জানানো হল, ইলিশ পাঠানো হবে বাংলাদেশের তরফে। বাংলাদেশের ইউনুস সরকারের তরফে দুর্গাপুজো উপলক্ষে ভারতে ইলিশ রপ্তানির অনুমোদন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে, ভারতের অনুরোধ ও দেশের বিভিন্ন রপ্তানিকারক সংস্থার আবেদনের ভিত্তিতে এবছর পুজোর মরশুমে ইলিশ রপ্তানির অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে। মোট ৩০০০ মেট্রিক টন ইলিশ এপার বাংলায় পাঠানো হবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। আগামী ২৪ সেপ্টেম্বরের মধ্যে যারা রপ্তানি করতে চান, তাদের আবেদন করতে হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ। তার পর কোনও আবেদন আর গৃহীত হবে না। পদ্মার ইলিশ বনাম তিস্তার জল। এনিয়ে শেখ হাসিনার আমল থেকে দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে আবছা একটা দ্বন্দ্ব চলছিল। তা সত্ত্বেও প্রতি বছর পুজোর উপহার হিসেবে ভারতের সীমান্তবর্তী বাজারগুলিতে ইলিশ রপ্তানি হতো। কিন্তু গত আগস্টে হাসিনা সরকারের পতন এবং অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসার পর সে দেশের মস্য ও প্রাণীসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার ঘোষণা করেছিলেন, এবারের দুর্গোসবে বাংলাদেশের হিন্দুধর্মাবলম্বী-সহ অন্যান্য নাগরিকরা যেন ইলিশ খেতে পারেন, সেটি নিশ্চিত করা হবে।

জম্মু ও কাশ্মীরের দ্রুত অগ্রগতি, এটাই প্রধান লক্ষ্য ঃপ্রধানমন্ত্রী

শ্রীনগর, ২১ সেপ্টেম্বর ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের দ্রুত অগ্রগতি, এটাই প্রধান লক্ষ্য। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শ্রীনগরে এক নির্বাচনী জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, আমাদের সকলের লক্ষ্য হল জম্মু ও কাশ্মীরের দ্রুত অগ্রগতি। আমি জম্মু ও কাশ্মীরের দ্রুত উন্নতির চেতনা জাগানোর বার্তা নিয়ে আপনাদের মাঝে এসেছি। প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, জম্মু ও কাশ্মীরে এখন গণতন্ত্রের উৎসব চলছে। প্রথম দফার ভোট হয় ৭ জেলায়। প্রথমবারের মতো সন্ত্রাসের ছায়া ছাড়াই এই ভোট হয়েছে। এত বিপুল সংখ্যক মানুষ ভোট দিতে বাড়ি থেকে বের হয়েছেন, এটা আমাদের সকলের জন্য অত্যন্ত আনন্দের ও গর্বের বিষয়।প্রধানমন্ত্রীর কথায়, জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণ কীভাবে ভারতের গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করছেন তা এখন সারা বিশ্ব প্রত্যক্ষ করছে। আমি এ জন্য জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণকে অভিনন্দন জানাই! প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, কয়েকদিন আগে আমি যখন জম্মু ও কাশ্মীরে এসেছিলাম, তখন বলেছিলাম জম্মু ও কাশ্মীরের ধ্বংসের জন্য তিনটি পরিবার দায়ী। এরপর থেকে দিল্লি থেকে শ্রীনগর পর্যন্ত আতঙ্ক রয়েছে এই মানুষগুলি। তারা মনে করে যে কেউ কীভাবে তাদের প্রশ্ন করতে পারে, তারা মনে করে যে কোনওভাবেই হোক চেয়ার দখল করা এবং তারপরে আপনাদের সবাইকে লুট করা তাদের জন্মগত অধিকার। প্রধানমন্ত্রী মোদী জোর দিয়ে বলেছেন, জম্মু ও কাশ্মীরকে সন্ত্রাসবাদ থেকে মুক্ত করা, জম্মু ও কাশ্মীরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী প্রতিটি শক্তিকে পরাজিত করা, এখানকার তরুণদের কর্মসংস্থানের সুযোগ দেওয়া, এটাই মোদীর অভিপ্রায়, মোদীর প্রতিশ্রুতি।

জুহু সৈকতে স্বচ্ছতা অভিযান, পরিচ্ছন্নতা ও বৃক্ষরোপণে জোর দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শিন্ডে

মুম্বই, ২১ সেপ্টেম্বর ঃ মুম্বইয়ের জুহু সৈকতে মেগা স্বচ্ছতা অভিযান কর্মসূচিতে অংশ নিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে ও মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল সি পি রাধাকৃষ্ণণ। স্বচ্ছতা অভিযান কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে পরিচ্ছন্নতা ও বৃক্ষরোপণের ওপর জোর দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে।মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, মহারাষ্ট্রে ৭২০ কিলোমিটার উপকূলীয় এলাকা পেয়েছে, আর আমাদের তা স্বচ্ছ রাখতে হবে। আমরা পরিচ্ছন্নতা সেবার মাধ্যমে তা শুরু করেছি। স্বচ্ছ ভারত অভিযানের নাম নিলেই প্রধানমন্ত্রীর নাম মাথায় আসে এবং তাঁর অনুপ্রেরণায় সারা দেশে এই অভিযানকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমাদের একক ব্যবহার করা প্লাস্টিক বন্ধ করা উচিত, আমরা তা নিষিদ্ধ করেছি, এবং একইসঙ্গে 'এক পেড় মা কে নাম' প্রচারাভিযানের মাধ্যমে আমরা বৃহ পরিসরে গাছ লাগাচ্ছি।

মহিলাদের স্বনির্ভরতার পথ দেখাচ্ছে মালদার হবিবপুর থানার পুলিশ

অভিষেক দাস, মালদা, ২১সেপ্টেম্বরঃ নয়া উদ্যোগ মালদা জেলা পুলিশের।স্বনির্ভরতার পথ দেখাচ্ছে মালদার হবিবপুর থানা। এলাকার মহিলাদের একত্রিত করে দেওয়া হচ্ছে বিশেষ সেলাই প্রশিক্ষণ। একেবারেই অভিনব উদ্যোগ মালদা জেলা পুলিশের হবিবপুর থানার। পুলিশ থানা ক্যাম্পাসের এক প্রান্তে চলছে মহিলাদের এই সেলাই প্রশিক্ষণ। সঠিক সেলাই শেখানোর জন্য রয়েছেন একজন দক্ষ প্রশিক্ষক। তিনি সপ্তাহে দুই দিন করে থানায় এসে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন মহিলাদের। থানায় এই ধরনের প্রশিক্ষণ পেয়ে খুশি আশেপাশের মহিলারাও। মালদা জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে মহিলাদের স্বনির্ভর করতে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। হবিবপুর থানার পিছিয়ে পড়া অঞ্চলের মহিলাদের নিয়ে এই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। হবিবপুর থানার প্রতিটি পঞ্চায়েত এলাকা থেকে একজন বা দুইজন করে মহিলাদের একত্রিত করে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে মহিলাদের এই সেলাই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সপ্তাহের প্রতি শনিবার ও রবিবার থানা প্রাঙ্গণে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। ছয় মাস ধরে মহিলাদের এই সেলাই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। প্রশিক্ষণ শেষে পুলিশের পক্ষ থেকে মহিলাদের একটি করে সেলাই মেশিন দেওয়া হবে। মহিলারা নিজেরাই বাড়িতে বসেই সেলাই করে স্বনির্ভর হতে পারবেন। জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে এই সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়েছে। সেপ্টেম্বর মাস থেকে শুরু হয়েছে প্রশিক্ষণ। সমস্ত ধরনের সেলাই এখানে শেখানো হবে মহিলাদের। ছয় মাস পর আবারও অন্যান্য মহিলাদের এই প্রশিক্ষণের সুযোগ মিলবে। এইভাবেই প্রতিনিয়ত হবিবপুর থানার সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু রাখার পরিকল্পনা রয়েছে জেলা পুলিশ কর্তাদের। আর পুলিশের এহেন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাচ্ছেন জেলাবাসী।

বাংলা-ঝাড়খণ্ড সীমানা সিল করা নিয়ে ব্যাখ্যা চাইলেন রাজ্যপাল, বন্যা নিয়েও প্রতিক্রিয়া ডঃ বোসের

কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর ঃ বাংলা-ঝাড়খণ্ড সীমানা সিল কেন করা হয়েছে, তা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যাখ্যা চাইলেন রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোস। রাজভবন সূত্রের খবর, সংবিধানের ১৬৭ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে সীমানা সিল করা নিয়ে ব্যাখ্যা চেয়েছেন রাজ্যপাল বোস। উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার বন্যা পরিস্থিতির কারণ দেখিয়ে ঝাড়খণ্ড-বাংলা সীমানা বন্ধ করার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। এর ফলে ঝাড়খণ্ড-বাংলা সীমানায় আটকে পড়েছে বহু পণ্যবাহী ট্রাক।এদিকে, বাংলার বিভিন্ন জেলায় বন্যা পরিস্থিতি সম্পর্কে রাজ্যপাল বোস শনিবার বলেছেন, বন্যা পরিস্থিতি এমন একটি বিষয় যা গুরুত্ব সহকারে দেখা উচিত। বন্যার আগে এবং পরে কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে। দুর্ঘটনা আকস্মিক নয়, এর পেছনে মানবিক কারণ রয়েছে। এখন যা প্রয়োজন তা হলো বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের অবিলম্বে পুনর্বাসন ও উদ্ধার করা। দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা হিসেবে প্লাবনভূমি ব্যবস্থাপনা থাকতে হবে। প্লাবনভূমি ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং জলাবদ্ধতা ব্যবস্থাপনা। যতদূর সম্ভব, পরিকাঠামো বিপর্যয়-প্রতিরোধী হওয়া উচিত। বন্যা মোকাবেলায় অনেক দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এগুলি এমন বিষয় যা এখন প্রাসঙ্গিক হওয়া উচিত, দোষ দেওয়ার খেলা নয়।

জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণ সন্ত্রাসকে প্রত্যাখ্যান করেছেনঃঅনুরাগ সিং ঠাকুর

রিয়েসি, ২১ সেপ্টেম্বর ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণ সন্ত্রাসকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। জোর দিয়ে বললেন বিজেপি নেতা অনুরাগ সিং ঠাকুর। শনিবার জম্মু ও কাশ্মীরের রিয়েসিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অনুরাগ ঠাকুর বলেছেন, অনুচ্ছেদ ৩৭০ বাতিলের পরে আপনারা যদি বিধানসভা এবং লোকসভা নির্বাচনের দিকে তাকান, তাহলে দেখবেন জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণ গণতন্ত্রের প্রতি নিজেদের আস্থা দেখিয়েছে এবং সন্ত্রাসবাদকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।অনুরাগ সিং ঠাকুর আরও বলেছেন, জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণ শান্তি ও সুখ চায়। জনসাধারণ জম্মু ও কাশ্মীরের উন্নয়ন নিশ্চিত করতে বিজেপিকে ভোট দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পাকিস্তানের নেতারা কংগ্রেস এবং ন্যাশনাল কনফারেন্সের সমর্থনে বিবৃতি দিচ্ছেন...আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে, রাহুল গান্ধী ভারতকে অপমান করেছেন। জম্মু ও কাশ্মীরের জনসাধারণের উচিত তাঁদের উপযুক্ত জবাব দেওয়া।

রাঁচি ডিভিশনে সংস্কারের কাজ, বাতিল করা হল একগুচ্ছ ট্রেন

কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর ঃ দক্ষিণ-পূর্ব রেলের রাঁচি ডিভিশনে রেল ট্র্যাক-সহ বেশ কয়েকটি স্টেশনের সংস্কারের কাজ চলবে। সে কারণে বাতিল করা হল একগুচ্ছ ট্রেন। রেলের পক্ষ থেকে একটি বিবৃতি দিয়ে ট্রেন বাতিলের কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে বেশ কিছু ট্রেন বিশেষ কিছু স্টেশনে থামানোর কথাও জানানো হয়েছে।যে সবপরিবর্তন করা হয়েছে, সেই তালিকায় আছে-১২৮৬৭ হাওড়া-পুদুচেরি এক্সপ্রেস আগামী ২২ সেপ্টেম্বর হাওড়া থেকে ছাড়বে। ট্রেনটি আগামী ৬ মাস রাজামুন্দ্রিতে থামবে। ১২৮৬৮ পুদুচেরি-হাওড়া এক্সপ্রেস ২৫ সেপ্টেম্বর পুদুচেরি থেকে ছাড়বে। ট্রেনটি আগামী ৬ মাস রাজামুন্দ্রিতে থামবে।হাওড়া ডিভিশনের রামপুরহাট-দুমকা সেকশনে শিকারিপাড়া ও দুমকা স্টেশনের মধ্যে সিঙ্গল লাইনের কাজের জন্য পূর্ব ঘোষিত মতো মেমু প্যাসেঞ্জার ট্রেনগুলি আগামীকাল অর্থাৎ ২০ সেপ্টেম্বর বাতিল করা হয়েছে তার তালিকা- ০৩০৮১০৩০৮২ রামপুরহাট-জসিডি-রামপুরহাট প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি বাতিল করা হয়েছে।০৩১১১০৩১১২ শিয়ালদা-গদ্দা-শিয়ালদা মেমু ট্রেনটি বাতিল করা হয়েছে।১৩০১৬ জামালপুর-হাওড়া কবিগুরু এক্সপ্রেসের সময় পরিবর্তন করা হয়েছে। ট্রেনটি আগামিকাল জামালপুর থেকে সকাল ৬ টার পরিবর্তে বেলা ১০ঃ১৫ মিনিটে ছাড়বে।

কিরাতপুর-মানালি হাইওয়েতে চারটি টানেল প্রস্তুত, খুলে দেওয়া হবে অক্টোবরের শুরুতেই

মানালি, ২১ সেপ্টেম্বর ঃ ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়া হিমাচল প্রদেশের মান্ডি শহরকে যানজট থেকে রেহাই দিতে চার লেন বিশিষ্ট কিরাতপুর-মানালি জাতীয় সড়কে চারটি টানেল নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করেছে। এই ৪ কিলোমিটার দীর্ঘ টানেল অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহেই যানবাহন চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই চারটি টানেল উল্লেখযোগ্যভাবে যানজট কমিয়ে দেবে, যা মান্ডি শহরকে জর্জরিত করে, বিশেষ করে পর্যটন মরশুমে।প্রতি বছর দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে পর্যটকরা কুল্লু, মানালি এবং লাহাউল ও স্পিতিতে আসায় মান্ডি শহর যানজটের সম্মুখীন হয়। যানজট শুধু পর্যটকদেরই নয়, স্থানীয় মানুষজনকেও প্রভাবিত করে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা যানজটে আটকে থাকতে হয়। নতুন টানেলগুলি যাতায়াত মসৃণ করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বিশ্ব পরিচ্ছন্নতা দিবস উদযাপন

দুরন্তবার্তা,২১সেপ্টেম্বরঃপরিবেশ পরিচ্ছন্ন থাকলে, মানসিকতা ও থাকে সুন্দর। স্বচ্ছ ভারত সবুজ অভিযান, দিকে দিকে তার আহ্বান। ভারত আবার দিচ্ছে ডাক, ময়লা আবর্জনা দূরে থাক। আর্বজনা ফেল বো না যত্রতত্র, স্বচ্ছ ভারত গঠন ই হোক মূলমন্ত্র। একটি সবুজ এবং স্বাস্থ্য কর তথা পরিচ্ছন্ন সমাজ গঠনে র লক্ষ্যে ভারতবর্ষের স্কুল পড়ুয়া শিশু শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য বিধি এবং পরিবেশ গত দাযিত্ব বোধ জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে পড়ুয়াদের মধ্যে স্বাস্থ্য বিধি এবং পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব বোঝাতে গত ২০ শে সেপ্টেম্বর স্বচ্ছতা ই সেবা তথা বিশ্ব পরিচ্ছন্নতা দিবস উদযাপন কর্মসূচি।এ বিশ্ব তথা পৃথিবীকে শিশু র বাসযোগ্য করে যাব আমি,নবজাতকের কাছে এ আমার দৃড় অঙ্গীকার। '' আজকের শিশু আগামী দিনে মহীরুহ। সুস্বাস্থ্য ও সুষ্ঠু সমাজ গড়তে ,পরিস্কার ও পরিচ্ছন্নতা, স্বচ্ছতা, বৃক্ষরোপণ, জল সংরক্ষণ, প্লাস্টিক বর্জন এবং তামাক মুক্ত সমাজ গড়ার অঙ্গীকার নিয়ে গত ১৭ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে সাগরের চৌরঙ্গী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সমগ্র শিক্ষা অভিযানের ও বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী স্বচ্ছতা ই সেবা কর্মসূচির বিদ্যালয় সপ্তাহ পালন অনুষ্ঠান। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তাপস মণ্ডলের শুভ সূচনার মাধ্যমে সরকারী নির্ধারিত প্রোগ্রাম অনুযায়ী সমবেত ভাবে স্বাস্থ্য বিধান গান,শিশু সংসদেরসভা,খাবারের আগে ও পরেহাতধোয়ার পাঁচটি ধাপশেখানো সেইসঙ্গে কখন কখন হাত ধোওয়া প্রয়োজন তা বলা হয়।জনসচেতনতা র লক্ষ্যে পদযাত্রা, উন্মুক্ত স্থানে শৌচ্যকার্য তথা প্রস্রাব, পায়খানা না করা,জল সংরক্ষণ এবং অপচয় রোধ ও এর উপকারিতা সহ নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতা নিয়ে আলোচনা হয়।সেইসঙ্গে আগামী দিনগুলোতে ২রা অক্টোবর পর্যন্ত নির্ধারিত কর্মসূচি কিকি রয়েছে সেই সকল বিষয়ে সকলকে অবগত করা হয়। স্বচ্ছতা শপথ দিবস, স্বচ্ছতা সচেতনতা দিবস, কমিউনিটি আউট রিচ ডে,গ্রীণস্কুল ড্রাইভ ডে, স্বচ্ছতা অংশগ্রহণ দিবস, হাত ধোওয়া দিবস, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য বিধি দিবস, স্বচ্ছতা স্কুলের প্রদর্শনী দিবস, স্বচ্ছতা কর্মপরিকল্পনা দিবস ও সর্বশেষ পুরস্কার বিতরণী দিবস।স্বচ্ছ ভারত সবুজ অভিযান, দিকে দিকে তার আহবান। ভারত আবার দিচ্ছে ডাক,ময়লা -আর্বজনা দূরে থাক। পরিচ্ছন্ন তাই পবিত্রতা,পরিচ্ছন্ন তাই পরিচয়।পরিচ্ছন্ন তাই পরিচয়, যত্র তত্র ময়লা,আর্বজনা নয়।এই স্লোগান গুলি কে সামনে রেখে আজ পালিত হলো স্বচ্ছতা দিবস সাগর চৌরঙ্গী অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আয়োজনে। এবারে২০২৪এ স্বচ্ছতা পাখওয়াদা মুল থিম হলো Clean and Green India Waste and Wealth.ও World Clean up Day এরথিম Make Room For Life.স্বচ্ছ ভারত সবুজ অভিযান। পরিচ্ছন্ন পৃথিবী,সবুজ পৃথিবী। দিকে দিকে তার আহ্বান,ভারত আবার দিচ্ছে ডাক,ময়লা, আবর্জনা দূরে যাক।আমার মাটি,আমার মা, ময়লা হতে দেবো না।বিশ্ব পরিচ্ছন্নতা দিবস উপলক্ষে পরিচ্ছন্ন পৃথিবী হোক আমাদের সবার অঙ্গীকার! আসুন নিজ নিজ পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখি এবং অন্যদেরকে এ বিষয়ে উৎসাহিত করি।

ঝাড়খণ্ড-বাংলা সীমানায় উঠল নিয়ন্ত্রণ, পণ্যবাহী ট্রাক চলাচল শুরু

কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর ঃ উঠে গেল নিয়ন্ত্রণ, পশ্চিমবঙ্গ-ঝাড়খণ্ড সীমানা দিয়ে যানবাহন চলাচল শুরু হল। শুক্রবার সন্ধ্যায় পণ্যবাহী যান চলাচলের উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়া হয় বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। ফলে স্বস্তি পেলেন দূরদূরান্ত থেকে পণ্য নিয়ে আসা ট্রাক চালকরা।দক্ষিণবঙ্গের বানভাসি এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গত বৃহস্পতিবার জানিয়েছিলেন, জাতীয় সড়ক দিয়ে জল ঢুকছে। তাই তিন দিন ঝাড়খণ্ড সীমানা বন্ধ থাকবে। এরপরই বাংলা-ঝাড়খণ্ড সীমানা বন্ধ করে দেওয়া হয়। তাতে সমস্যায় পড়েছিলেন বহু ট্রাক চালকরা। অবশেষে নিয়ন্ত্রণ উঠে যাওয়ায় তাঁরা স্বস্তি পেয়েছেন।

প্রয়াত ঝাড়গ্রামের প্রাক্তন সাংসদ কুনার হেমব্রম

ঝাড়গ্রাম, ২১ সেপ্টেম্বর ঃ প্রয়াত ঝাড়গ্রামের প্রাক্তন সাংসদ কুনার হেমব্রম। বার্ধক্যজনিত অসুখে ভুগছিলেন তিনি। কলকাতায় এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। শনিবার সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন প্রাক্তন সাংসদ।২০১৯ সালে লোকসভা ভোটে বিজেপির প্রার্থী হয়েছিলেন কুনার হেমব্রম। তৃণমূলের জেতা আসনে পদ্ম ফুটেছিল তাঁর হাত ধরে। তবে ২০২৪-এর লোকসভা ভোটে প্রার্থী বদল করে বিজেপি। আর তারপরই বিজেপি ছাড়ার কথা ঘোষণা করেন কুনার।

পিছু ছাড়ছেই না বৃষ্টি, দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ২৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস

নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর ঃ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর। ২২ তারিখ অসম, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম ও ত্রিপুরায় বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। এরপর ২৩ তারিখ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম, ত্রিপুরা, অসম, মেঘালয়, অরুণাচল প্রদেশ, ছত্তিশগা। ও ওড়িশাতেও বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে

কোকরাঝাড়ে বডোল্যান্ড সিল্ক পার্ক এবং এরি স্পুন মিল পরিদর্শন রাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্রসাদের

কোকরাঝাড় (অসম), ২১ সেপ্টেম্বর ঃ কোকরাঝাড়ে বডোল্যান্ড সিল্ক পার্ক এবং এরি স্পুন মিল পরিদর্শন করেছেন রাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্রসাদ আচার্য। সিল্ক পার্ক এবং এরি স্পুন মিলের বৈচিত্র্য ও উচ্চ মানের পণ্য সামগ্রী দেখে সন্তোষ ব্যক্ত করেছেন আপ্লুত রাজ্যপাল।বিশ্বব্যাপী এরি পণ্যের প্রচার করতে বিজ্ঞাপন এবং বিপণন কৌশলের প্রয়োজনীয়তার পরামর্শ দিয়েছেন রাজ্যপাল আচার্য। পাশাপাশি স্পুন মিলের বিশেষত্বের রূপরেখা সংবলিত একটি প্রতিবেদন তৈরি করতে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের অনুরোধ করেছেন তিনি। রাজ্যপালকে এদিন সঙ্গ দিয়েছেন রাজ্যের তাঁত, বস্ত্র ও রেশম দফতরের মন্ত্রী উরখাও গৌরা ব্রহ্ম, বিটিসির কার্যনির্বাহী সদস্য ধনঞ্জয় বসুমতারি ও দাওবাইসা বড়ো, বিটিসি-সচিব যতীন বরা, কোকরাঝাড়ের জেলাশাসক মাসান্দা পেরটিন এবং বিটিসির যুগ্মসচিব রক্তিম বুড়াগোহাঁই।

টোটোর ধাক্কায় অধ্যাপক আহত হওয়ার পরেই প্রতিবাদের ঝড় তোলপাড় সোশ্যাল মিডিয়া

বালুরঘাট,২১সেপ্টেম্বরঃটোটোর দৌরাত্ম্য। বালুরঘাটে টোটোর ধাক্কায় অধ্যাপক আহত হওয়ার পরেই প্রতিবাদের ঝড় তোলপাড় সোশ্যাল মিডিয়া। টোটোর বাড় বাড়ন্ত নিয়ে কাঠগড়ায় পরিবহণ দপ্তর ও স্থানীয় পুরসভা। সরকারি ও বে সর কারি হিসেব অনু যায়ী বালুরঘাট শহরে চলাচল করে অন্তত ৮ হাজার টোটো। এশহরে এপর্যন্ত মাত্র আড়াই হাজারের মত ইরিক্সা বা টোটো তাদের রেজিস্ট্রেশন করিয়েছে। বাকিগুলো রেজিস্ট্রেশন বিহীন বা বেআইনি। দিন দিন বেড়ে চলা এই বেআইনি টোটোর দাপটে অতিষ্ট মানুষ। নিত্যদিন বাড়ছে দুর্ঘটনা। কিন্তু বেআইনি এই টোটো দূর্ঘটনার কবলে পরলেও ইন্সুইরেন্স বা কোনোরুপ ক্ষতিপূরণ পেতনা কেউই। এই পরিস্থিতিতে বারবার পরিবহণ দফতরের ওপর চাপ তৈরি হচ্ছিল বেআইনি টোটো নিযন্ত্রণের জন্য। শেষ পর্যন্ত জেলা আঞ্চলিক পরিবহন দপ্তর বেআইনি টোটো চলাচল বন্ধের অভিযান শুরু করেছিল। বালুরঘাট শহরে ধড়-পাকড় চলছিল পুরসভা কর্তৃপক্ষকে নিয়ে। কিন্তু এই অভিযানগুলি বন্ধ রয়েছে বিগত এক বছর যাব। এদিকে পরিবহণ দপ্তর ও পুর কর্তৃপক্ষ শিথিল হতেই ফের টোটো দৌরাত্ম বালুরঘাট শহরে। এরমধ্যে এবার টোটোর ধাক্কায় গুরুতর আহত বালুরঘাট কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। গত রবিবার প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে তিনি দূর্ঘটনার শিকার হন। তাকে প্রথমে বালুরঘাট সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এরপর মালদা এবং সেখান থেকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কলকাতার ইস্টিটিউট অফ নিউরো সায়েন্সে ভর্তি করা হয়েছে। সেখানে ৫ ঘন্টা ধরে তাঁর মাথার অপারেশন হয়েছে। মাথার ভেতরে যে কয়টি স্থানে রক্তজমাট রয়েছে তার সবক'টি পরিস্কার করা হয়নি। মাথার ক্ষতস্থানের খুলিটি আপাতত তার পেটের ভেতর সংরক্ষন করে রাখা হয়েছে। চিকিসায় কতটা সারা দেন, সেই মতো পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবেন চিকিৎসকরা। এদিকে বিষয়টি সামনে আসতেই শোরগোল পরে যায় বালুরঘাটে। তোলপাড় সোশ্যাল মিডিয়া। টোটো দৌরাত্ম্যের বিরুদ্ধে গণ আন্দোলনের রব উঠেছে। বালুরঘাট পুরসভা কর্তৃপক্ষর তরফে জানানো হয়েছে যে, এনিয়ে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে । খুব শীঘ্রই অভিযান ও পদক্ষেপ নেওয়া হবে। প্রসঙ্গত, প্রাক্তন অধ্যক্ষ ছাড়াও টোটো দূর্ঘটনায় আহত নিহত বেশকিছু উদাহরণ রয়েছে। গত ৯ এপ্রিল ৭২ বছর বয়সী অশোক কুমার চক্রবর্তী একইভাবে এক অজ্ঞাত পরিচয় টোটো এর দ্বারা পিছন থেকে ধাক্কা খেয়ে গুরুতর আহত হন। মাথায় ১৪ টি সেলাই পড়েছিল। দক্ষিন দিনাজপুর জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় এর প্রাক্তন সভাপতি কল্যাণ কুন্ডু এমনই দুর্ঘটনায় শিকার হয়ে মারা যান। ১২ এপ্রিল টোটোর ধাক্কায় আহত নাবালক শিবম এর মৃত্যু হয়েছে।

দিল্লির আসবাব মার্কেটে বিধ্বংসী আগুন, বিপুল ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা!

নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর ঃ ফের অগ্নিকাণ্ড রাজধানী দিল্লিতে। শনিবার দিল্লির নবি করিম এলাকায় একটি চার তলা আসবাবপত্রের মার্কেটে এই আগুন লাগে। বিধ্বংসী আগুনের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ১০টি ইঞ্জিন। সকাল ১০টা পর্যন্ত আগুন নেভানোর কাজ চলেছে বলে জানা গিয়েছে।আগুন লাগার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে হাজির হয় পুলিশ। ভিতরে প্রচুর লোকের আটকে পড়ার আশঙ্কায় ভেঙে ফেলা হয় পাশের একাধিক বিল্ডিংয়ের শাটার। তড়িঘড়ি ৪৪ জনকে উদ্ধার করা হয়। স্থানীয়দের বক্তব্য, পুলিশ সময় মতো এসে উদ্ধার কাজ শুরু না করলে বড় দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হত না।স্থানীয় সূত্রে পাওয়া খবর অনুযায়ী, আগুন লাগার জেরে কোনও মৃত্যুর ঘটনা ঘটেনি। উদ্ধার করা ৪৪ জনও সুস্থ রয়েছে।

সরকারি স্কুলে বেনিয়ম, সময় মত স্কুলে আসেন না শিক্ষকরা, শিক্ষকদের মধ্যে চলতে থাকে ঝামেলা, এবার গেটে তালা দিলেন অভিভাবকরা, মিড ডে মিল না পেয়ে ঘুরে গেল বাচ্চারা

তনুজ জৈন, হরিশ্চন্দ্রপুর, ২১সেপ্টেম্বরঃ নামে স্কুল। নেই কোন রীতিনীতি। নেই কোনো নিয়ম-কানুন। শিক্ষকেরা আসেন মনমর্জি। এসে নিজেদের মধ্যে ঝামেলা করেন। না হয় সঠিক ভাবে পাঠদান। না নিয়ম মেনে দেওয়া হয় মিড ডে মিল। তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে স্কুলে তালা লাগাতেই মিড ডে মিল না খেয়ে ঘুরে গেল বাচ্চারা। মিড ডে মিলের রান্না বাড়িতে নিয়ে গেলেন রাধুনীরা। গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয় অনিয়মিত ভাবে চলছে। শিক্ষকরা ঠিক মতো আসেন না ঠিক মতো মিড ডে মিল রান্না হয় না।আর আজও বৃহস্পতিবার এমনই চিত্র দেখা গেল মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার তুলসীহাটা চক্রের বারঘরিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। স্কুল টাইমে কোন শিক্ষককে বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকতে না দেখে স্কুলের গেটে তালা লাগিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা।বিক্ষোভের জেরে পড়ুয়ারা বাড়ি ফিরে গেলেন।বাধ্য হয়ে মিড ডে মিলের রান্না করা খাবার বাড়ি নিয়ে চলে গেলেন স্কুলের রাধুনীরা। এদিকে বিক্ষোভের খবর পেয়ে স্কুলের দুই শিক্ষক বিদ্যালয় উপস্থিত হলে তাদের দীর্ঘক্ষণ ঘেরাও করে রাখেন গ্রামের অভিভাবকরা।গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের জেরে স্কুলে না ঢুকে শেষে তারাও বাড়ি ফিরে যান।স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরেই শিক্ষক শিক্ষিকারা অনিয়মিত ভাবে আসছে। দুপুর ১২ টার আগে কোন শিক্ষক স্কুলে আসেন না।চারজন শিক্ষক শিক্ষিকা রয়েছেন তার সঙ্গে রয়েছে প্রধান শিক্ষক।কিন্তু কোনদিনও তারা সময় স্কুলে আসেন না।প্রাক প্রাথমিক থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ১৮২ জন ছাত্র-ছাত্রী থাকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের অনুপস্থিতিতেই মিড ডে মিলে রান্না শুরু হয়ে যায়। অভিভাবকরা জানাচ্ছেন মাঝে মাঝে শিক্ষকরা স্কুল চত্বরেই গন্ডগোল করেন।এভাবে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে।অভিভাবক মাজেদুর রহমান বলেন, শিক্ষকরা দীর্ঘদিন ঠিক ভাবে আসেন না। কোন নিয়ম মানা হয় না। শিক্ষকদের নিজেদের মধ্যে ঝামেলা হয। আজকেও আমরা এসে দেখি কোন শিক্ষক আসেনি। আরেক অভিভাবক শফিকুল রহমান বলেন, এই ভাবে স্কুলের পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। শিক্ষকরা ঠিক করে আসছেই না। আজকে রান্না করা মিড ডে মিল রাঁধুনীরা নিয়ে গেছে। আমরা তালা বন্ধ করে রেখেছি। এইভাবে স্কুল চলে না।পঞ্চায়েত সদস্য মর্তুজ আলম বলেন, আমি এদিকে যাওয়ার সময় বিষয়টা শুনতে পাই। এরকমভাবে চললে ব্যবস্থা নিতে হবে। একটা স্কুল এইভাবে চলতে পারে না।সহশিক্ষক আতাউল্লার দাবি,গতবৃহস্পতিবার হাটবার সামসিতে। আমার ওই দিন দেরি হয়। আমার বাড়ি অনেক দূরে। একটা মিটিং এ ছিলাম।সহশিক্ষক তারা বেগমের দাবি, আমি শারীরিকভাবে অসুস্থ ছিলাম। তাই আসতে দেরি হয়েছে। এই সব অভিযোগ মিথ্যা।

ছেলেমেয়েদের মানসিক বিকাশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উদ্যোগে পঠন মেলা

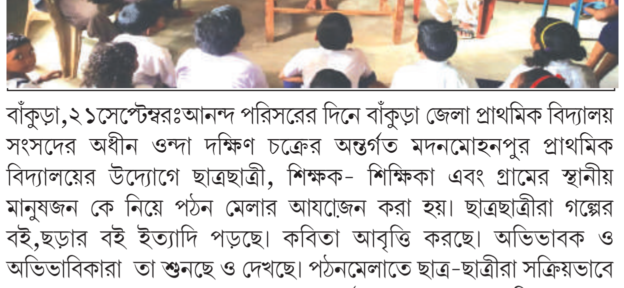

বাঁকুড়া,২১সেপ্টেম্বরঃআনন্দ পরিসরের দিনে বাঁকুড়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের অধীন ওন্দা দক্ষিণ চক্রের অন্তর্গত মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উদ্যোগে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক- শিক্ষিকা এবং গ্রামের স্থানীয় মানুষজন কে নিয়ে পঠন মেলার আযজেন করা হয়। ছাত্রছাত্রীরা গল্পের বই,ছড়ার বই ইত্যাদি পড়ছে। কবিতা আবৃত্তি করছে। অভিভাবক ও অভিভাবিকারা তা শুনছে ও দেখছে। পঠনমেলাতে ছাত্র-ছাত্রীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে। ছেলে মেযেদের কর্মকুশলতা দেখে অভিভাবকেরা রীতিমতো তাজ্জব। প্রথাগত শিক্ষার বাইরেও বিদ্যালযের ছেলেমেয়েদের মানসিক বিকাশে ছবি আঁকা, নাচ, গান,আবৃত্তি সহ নানা হাতের কাজ শেখানো হয়েছে। মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাননীয় মধুসূদন দে মহাশয় পঠন মেলা সম্পর্কে জানান যে, প্রাথমিক স্তরে ছাত্র-ছাত্রীদের যাতে পাঠের ভীতি দূর হয় এবং তার সঙ্গে পঠন দক্ষতা বৃদ্ধি পায় তার জন্য মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এমন অভিনব উদ্যোগ।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

৫ আশ্বিন ১৪৩১, রবিবার, ইংরেজী২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪, ৫৩৮ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঙ আশ্বিন, চান্দ্র ১৪৩১ প্রবনাভ নাম, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দঃ, বাংলাদেশঙ আশ্বিন ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ ৩০ ভাদ্র ১৯৪৬, মৈতৈঃ১৯ লাংবন, আসামঃ৪ আহিন, মুসলিমঃ ১৭-রবিউল-আউয়াল-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ২৭ঃ ৩৭ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ৩০ঃ০৫।চন্দ্র উদয়ঃসন্ধ্যা ০৭ঃ৫৫ঃ ২৩(২১) এবং অস্তঃসকাল ০৯ঃ ৪২ঃ৫৫(২২)।কৃষ্ণ পক্ষ (তিথি) চতুর্থী (রিক্তা) রাত্রিঃ ১১ঃ১৭ঃ০৭ দং ৪৪৩৩৩২.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃভরণী সকাল ঘ ০৬ঃ০০ঃ১১ দং ২৩৫২৭.৫ পর্যন্ত পরে কৃত্তিকাকরণঃ বব দুপুর ঘ ০০ঃ২৪ঃ৪৮ দং ১৭২৪৫ পর্যন্ত পরে বালব রাত্রিঃ ১১ঃ১৭ঃ০৭ দং ৪৪৩৩৩২.৫ পর্যন্ত পরে কৌলবযোগঃব্যাঘাত সন্ধ্যা ঘ ০৫ঃ৪৭ঃ৪৩ দং ৩০৫০২.৫ পর্যন্ত পরে হর্ষণঅমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৭ঃ ৪২ থেকে - ০৬ঃ১৫ঃ৫২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ০৪ঃ০২ থেকে - ০৯ঃ ২৮ঃ৩২ পর্যন্ত, তারপর ১১ঃ৫৩ঃ০১ থেকে - ০৩ঃ০৫ঃ৪১ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫৩ঃ৫১ থেকে - ০৫ঃ৩০ঃ১০ পর্যন্ত এবং রাত্রি ১২ঃ৪০ঃ৪১ থেকে - ০২ঃ১৬ঃ২২ পর্যন্তমাহেন্দ্রযোগঃ রাত্রি ০২ঃ১৬ঃ২২ থেকে - ০৩ঃ০৪ঃ ১২ পর্যন্তকুলিকবেলাঃদিন ০৬ঃ ১৫ঃ৫২ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ০২ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ০৫ঃ৩০ঃ১০ থেকে - ০৬ঃ১৮ঃ০০ পর্যন্ত। বারবেলাদিনঃ সকাল ০৫ঃ২৭ঃ৪২ থেকে - ০৬ঃ৫৮ঃ০১ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫৯ঃ৫২ থেকে - ০৫ঃ৩০ঃ১০ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ ০৫ঃ৩০ঃ১০ থেকে - ০৬ঃ৫৯ঃ৫২ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫৮ঃ০১ থেকে - ০৫ঃ২৭ঃ৪২ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ৫৪৩৪৮ (১২) ৩ পদচন্দ্রঃ ০২৪৪৭৩৬ (২) ৪ পদমঙ্গলঃ২১৩১২৪৪ (৬) ২ পদবুধঃ৪২৭৫৫৩৭ (১২) ১ পদবৃহস্পতিঃ১২৭৪০৪৮ (৫) ২ পদহশুক্রঃ৬৩৫৫৫২ (১৪) ৪ পদশনিঃ১০১৭২৭২৭ (২৪) ৪ পদরাহুঃ১১১৪৫৬১১ (২৬) ৪ পদকেতুঃ৫১৪৫৬১১ (১৩) ২ পদশনি বক্রি।লগ্নঃকন্যা রাশি সকাল ০৭ঃ১৬ঃ০৮ পর্যন্ত। তুলা রাশি সকাল ০৯ঃ৩০ঃ১৮ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি সকাল ১১ঃ৪৬ঃ০২ পর্যন্ত। ধনু রাশি দুপুর ০১ঃ৫১ঃ২০ পর্যন্ত। মকর রাশি দুপুর ০৩ঃ৩৮ঃ১৪ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি বিকাল ০৫ঃ১১ঃ৩৬ পর্যন্ত। মীন রাশি বিকাল ০৬ঃ৪২ঃ৪০ পর্যন্ত। মেষ রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ২৩ঃ১৪ পর্যন্ত। বৃষ রাশি রাত্র ১০ঃ২১ঃ৩৮ পর্যন্ত। মিথুন রাশি রাত্রি ১২ঃ৩৪ঃ৫৭ পর্যন্ত। কর্কট রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ৫০ঃ৪০ পর্যন্ত। সিংহ রাশি শেষ রাত্রি ০৫ঃ০১ঃ৫৯ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

একনাগাড়ে বৃষ্টির সৌজন্যে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির ঘাটতি কমেছে অনেকটাই। তাপমাত্রাও মোটামুটি স্বস্তিদায়ক। দক্ষিণবঙ্গে আপাতত এই বৃষ্টিপাত চলবে, কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩০.২ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ২৬.২ডিগ্রি সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯৪ শতকরা এবং ৮০ শতকরা। জোয়ার-সকাল ১১ টা ৫৬ মিনিট এবং রাত ১০টা ২৫ মিনিট। ভাটা-বেলা ২টা ৫০ মিনিট এবং রাত ২ টা ২০ মিনিট। সূর্যঃউদয় ৫টা ২৫ মিনিট এবং অস্ত ৫টা ৩৬মিনিট

রাশিফল

মেষ রাশিঃপ্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রাখার চেষ্টা করুন।
বৃষ রাশিঃনতুন গৃহ নির্মাণের জন্য ঋণের ব্যবস্থা হয়ে যাবে।শুভ দিন।
মিথুন রাশিঃ উচ্চরক্তচাপ ও মধুমেহ রোগকে অবহেলা করবেন না। প্রলোভন বা প্ররোচনায় পা দিয়ে অর্থ নষ্ট করবেন না। শুভ দিন হবে
কর্কট রাশিঃখেলোয়াড় জগতের সঙ্গে যুক্ত জাতক-জাতিকাদের সময়টি শুভ।সংসারে শান্তি হবে।
সিংহ রাশিঃস্ত্রীর স্বাস্থ্যের অবনতি আপনার দুশ্চিন্তা আরও বাড়িয়ে দিতে পারে। বিবাহের যোগ হবে।
কন্যা রাশিঃ সন্তানের পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হবে। আর্থিক উন্নতি
তুলা রাশিঃপরিবারে আপনার গোপন শত্রু ক্ষতি করার চেষ্টা করলেও ফলপ্রসূ হবে না।
বৃশ্চিক রাশিঃনিজ এলাকার গোলযোগ বা গোলমাল থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখুন।
ধনু রাশিঃ প্রতিবেশীর উপকার করতে গিয়ে পুলিশি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন।
মকর রাশিঃপ্রতিবেশীর অন্যায় আচরণকে সমর্থন করবেন না।
কুম্ভ রাশিঃ অন্যকে সন্তুষ্ট করতে গিযে .সাধ্যের অতীত খরচ করতে যাবেন না। বিদেশ যাত্রা শুভদিন।
মীন রাশিঃকর্মপ্রার্থীরা নতুন কাজের খবর পেতে পারেন। অর্থ ব্যয় হবে

মহিলাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে জেলা চালু হলো পিঙ্ক পুলিশ ফোর্জ

কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বরঃ অপরাধ দমন করতে আজ থেকে বারাসাতে চালু হলো পিঙ্ক পুলিশ ফোর্স। মহিলাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে জেলা জুড়ে এর আগেও একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে বারাসাত জেলা পুলিশ। বারাসাত পুলিশ জেলার অন্তর্গত সমস্ত এলাকায় ইভটিজিং এর অপরাধ দমন এবং মহিলাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আজ থেকে শুরু হলো পিঙ্ক পুলিশ ফোর্স। মহিলা পুলিশ কর্মীদের দ্বারা এই পিঙ্ক পুলিশ ফোর্স পরিচালনা করা হবে এমনটাই জানিয়েছেন বারাসাত পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার। আজ দুপুর ১২ঃ৩০ নাগাদ এই পিঙ্ক পুলিশ ফোর্স এর শুভ উদ্বোধন করেন বারাসাত পুলিস জেলার পুলিশ সুপার ,সাথে ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বারাসাত পুলিশ জেলার একাধিক পুলিশ আধিকারিক।

বেঙ্গল শপিং ফেস্টিভ্যালে কেনাকাটাতে বিশেষ ছাড়

কলকাতা ২১ সেপ্টেম্বরঃ বেঙ্গল শপিং ফেস্টিভ্যালে বিশেষ ছাড়া মিলছে কেনাকাটাতে। চলবে ২৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত । এ রাজ্যের মাটিতে এই প্রথম দুবাইয়ের ধাঁচে বাঙালির সেরা শারদোৎসবের প্রাক্কালে এমনতর উদ্যোগ। নজর কেড়েছে জি আই স্বীকৃতি প্রাপ্ত ২৭ টি আইটেম। ৪০০ কাছাকাছি স্টল রয়েছে এই উৎসবে। দেশ বিদেশের পণ্য সম্ভারে সুসজ্জিত উদ্যোক্তা বাংলা ছাড়াও ভূটান ও নেপাল এবং মায়ানমার যেমন রয়েছে তেমনই সংযুক্ত আরব আমীরশাহীও স্টল শোভাবর্ধন করছে। বিশেষ ছাড় রয়েছে কেনাকাটায়। ইউনেস্কো ছাড়াও রয়েছে আমাজন, ফ্লিপকার্টের স্টল। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সামগ্রীর পাশাপাশি রয়েছে তাঁত বস্ত্রের হরেকরকম দ্রব্য। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের জন্য উৎসবে সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। বিশ্ব বাংলা মেলা প্রাঙ্গণে এই উৎসবের সূচনা হয়েছে। উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী ভার্চুয়াল মাধ্যমে উদ্বোধন করেন। গাড়ি থেকে আসবাবপত্র, খাদ্য দ্রব্য থেকে খেলাধূলার সাজ সরঞ্জাম, গৃহস্থালীর সামগ্রী থেকে সাজসজ্জার উপকরণ, ইলেকট্রনিক্স থেকে হস্ত শিল্পের নানা রকমের সম্ভার ইত্যাদি।

অনলাইনে প্রতারণা এবং বেআইনি কল সেন্টারের হদিস

দুটি ঘটনায় সাফল্য হাওড়া সিটি পুলিশের ধৃত মোট ৫, উদ্ধার নগদ কয়েক লক্ষ টাকাও

সুমন আদক, হাওড়া, ২১ সেপ্টেম্বরঃ অনলাইনে প্রতারণা এবং বেআইনি কল সেন্টারের হদিস মিললো হাওড়ায়। দুটি পৃথক ঘটনায় সাফল্য পুলিশের। ধৃত মোট ৫। উদ্ধার বেশ কয়েক লক্ষ নগদ টাকাও। হাওড়ায় ফের অনলাইনে প্রতারণার হদিস। গোয়েন্দা পুলিশের জালে ২ প্রতারক। ধৃতদের কাছ থেকে এখনো পর্যন্ত উদ্ধার হয়েছে প্রায় ৫ লক্ষ টাকা, বেশ কিছু সংখ্যক চেক বই, ক্রেডিট ও ডেবিট কার্ড, রাউটার, মোবাইল ফোন সহ অন্যান্য সামগ্রী। কলকাতার বাগুইআটি থেকে ধৃতদের পুলিশ গ্রেফতার করেছে। জানা গেছে, গত আগস্ট মাসে হাওড়া সিটি পুলিশের সাইবার ক্রাইম থানায় একটি মামলা রুজু হয়েছিল। অভিযোগকারী ব্যক্তি ৫৮ লক্ষ টাকা আমানত করে প্রতারণার শিকার হয়েছিলেন। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা শুরু হয়। সাইবার ক্রাইম থানার পাশাপাশি কেস হাতে নেয় গোয়েন্দা পুলিশ। প্রতারকদের গ্রেফতার করা হয়। তদন্ত চলছে। বাকি টাকা উদ্ধারের চেষ্টা চলছে বলে হাওড়া সিটি পুলিশের এসিপি

ডিডি এবং ডিসি নর্থ এক সাংবাদিক বৈঠকে জানিয়েছেন। শনিবার এক সাংবাদিক বৈঠকে তাঁরা জানান, অভিযোগ পেয়ে তদন্ত শুরু হয়। শুক্রবার বাগুইআটিতে অভিযান চালানো হয়। এই ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে ২ জনকে গ্রেফতার করে সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম জয় হেলা এবং সৌরভ গোয়ানিয়া। ধৃতদের কাছ সাথে বাজেয়াপ্ত করা হয় নগদ টাকা সহ ১৯টি চেক বই, ৯টি মোবাইল ফোন, ১টি রাউটার, ১টি ডেবিট ক্রেডিট কার্ড সোয়াইপ মেশিন, ৯টি বিভিন্ন কোম্পানির স্ট্যাম্প, ৩৮টি ডেবিট কার্ড, ১১টি স্ট্যাম্প পেপার এবং ৬টি বিভিন্ন কোম্পানির নেমপ্লেট। পুলিশ জানায়, মূলত এই ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে ৬০ বছর বা তার বেশি বয়সী ব্যক্তি যাঁদের ব্যাঙ্কে যেতে সমস্যা হয় তাঁরাই এদের টার্গেট হয়। অন্যদিকে, এই ঘটনার পাশাপাশি অন্য একটি ঘটনায় বেআইনি কল সেন্টার চালানোর অভিযোগে তিন মাস্টারমাইন্ডকে গ্রেফতার করেছে হাওড়া সিটি পুলিশ। শুক্রবার রাতে হাওড়া সিটি পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তর এবং সাইবার ক্রাইম সেল বালি থানা এলাকায় যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে সেখান থেকে তিনজনকে গ্রেফতার করে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম বীরেন্দ্র পান্ডে, শ্যাম মিত্তাল এবং চন্দ্রশেখর রায়। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ওই কল সেন্টারের বেশ কয়েকজন কর্মীকেও আটক করা হয়েছে। এদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। পুলিশ জানিয়েছে, এটা আন্তর্জাতিক কল সেন্টার। যারা প্রতারিত হয়েছেন তারা মূলত বিদেশি। কানাডার নাগরিকদেরই প্রতারিত করার কথা জানা গিয়েছে। পুলিশ আরও জানতে পেরেছে এরা ইন্টারনেট মাধ্যমে ফোন কল করতো। তারা নিজেদের কখনো মাইক্রোসফট কখনও বা উইন্ডোজের টেক্সট সাপোর্ট হিসেবে পরিচয় দিতো। তারপর ফোন করে নির্দিষ্ট কিছু অ্যাপ ডাউনলোড করতে বলা হত। এই অ্যাপসের মাধ্যমে এরা প্রতারিত ব্যক্তিদের সিস্টেম নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিত। এরপর বিভিন্নভাবে বুঝিয়ে লোকেদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে প্রতারণা করা হতো। এরা মূলত বিট কয়েন ব্যবহার করত। এরা নিজেরাই বিটকয়েন অ্যাড্রেস বা কিউ আর কোড জেনারেট করে প্রতারিতদের কাছে পাঠাতো। কিউ আর কোডের মাধ্যমে টাকা লেনদেন হত।

তারপর সেই বিট কয়েন ক্যাশ করে টাকা নিয়ে নিত। অভিযোগ হাতে পেয়ে তদন্ত শুরু করা হয়। তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়। তারা প্রায় ছয় মাস থেকে এক বছর এই অপারেশন চালাচ্ছে বলে অভিযোগ। ধৃতদের কাছ থেকে ১৬টি ডেস্কটপ, ১টি ল্যাপটপ, ১৪টি সিপিইউ, ৬টি মোবাইল ফোন এবং নগদ ২৪ লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। একই সঙ্গে ২৫ হাজার কানাডিয়ান ডলার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

পূজো প্যান্ডেলে চলবে মাইকে প্রচারাভিযান

কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বরঃ ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কম থাকায় আত্নসন্তুষ্টির কোনও কারণ নেই। বরং আরো বেশি বেশি করে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। গত বছরের তুলনায় এবছর ওই দুই মারণ রোগের আক্রমণ বেশ কম। এক পরিসংখ্যান দিয়েছেন তিনি।

গত ১৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৩,৮০২ জন ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা। এবছর ৪১০ জন। অর্থাৎ ৮৯.২২ কম। ম্যালেরিয়ার ক্ষেত্রেও এক ছবি। আক্রমণের সংখ্যা চলতি বছরে থেকে বেশ কম। গত বছর ছিল ৫,৭২০ জন। চলতি বছরের হিসেব ৩,০১৯ জন। প্রায় ৪৭.২২ কম। তবে, লাগাতার প্রচার অভিযান বিশেষ করে সতর্ক থাকতে নির্দেশ ও সচেতনতা কর্মসূচি জারি রয়েছে। টক টু মেয়র অনুষ্ঠানে শনিবার মেয়র আরো জানান, মাইকিং চলছে প্রতিটি ওয়ার্ডে। প্রতি সপ্তাহের ৭ দিনের মধ্যেই ৪ দিন ধরে চলছে এ নিয়ে প্রচার কর্মসূচি। ধারাবাহিকতা রক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

আবারও বঙ্গোপসাগরে ট্রলার ডুবি, নিখোঁজ ৯ জন মৎস্যজীবী

দুরন্ত বার্তা, কাকদ্বীপ, ২১ সেপ্টেম্বরঃ বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরার সময় ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়ে উল্টে গেল ট্রলার নিখোঁজ ৯ জন মৎস্যজীবী। এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে শুক্রবার গভীর রাতে বঙ্গোপসাগরের বাঘের চর এলাকা থেকে প্রায় ৬০ কিলোমিটার দূরে। দুর্ঘটনা গ্রস্ত ট্রলারের নাম এফবি বাবা গোবিন্দ । স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত চার দিন আগে প্রায় ১৭ জন মৎস্যজীবী কে নিয়ে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিল বাবা গোবিন্দ নামে এই ট্রলারটি। গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার সময় ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়ে উল্টে যায় ট্রলারটি। কাকদ্বীপ ফিশারম্যান ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বিজন মাইতি বলেন, গভীর রাতে আচমকাই সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়ে। উল্টে যায় ট্রলারটি। এই ঘটনার জেরে এফবি বাবা গোবিন্দ নামে একটি ট্রলার উল্টে যায়। আশেপাশের ট্রলারগুলির মৎস্যজীবীরা এই ঘটনা দেখতে পেয়ে আট জন মৎস্যজীবীকে উদ্ধার করেন। এখনও ৯ জন মৎস্যজীবী নিখোঁজ রয়েছেন।' মৎস্যজীবীদের অনুমান, বাকিরা ওই ট্রলারের ভেতরে আটকে পড়েছেন। ডুবে যাওয়া ট্রলারটিকে উদ্ধারের পর সোজা করা হয়েছে। কিন্তু চারিদিকে জাল থাকার কারণে ট্রলারের ভেতরে তল্লাশি করা যাচ্ছে না। ট্রলারটিকে উপকূলের দিকে টেনে আনা হচ্ছে। এক নিখোঁজ মৎস্যজীবীর মা প্রতিমা দাস বলেন । ভোররাতে খবর পাই ট্রলার উল্টে গেছে। প্রশাসনের কাছে অনুরোধ আমার ছেলেকে উদ্ধার করে দিন। ৮ জন মৎস্যজীবীকে নিরাপদে উদ্ধার করা গেলেও এখনো পর্যন্ত ৯ জন মৎস্যজীবী নিখোঁজ রয়েছে।

আশেপাশের ট্রলার গুলির মৎস্যজীবীরা এই ঘটনা দেখতে পান। তাঁরা এসে ৮ জন মৎস্যজীবীকে উদ্ধার করেছেন। এখনও ৯ জন মৎস্যজীবী নিখোঁজ রয়েছেন। মৎস্যজীবীদের অনুমান, বাকিরা ওই ট্রলারের ভেতরে আটকে পড়েছেন। ট্রলারটিকে সোজা করা হয়েছে। কিন্তু চারিদিকে জাল থাকার কারণে ট্রলারের ভেতরে তল্লাশি করা যাচ্ছে না। বর্তমান ট্রলারটিকে উপকূলের দিকে টেনে আনা হচ্ছে।

গঙ্গার দুইপাড়েই ভাঙনের কারণ খুঁজে দেখতে রাজ্য সরকার একটি সমীক্ষা করানোর সিদ্ধান্ত

কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর ঃ কলকাতা সহ পাঁচ জেলায় গঙ্গার দুইপাড়েই ভাঙনের কারণ খুঁজে দেখতে রাজ্য সরকার একটি সমীক্ষা করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কলকাতা, দুই ২৪ পরগনা এবং হাওড়া ও হুগলি জেলায় গঙ্গা তীরবর্তী মোট ১১৪ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে এই সমীক্ষা করা হবে। এই জেলাগুলিতে গঙ্গা ভাঙ্গনের প্রকোপ দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। বিভিন্ন পুরসভার কাছ থেকে এই মর্মে রিপোর্ট পাওয়ার পর সেচ দফতর এর কারণ খুঁজতে উদ্যোগী হয়েছে। তাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বিশেষজ্ঞ সংস্থাকে দিয়ে সমীক্ষা করা হবে। সেই সমীক্ষার রিপোর্ট দেখেই গঙ্গার পাড় রক্ষণাবেক্ষণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। হুগলির ত্রিবেণী থেকে পূর্ব মেদিনীপুরের গেঁওখালি পর্যন্ত প্রায় ১১৪ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে গঙ্গা নদীর পাড়ে ভাঙনের কারণ জানতে বিশদে সেই সমীক্ষা হবে। গঙ্গার পাড় ভেঙে যে সব জায়গায় ভবিষ্যতে তলিয়ে যেতে পারে পারে, সেই এলাকাগুলি শনাক্ত করা হবে। হুগলি নদীর পাশাপাশি তার সংযোগকারী বিভিন্ন নদ-নদী ও খালের অবস্থাও সরেজমিনে খতিয়ে দেখা হবে। এই সব এলাকায় সারা বছর আবহাওয়া কেমন থাকে, তার ওপরও দৃষ্টিপাত করা হবে। খতিয়ে দেখা হবে গত ২৫ বছরের আবহাওয়ার রিপোর্টও।

পুরসভার স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলা থাকছে শারদোৎসবের দিনগুলিতে

কলকাতা,২১ সেপ্টেম্বর ঃ কলকাতা পুরসভার উদ্যোগে শারদোৎসবের দিনগুলিতে পুর স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলা থাকবে। রক্ত পরীক্ষা করা যাবে অনায়াসেই। সেই কারণে সমস্ত স্বাস্থ্যকর্মীদের ছুটি বাতিল। মারণ রোগ ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়ার মোকাবিলায় আপাতত এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। টক টু মেয়র অনুষ্ঠানে শনিবার এই খবর দিয়েছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন, এই নিয়ে পুজো উদ্যোক্তাদের অনুরোধ জানানো হয়েছে। সমস্ত রকমের সতর্কতা নিয়েছে কলকাতা পুরসভা। মন্ডপে মন্ডপে পুজোর সময় মশাবাহিত মারণ রোগের প্রকোপ বৃদ্ধিতে সচেতনতা অভিযানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা

কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বরঃ ইস্টার্ন রেলওয়ে মেন্স কংগ্রেস-কেন্দ্রীয়,বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলো পূর্ব রেলের প্রধান কার্যালয়ের-(ফেয়ারলি প্লেস) প্রেক্ষাগৃহে। নিবেদনে ও সকলের অংশগ্রহণে পূর্ব রেলের প্রধান কার্যালয় ও শাখা সমূহের শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ। এদিন ওই পেক্ষাগৃহে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৮৩ তম তিরোধান দিবসে ওনারই সৃষ্টি ও রচনা কবির স্মৃতিতে অর্পণ করা হলো আগত বিভিন্ন অতিথিদের কন্ঠে ও বক্তব্যের মধ্য দিয়ে। এদিন উপস্থিত ছিলেন ইস্টার্ন রেলওয়ে গরিষ্ঠ পদাধিকারীদের মধ্যে পিসিপিও, সিপিওআই আর,পিএফএ, এসডিজেএম, পিসিই সহ বিভিন্ন পদাধিকারীবৃন্দ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন, ইস্টার্ন রেলওয়ে মেন্স কংগ্রেসের(কেন্দ্রীয়)- বিনোদ শর্মা মহাশয়, ইস্টার্ন রেলওয়ে মেন্স কংগ্রেস(কেন্দ্রীয়)-এর সাধারণ সম্পাদক স্বপন দত্ত সহ অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সংস্থার কেন্দ্রীয় স্তরের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাধব মল্লিক।

বানভাসীদের ত্রান বিলি কুনাল ও দেবাংশুর, ভিডিয়ো দেখে তোপ নেটনাগরিকদের

কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর ঃ বানভাসী দুর্গতদের জন্য শনিবার ত্রান বিলিতে যান তৃণমূল নেতা কুনাল ঘোষ ও দেবাংশু ভট্টাচার্য। সামাজিক মাধ্যমে একটি সংবাদ চ্যানেলে সেই ভিডিয়ো দেখে তোপ দাগলেন নেটনাগরিকদের একটা বড় অংশ। পোস্ট করার ৩৫ মিনিট পরে, বেলা ৫টায় এসেছে ১১২টা মন্তব্য। অনিমেষ পাল লিখেছেন, ''প্রতি বছর ত্রান না দিয়ে কিভাবে এই মানুষগুলো পরিত্রান পেতে পারে, সেদিকে দেখুন। পরে তিনি লিখেছেন, ''পুকুর বুজিয়ে প্রোমটিং হচ্ছে,খাল বিলের সংস্করন নেই। জল ধরে রাখার ক্ষমতা হারাচ্ছে। এগুলো বন্ধ হলে কিছুটা সুরাহ হতে পারে।এটা প্রতি বছরের ঘটনা রাজনীতির চাপান উতোর হবে,এ ওকে দোষ দেবে।বন্যাভাসীরা সেই তিমিরেই থাকবে।

গৌতম সরকার লিখেছেন, ''দুই চোর এক জায়গায়। তপন কুমার দাস লিখেছেন, ''আপনারা নিজেরা মুড়ি খান? ১ কেজি মুড়ি দিয়ে কি হবে? তাদের নিরাপদ জায়গায় নিয়ে গিয়ে আপনারা প্রতিদিন যা খান সেটাই খাওয়ান। তীর্থ বিশ্বাস লিখেছেন, ''কাকা ভাইপো দুজনে দু প্যাকেট বাড়ি নিয়ে যেও। মানিক অধিকারী লিখেছেন, ''একদিকে রেশনের বস্তা বস্তা চাল চুরি অন্য দিকে প্লাস্টিক মুড়ে উচ্ছিষ্ট। মানুষের উচিত ছুড়ে মুখে মারা। সুরজিৎ চৌধুরী লিখেছেন, ''বাহ, বাপ ব্যাটা দেখছি একসাথে সমাজ সেবায় ব্রতী হয়েছে। সমাপ্ত দে লিখেছেন, ''ছবি তুলে প্রচারের আলোয় আসার ধান্দা করছে। সরকারি সাহায্য নিয়ে এতো জনরোষ কেন? প্রদীপ দে লিখেছেন, ''ফোটো তুলুন চোর এসেছে সাধু সাজতে।

অমিত ভট্টাচার্য লিখেছেন, ''ভেদাংশু তো মুখটা বাংলার পাঁচ করে ত্রাণ দিচ্ছে। ওর কি এসব দেওয়ার ইচ্ছে নেই? নাকি ভাবছে, সেই তো ভোটে আবার হারব, দিয়ে কী হবে? আর ছেনাল বোধহয় এই প্রথম অন্যের টাকায় কাউকে কিছু হাতে তুলে দিল। নিখিল ব্যানার্জী লিখেছেন, ''ক্যামেরাম্যান না এলে ত্রান বিলি হবে না। অভিমন্যু সাহা লিখেছেন, ''চটি চাটা নাটক শুরু হয়েছে। দিলদার মহম্মদ লিখেছেন, ''এই সে যে সরদার হাজার হাজার কোটি টাকা গরিবের চুরি করেছেন। বিলাস ঘরই লিখেছেন, ''এক হাতে চাল ডাল আর এক হাতে মানুষের পকেট কাটার ধান্দা মানুষকে বেকার বানিয়ে চালডাল বিতরণ করা বুদ্ধিমানের কাজ। অভিজিৎ জানা লিখেছেন, ''এতো টাকা কোথায় পেলেন। শুভঙ্কর ঘরই লিখেছেন, '' চুরির টাকায় চলছে রাজ্যপাট। বাপ্পাদিত্য ঘোষ লিখেছেন, ''২ টোই কার্টুন। সাহেব সুবীর লিখেছেন, ''পুরো রাজ্যটাকে খেয়ে নিয়ে এখন আবার ত্রাণ। বীরেন দাস লিখেছেন, ''এক সময় লোকের কোটি কোটি টাকা চুরি করেছে চোর কুনাল। আর এখন গেছে লোক দেখানো কিছু চাল আর সবজি নিয়ে, ওটাও তো সাধারণ মানুষের ট্যাক্সের পয়সা। এমন করে দিচ্ছে যেন নিজের বাপের টাকা থেকে।

বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে জোর নিরাপত্তার উপর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা,২১ সেপ্টেম্বরঃ আর জি করে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুন কাণ্ডের পর বারুইপুর মহকুমা ও সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে তৎপর হলেন বারুইপুর পুলিস জেলা প্রশাসন।হাসপাতালে ডিউটির সময়ে সিভিক ভলান্টিয়ার ও নিরাপত্তারক্ষীরা মোবাইলে সোশ্যাল মিডিয়া দেখতে পারবেন না বলে নির্দেশ জারি করা হয়েছে বারুইপুর পুলিস জেলার তরফে। এছাড়া সব সিভিক ভলান্টিয়ার ও নিরাপত্তারক্ষীকে নির্দিষ্ট পোশাক পরে থাকতে হবে ও আই কার্ড গলায় ঝুলিয়ে রাখতে হবে। পাশাপাশি, হাসপাতালে কোনও গাড়ি বেআইনিভাবে পার্কিং হলে পুলিস কড়া ব্যবস্থা নেবে জানা গেল। বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে সিভিক ভলান্টিয়ার ও নিরাপত্তারক্ষীদের নিয়ে শনিবার বৈঠকে বসেন এসডিপিও অতীশ বিশ্বাস ও আই সি সৌম্যজিৎ রায়। ছিলেন পুরাতন বাজার ট্রাফিক বিভাগের ওসি, হাসপাতালের সুপার ডঃ ধীরাজ রায় সহ অতিরিক্ত সুপাররা।

বৈঠকে জানানো হয়- হাসপাতালে আসা রোগীর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে হবে সিভিক ভলান্টিয়ার ও নিরাপত্তারক্ষীদের। এছাড়া হাসপাতালে দ্রুত পুলিস কিয়স্ক চালু হবে, যাতে কোনও গণ্ডগোল হলে পুলিস শীঘ্রই ব্যবস্থা নিতে পারে। মহকুমা ও সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের মধ্যে যে কোনও রোগীকে নামিয়ে গাড়ি নিয়ে চলে যেতে হবে।

যত্রতত্র গাড়ি পার্কিং করা যাবে না।তবে চিকিৎসক,নার্স, হাসপাতালের কর্মীদের জন্য আলাদা পার্কিং জোন করা হবে।হাসপাতালের ভিতরে শুধুমাত্র হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে ১০টি বেসরকারি অ্যাম্বুলেন্স থাকতে পারবে।আইন শৃঙ্খলা আরো মজবুত করা হবে বলে এস ডি পি ও অতীশ বিশ্বাস জানালেন।

তিন পার্বত্য জেলায় ৭২ ঘন্টা অবরোধ শুরু, মিথ্যে ছবি ব্যবহারের অভিযোগ

কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বরঃ শনিবার সকাল থেকে থেকে ৭২ ঘন্টা তিন পার্বত্য জেলায় (খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি এবং বান্দরবানে) অবরোধের ডাক দেয় স্থানীয় উপজাতিরা। এই ডাক দেওয়া নিয়ে মিথ্যে ছবি ব্যবহারের অভিযোগ উঠল। 'আমরা সবাই জয় বাংলার লোক' নামে আওয়ামি লিগের একটি গোষ্ঠী এ ব্যাপারে আদিবাসীদের 'বিক্ষুব্ধ জুম্ম ছাত্র জনতা'-র পাশে দাঁড়িয়েছে। সামাজিক মাধ্যমে ওই গোষ্ঠীর তরফে শনিবার একটি ছবি পোস্ট করা হয়। পোস্টে বলা হয়, সড়ক ও নৌপথে কোনও যানবাহন চলবে না। আকাশ দত্ত নামে এক সংখ্যালঘু সমাজমাধ্যমে দাবি করেন, তাঁর ছবি ব্যবহার করে মিথ্যে প্রচার করা হচ্ছে। ওই ছবিতে এক যুবক এক হাতে মাথায় ঠাতা, অপর হাতে 'হিন্দু জাগরণ মঞ্চ'-র প্রতীক-সহ একটি বড় পোস্টার বুকে ধরে আছেন। পোস্টারে আবেদন, সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন বন্ধ করুন। আকাশবাবুর দাবি, তাঁদের মন্দিরে হামলার প্রতিবাদে শান্তিপূর্ণ একটি সমাবেশে শুক্রবার ১৩ই সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামের জামালখানে প্রেসক্লাব মোড়ে তিনি গিয়েছিলেন। তাঁর ওই দিনের একটি ছবি অন্যায়ভাবে এই পেজটি ভিন্ন কারণে ব্যবহার করে পোস্ট করা হয়েছে। যেটি সম্পূর্ণ একটি সাইবার ক্রাইম। তিনি এর বিরোধিতা করছেন। সেনাবাহিনীর গুলির এবং মুসলিম কট্টরপন্থীদের হামলার প্রতিবাদে আদিবাসী সংগঠন ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর ডাকা সর্বাত্মক অবরোধের জেরে শনিবার স্তব্ধ হয়ে যায় বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম (চিটাগং হিল ট্র্যাক্ট বা সিএইচটি) এলাকা। পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলা খাগড়াছড়ি, বান্দারবন এবং রাঙামাটিতে 'সিএইচটি ব্লকেড' নামে ৭২ ঘণ্টার সড়ক ও নৌপথ অবরোধের এই কর্মসূচিকে সমর্থন জানায়, 'বৈষম্যবিরোধী পাহাড়ি ছাত্র আন্দোলন' নামের সংগঠনটি।

বাংলার শিল্পকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে কলকাতায় ৫ দিনের বেঙ্গল শপিং ফেস্টিভাল শুরু হয়েছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা,২১ সেপ্টেম্বরঃ বাংলার শিল্পের উন্নয়নের ধারাকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে রাজ্যের মধ্যে এই প্রথম কলকাতায় বেঙ্গল শপিং ফেস্টিভাল শুরু হলো শুক্রবার।

কলকাতার সাইন্স সিটির পাশে বিশ্ব বাংলা মেলা প্রাঙ্গণে পাঁচ দিনের এই মেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর অর্থ বিভাগের প্রধান উপদেষ্টা তথা রাজ্যের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী ড.অমিত মিত্র, রাজ্যের মহিলা শিশু উন্নয়ন, সমাজ কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী ডা.শশী পাঁজা, স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, মুখ্যমন্ত্রীর উপদেষ্টা আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়,শিল্পপতি সঞ্জয় বুধিয়া সহ আরো অনেকে।রাজ্যের ক্ষুদ্র শিল্প, কুটির শিল্প, বাংলার বিভিন্ন জেলার শাড়ি বস্ত্র, চর্মজাত, বাঁশ, বেত নির্মিত হস্ত শিল্পের পাশাপাশি রাজ্যের কাঁসা পিতল এবং প্লাস্টিকজাত শিল্প গুলির প্রচার ও বিপননের জন্য পাঁচ দিনের এই বেঙ্গল শপিং ফেস্টিভাল শুরু হয়েছে। বিভিন্ন জেলার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প মেলার পাশাপাশি রাজ্যের প্রথম এত বড়ো বেঙ্গল শপিং ফেস্টিভালের উদ্বোধনে এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অডিওবার্তার মধ্যে দিয়ে উদ্বোধন করলেন।

এই মেলা প্রতিবছর পুজোর ঠিক আগেই কলকাতার বুকে হবে বলেও মুখ্যমন্ত্রী জানান। এদিন মুখ্যমন্ত্রী তাঁর অডিও বার্তায় এও বলেন, বাংলার হস্তচালিত তাঁতে বোনা শাড়ি আজ বিশ্ব জুড়েই সুনাম অর্জন করেছে। রাজ্যের ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্প এখন গোটা দেশকে দিশা দেখাছে।বর্তমানে বাংলায় ১২ লক্ষের বেশি স্বনির্ভর গোষ্ঠী রয়েছে। মেলা প্রাঙ্গনের এ ও বি হল মিলিয়ে মোট ৪৩০ টি স্টল এবং প্যাভেলিয়নে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার শিল্প সামগ্রীকে তুলে ধরা হয়েছে।

পাশাপাশি জি আই প্রাপ্ত রাজ্যের ২৮ টি শিল্প জায়গা পেয়েছে।কলকাতার মিষ্টি উদ্যোগ, সুন্দরবনের মধু, তুলাইপাঞ্জি চাল, কে সি দাসের রসগোল্লা,জয়নগরের মোয়া, বর্ধমানের সীতাভোগ জায়গা পেয়েছে এই মেলায়।জয়নগরের মা কালী সুইটসের খোকনের মোয়া ও রামকৃষ্ণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের মোয়া নিয়ে এই মেলায় হাজির হয়েছে খোকন দাস, রাজেশ দাস, তিলক কয়ালেরা। আর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর এই ধরনের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সাধারণ মানুষ।এই মেলা শেষ হবে ২৪ শে সেপ্টেম্বর।

স্কুল পড়ুয়াদের শৃঙ্খলাপরায়ন ও নিয়মানুবর্তীতা শেখাতে এবার উদ্যোগ নিলো সুন্দরবনের ক্যানিং এর একটি স্কুল

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ২১ সেপ্টেম্বরঃ বর্তমান সময়ে সন্তানদের স্কুলে পাঠিয়ে অভিভাবকরা অনেকেই দুশ্চিন্তায় থাকেন যে সন্তানরা ঠিকমতো স্কুলে গেল কিনা? স্কুল থেকে ক্লাস ফাঁকি দিয়ে বাইরে কোথাও ঘুরতে গেল কিনা? এই দুশ্চিন্তার অবসান ঘটানোর পাশাপাশি স্কুল পড়ুয়াদের আরও বেশি করে শৃঙ্খলা পরায়ন করতে এবার এগিয়ে এলো সুন্দরবনের শতাব্দী প্রাচীন ক্যানিংয়ের ডেভিড সেশুন হাইস্কুল। সম্প্রতি এই স্কুলে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি আইডেন্টি ফিকেশন সিস্টেমের উদ্বোধন করেন ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশ রাম দাস।সুন্দরবনের ক্যানিংয়ের সব থেকে প্রাচীন এই স্কুলের ভালোই নামডাক রয়েছে। মহকুমার মধ্যে এই স্কুল ভাবনা চিন্তা, পড়ুয়াদের সঠিক শিক্ষাদানের পাশাপাশি তাঁদেরকে খেলাধুলা বা সংস্কৃতিতে এগিয়ে দিয়েছে বরাবরই। প্রায় আড়াই হাজার পড়ুয়া সম্বলিত এই স্কুলে যাতে কোন পড়ুয়ার সাথে অপ্রতিকর ঘটনা না ঘটে সেদিকে নজরদারি চালাতে যেমন ৬৪ টি সিসি টিভি ক্যামেরা দিয়ে গোটা স্কুল চত্বর মুড়ে ফেলা হয়েছে, তেমনি এবার পড়ুয়ারা স্কুলে আসছে কিনা, কখন আসছে, স্কুল থেকে কখন বেরিয়ে যাচ্ছে সে বিষয়ে সঠিক সময়ে বার্তা পৌঁছে যাবে অভিভাবক দের মোবাইল ফোনে। এই ধরনের প্রযুক্তি আগে ও বেশ কয়েকটি সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার করা হলেও তার তুলনায় এই রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি আইডেন্টিফিকেশন সিস্টেম অনেক বেশি উন্নত বলেই দাবি স্কুলের প্রধান শিক্ষক কৃষ্ণ কুমার ভকতের। ছাত্র ছাত্রীরা স্কুলের মূল গেট দিয়ে প্রবেশ করলেই এই প্রযুক্তি স্বয়ংক্রিয় ভাবেই শনাক্ত করতে পারবে ঐ পড়ুয়াকে।পরিচয় পত্র কোথাও দেখানো বা ছোঁয়ানোর প্রয়োজন হবে না এবং সাথে সাথে যেমন স্কুলের লকবুকে তাদের নাম অন্তর্ভুক্ত হবে,তেমনি তাদের পরিবারের কাছেও মেসেজ পৌঁছে যাবে যে সন্তান স্কুলে প্রবেশ করেছে। একই ভাবে স্কুল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময়ও মোবাইল মারফৎ বার্তা পেয়ে যাবেন অভিভাবকরা। অভিভাবকদের সাথে বৈঠকের সময় অনেক অভিভাবকই সন্তানদের নিয়ে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করে ছিলেন।

তখন থেকেই এই ধরনের কিছু প্রযুক্তির ব্যবহারের বিষয় নিয়ে ভাবনা চিন্তা করেছিল স্কুল।পুনরায় অভিভাবকদের সাথে বৈঠক করে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই প্রযুক্তি স্কুলে স্থাপন করতে অভিভাবকরাই খরচের সিংহভাগ বহন করেছেন। সরকারি স্কুলে এই অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ছাত্র ছাত্রীদের আরও বেশি করে নিয়মানুবর্তী গড়ে তুলবে বলেই দাবি স্কুল কর্তৃপক্ষের।আগামী দিনে এই স্কুলে আরও উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার করার পরিকল্পনাও রয়েছে বলে জানালেন তাঁরা।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ২৯৩ সংখ্যা, রবিবার ৫ আশ্বিন, ১৪৩১

বীরেন্দ্রকৃষ্ণের মহালয়া

মহালয়ার সকালে মহিষাসুরমর্দিনীর কিংবদন্তি রূপকার বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রর বাড়িতে আজও যেন ফিরে আসে অতীত! রামধন মিত্র স্ট্রীটের ওই গলিতে পা দিলে সময় যেন পিছিয়ে যায় হু-হু করে। হলুদ রঙয়ের একটা বিশাল বাড়ির সামনে সাদা পাথরের ফলক। লেখা, স্বর্গীয় বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। সঙ্গে জন্ম-মৃত্যুর তারিখ। তার নীচে পাথরে খোদাই করা তিনটে লাইন, 'এই বাড়িতেই আমৃত্যু বাস করেছেন বেতারে মহিষাসুরমর্দিনীর সর্বকালজয়ী অনন্যতম রূপকার এই সুসন্তান।' ঠিক তার পাশেই সবুজ রঙয়ের বিশাল কাঠের দরজা। ওঠার পথেই রাখা বিশাল এক বেলজিয়াম কাঁচের আয়না। উপরে হরিণের শিংওয়ালা মাথা। সামনে খোলা ছাদ। বীরেন্দ্রকৃষ্ণর বড় প্রিয় জায়গা ছিল এই ছাদ। নীচে তাকালেই পুজোর দালান। আধো অন্ধকারে ছাওয়া। ছাদের পাশ দিয়ে চার-পাঁচ ধাপের একটি সিঁড়ি পেরিয়ে একটি ঘর। অন্ধকার ঘরে শুয়ে ছিলেন এক বৃদ্ধ। তিনি সঞ্জীব ভদ্র। বীরেন্দ্রকৃষ্ণর ভাইপো। আঙুল তুলে দেখালেন উল্টোদিকের একটা ঘর। আরও কয়েকটা সিঁড়ির ধাপ পেরিয়ে পৌঁছনো গেল সেই ঘরে। দরজায় কড়া নাড়তেই সামনে এলেন এক বৃদ্ধা। তিনি সুজাতা ভদ্র। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রর বড় মেয়ে বয়স এখন ৮৭। মার্বেল পাথরের যে ঘরটায় পা দেওয়া গেল, সেটাই ছিল বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রর ঘর। সেখানে বসে সুজাতাদেবীই প্রশ্ন করলেন, 'এতদিন পর হঠাৎ? এখন তো কেউ আর তেমন আসে না!' কথায় কথায় ডুব দিলেন অতীতে। বললেন, 'বাবা স্তোত্র পাঠ করতেন শুনে সবাই ভাবতেন, বাবার মতো ঈশ্বর বিশ্বাসী বোধহয় আর কেউ নেই। কিন্তু বিশ্বাস করুন, বাবাকে আমি কোনওদিন বাড়িতে পুজো করতে দেখিনি। একটা ধূপ পর্যন্ত জ্বালাতে দেখিনি। বাবা বলতেন, বিশ্বাসটা থাকবে মনে। সেটা দেখানোর কী আছে!' মহিষা সুরমর্দিনী যখন সরাসরি রেডিওতে সম্প্রচার হত, তখন রাত দুটোর সময় গাড়ি আসত রেডিও অফিস থেকে। পরে যখন রেকর্ড প্রচার করা শুরু হল, তখনও ওই সময়টায় রেডিয়ো অফিসে চলে যেতেন তিনি। তবে শেষদিকে আর যেতে পারতেন না। সুজাতাদেবী বললেন, 'এই ঘরে, এই খাটে বসেই আমরা বাবার সঙ্গে অনুষ্ঠান শুনতাম। আমি, আমার ভাই, বাবা-মা।' বীরেনবাবুর ছেলে অবশ্য প্রয়াত। আর একবার রেডিও অফিসে যাননি তিনি। সেটা ছিল ১৯৭৬ সাল। রেডিয়োতে সে বার মহিষাসুরমর্দিনী প্রচারিত হয়নি। হয়েছিল, 'দুর্গা দুর্গতিহারিণী'। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরে যা উত্তমকুমারের মহালয়া বলে প্রচলিত। সেই প্রথম, সেই শেষ। সে দিনের কথা বলতে গিয়ে আজও যেন যৌবনে ফিরে যান সুজাতাদেবী। বললেন, 'ওই অনুষ্ঠানের আগে এক রাতে উত্তমকুমার আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন বাবার কাছে। হাত ধরে বলেছিলেন, তিনি ওই অনুষ্ঠানটি করতে চাননি। বাবা তখন উত্তমবাবুকে উৎসাহ দিয়ে বলেছিলেন, 'কেন করবেন না আপনি? অবশ্যই করুন। নতুন কিছু তো করা দরকার। আমি আপনার পাশে আছি।' উত্তম কুমারের মহালয়া তিনি শুনে ছিলেন।

ট্রেনে চলমান রেস্টুরেন্ট

ভারতের সর্ববৃহৎ চলমান রেস্টুরেন্ট হলো পশ্চিমবঙ্গের লোকাল ট্রেন। যতই আপনারা পশ্চিমবঙ্গের লোকাল ট্রেনকে গালাগালি দিন, আমার মতে পশ্চিমবঙ্গের লোকাল ট্রেনই হল ভারতের সর্ববৃহৎ চলমান রেস্টুরেন্ট। সাধারণতঃ যেসব রুটে যাত্রা করা হয়েছে আদ্রা - খড়্গপুর - হাওড়া, তারকেশ্বর - হাওড়া, শিয়ালদা - শান্তিপুর - শিয়ালদা, হাওড়া - বর্ধমান - হাওড়া, হাওড়া - খড়্গপুর - হাওড়া। এই অভিজ্ঞতা থেকে বলা যেতে পারে যে খাদ্যরসিকদের জন্য পশ্চিমবঙ্গের লোকাল ট্রেন কোন চলমান রেস্টুরেন্টের থেকে কম না। এই লোকাল ট্রেনে চলতে চলতে কি কি খাদ্যবস্তুর উপর মুখ চালিয়েছি তার তালিকা এই রকম। লেবু লজেন্স ঃ লোকাল ট্রেনে বাল্যকালে প্রথম খাবার স্মৃতি হল লেবু লজেন্স। একটা বড় কাঁচের বয়াম হাতে নিয়ে হকার ভাই উচ্চস্বরে বলতেন, এই গরমে চলেছেন, দাদারা, দিদিরা, ভাইরা, বোনেরা। গলা শুকিয়ে যাচ্ছে নিশ্চয়। গলা ভেজাতে খান লেবু লজেন্স। একটা পাঁচ, দুটো দশ। হ্যাঁ, সেসময় পাঁচ পয়সারও দাম ছিল। বর্তমানে যেসব কাগজে মোড়ানো লজেন্স দেখি তার থেকে একটু বড় আকারের হত কিন্তু কাগজে মোড়া হত না। নানা রকম ল্যাবেঞ্চুস, টফি ও চকলেট ঃ লেবু লজেন্স ছাড়াও আরো নানা রকম টফি ও চকলেট রয়েছে। সকলের প্রিয় কমলালেবুর কোয়ার আকারের কমলা রঙের ল্যাবেঞ্চুস। আলুর চিপস ঃ স্থানীয় কোন নির্মাতার বানানো আলুর চিপস যা কিনা স্বাদে ও পরিমাণে বর্তমানের মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানির তৈরি একটি দামের আলুর চিপস থেকে বেশ খানিকটা এগিয়ে। নানা রকম স্বাদের ঝালমুড়ি ঃ অনেকেই ভাবেন যে ঝালমুড়ির আবার স্বাদের ভিন্নতা কি হবে। কিন্তু যদি একটু মনোযোগ সহকারে খেয়ে দেখেন তাহলে দেখবেন যে এক একজন হকারের বানানো ঝালমুড়িতে খুব সূক্ষ হলেও স্বাদের ভিন্নতা আছে। চিনেবাদাম ভাজা ঃ অতি সুস্বাদু ও প্রিয় খাদ্য। ছোট ছোট প্যাকেটে বন্দী কিসমিশ ঃ মিষ্টি বেশি। এগুলোতে কৃত্রিম ভাবে মিষ্টত্ব বাড়ানো হয়। নানা রকম ফল ঃ কলা, পানিফল, পেয়ারা, লিচু, কমলালেবু, শশা, জাম, আপেল, তালশাঁস, জামরুল ইত্যাদি। অবশ্য জামরুল আজ কাল আর চোখে পড়ে না। তবে আম ট্রেনে বসে খাওয়া একটু অসুবিধাজনক। আলুর চপ ও বেগুনি ঃ খুব যে ভাল স্বাদ তা বলব না। কিন্তু চলন্ত ট্রেনে বসে পাওয়া যাচ্ছে সেকি কম কথা নাকি। চানাচুর ঃ চানাচুরও খাওয়া যায়। ভালোই লাগে বাদাম কিনতে। লেবুর শরবত ঃ মন্দ না খেতে। কোথাও প্লাস্টিকের সরু লম্বা প্যাকেটে বন্দী নানা স্বাদের জমাট শরবত ঃ আম সরবাত। দাঁত দিয়ে ফুটো করে চুষে চুষে খেতে হয়।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

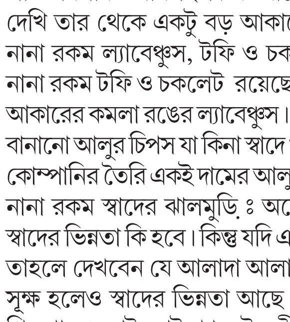

জীবনটা যদি শুদ্ধ না হল তাহলে পুজোপাঠ করে কী লাভ। মায়ের শক্তিকে ধারন করতে হবে। জাগরিত করতে হবে মন শক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনকে শুদ্ধি করতে হবে। পাপ থেকে মনটাকে দূর করতে হবে। জাগাতে হবে মনের মধ্যে থাকা সৎ শক্তিকে। জাগরিত করতে হবে মানবশক্তি। শুধু নিজেকেই শক্তিধারক বা বাহক করলে চলবে না। সবাইকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সবাইকে সুচারুরে থাকতে হবে। না হলে দেশটা একেবারে পঙ্কিল হয়ে যাবে। শুভতার প্রতীক হতে হবে। জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

ভগিনী নিবেদিতা দর্শন

ভগিনী নিবেদিতা স্বামীজির মতোই বলতেন, মা সারদা হচ্ছেন সর্বশক্তির অধিকারিনী। তিনি শক্তিদায়িনী। তিনি শক্তি দেন বলেই তাঁর সন্তানরা মাথা উঁচু করে চলাফেরা করতে পারে। তিনি আছেন বলেই শত্রুকে বিনাশ সম্ভব। তিনি আছেন বলেই শুভ শক্তির উদয় ঘটে। তিনি হচ্ছেন বলেই ভারত এত শক্তিশালী। মা সব সব কিছু। সহ্য করতে পারেন। মা ভবতারিনীর আরতি হওয়ার পর মা সারদাকে প্রণাম করতেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি মা সারদাকে দেবী বলে মনে করতেন। সাক্ষাৎ জগত জননী বলে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। নারী শক্তির জাগরণ চাই। নারী জাগরণের মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব। সেই জাগরণ মন্ত্রে দীক্ষিত হন স্বামী বিবেকানন্দ। নারী জাতিতে সম্মানে রাখলে একটি সমাজ সুস্থ এবং স্বাভাবিক থাকে। মা ভবতারিনীর স্নেহ, ভালোবাসা এবং প্রীতি হচ্ছে অলঙ্কার। এই অলঙ্কার আছে বলে স্ত্রীজাতি সবার উপরে স্থান গ্রহণ করে থাকে। মা ভবতারিনী হচ্ছেন অন্যায়নাশকারিনী। তিনিই জগতকে চেনাতে শেখান।

কথা সাহিত্যিক শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধায় তাঁর উপন্যাসগুলিতে নারী-ব্যাক্তি স্বাধীনতাকে সম্মান দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন

শ্যামল সান্যাল, ঢাকা
(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মানুষের স্খলন -পতনকে অতিক্রম করেও যে তাঁর অন্তর্নিহিত মানব-মহিমা অজেয় থাকে। এই ভাবটিকেই তিনি বারবার তাঁর সাহিত্যের পাঠক-পাঠিকার মনোযোগের সামনে অকম্পিত হস্তে তুলে ধরেছিলেন বলে দেখা যায়।

তাঁর সৃষ্ট; সাবিত্রী, রাজলক্ষ্মী, চন্দ্রমুখী, বিজলী ;প্রভৃতি চরিত্র একথার স্বপক্ষেই প্রমাণ দেয়। অন্যদিকে; বিরাজ-বৌ (বিরাজ-বৌ), সুরবালা (চরিত্রহীন), সরযূ (চন্দ্রনাথ), অন্নদাদিদি (শ্রীকান্ত), ষোড়শী (দেনা-পাওনা) ;প্রভৃতি চরিত্রের মধ্যে দিয়ে তিনি পতিপ্রাণা সতী-সাধ্বী নারীর আদর্শকে তুলে ধরেছিলেন। পণ্ডিতমশাই উপন্যাসের কুসুম চরিত্রের মধ্যে দিয়ে তিনি শ্বশুরকুল কর্তৃক প্রত্যাখ্যাতা আত্মমর্যাদাদৃপ্তা নারীর মহিমাকে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। তাঁর সৃষ্ট পল্লীসমাজের রমা; সেকালের বৈধব্যের অভিশাপদীর্ণা ও কৃত্রিম সামাজিক মূল্যবোধের সঙ্গে বাল্যপ্রণয়ের স্মৃতির নিরন্তর সংঘাতে ক্ষতবিক্ষত-হৃদয়া নারীর একটি বেদনাকরুণ উদাহরণ। বিন্দুর ছেলের বিন্দু আর রামের সুমতির নারায়ণী, বড়দিদির মাধবী আর মেজদিদির হেমাঙ্গিনীর মধ্যে স্নেহবাৎসল্যের এক অপরূপ স্নিগ্ধতার আলেখ্য প্রকাশ পেয়েছে। অরক্ষণীয়ার পোড়াকাঠ ভামিনীর চরিত্রে কোন কোন নারীর আপাত -রুক্ষতার খোলসের অন্তরালে যে স্নেহের ফল্গুধারা বহমান থাকে; সেটার দ্যুতির ঔজ্জ্বল্য রূপ পেয়েছে। এছাড়া পল্লীসমাজের জ্যেঠাইমা চরিত্রের মাধ্যমে প্রৌঢ়া জননীর বিচক্ষণ সংসারবুদ্ধি ও ন্যায়ের প্রতি পক্ষপাতের দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়। এসবই কিন্তু বাঙালি সংসারের কমবেশি পরিচিত কাঠামোর চিরাভ্যস্ত নারীরূপের ছবি। তবে শরৎচন্দ্রের নারীচরিত্রের মিছিল এখানেই শেষ হয়ে যায়নি। এসব ছাড়াও তিনি কতগুলি বিদ্রোহিনী নারী চরিত্রও সৃষ্টি করেছিলেন, যেমন; অভয়া (শ্রীকান্ত ২য় পর্ব), সুনন্দা (শ্রীকান্ত ৩য় পর্ব), কিরণময়ী (চরিত্রহীন), কমল (শেষ প্রশ্ন) প্রভৃতি। অভয়া তাঁর নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর সন্ধানে প্রতিবেশী যুবক রোহিণীকে সঙ্গে নিয়ে বর্মা মুলুকে পৌঁছেছিলেন। সেখানে তিনি তাঁর স্বামীর খোঁজ পেয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু একইসাথে তাঁর কদর্য জীবনযাত্রা ও ততোধিক বিকৃত রুচির পরিচয় পেয়ে স্বামীর সঙ্গে একত্রে ঘর করবার ইচ্ছা তাঁর মধ্যে থেকে উবে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে রোহিণী তাঁকে মনে মনে ভালবাসে ফেলেছিলেন। আর তাই রোহিণীর প্রেমকে মর্যাদা দিয়ে অভয়া তাঁরই সঙ্গে সেখানে ঘর বাঁধেছিলেন ও স্বামী-স্ত্রী রূপে বাস করতে শুরু করেছিলেন। বলাই বাহুল্য যে, সেযুগের নিরিখে শরৎচন্দ্র তাঁর অভয়া চরিত্রটিকে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও সাহসিকভাবে গড়ে তুলেছিলেন। বাস্তবের পুরুষ শাসিত সমাজের পুরুষের স্বার্থানুকূল একতরফা অনুশাসনাদির বিরুদ্ধে অভয়া আজও একজন মূর্তিমতী বিদ্রোহিনী নারী হিসেবেই থেকে গিয়েছেন। পুরুষ দাম্পত্যজীবনের পবিত্রতাকে নষ্ট করে কদাচারী হলেও তাঁর কোন সাজা হয় না, কিন্তু নারী একটু বেচাল হলেই তাঁর উপরে সমাজের রোষ বজ্রাগ্নির মতোই নেমে আসে। শরৎচন্দ্রের অভয়া তাঁর ভয়শূন্য এই আচরণের মধ্যে দিয়েই এই নিতান্ত অন্যায্য সংস্কারটাকেই আঘাত করতে চেয়েছিলেন। সমগ্র শরৎ-সাহিত্যের বিস্তৃত আয়তনের ভিতরে অভয়ার তুল্য নির্ভীক দ্বিতীয় অন্য কোন চরিত্র কিন্তু পাওয়া যায় না। শরৎচন্দ্র যে প্রয়োজনবোধে কতটা বিপ্লবী হতে পারতেন; সেটার ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত তাঁর সৃষ্ট অভয়া চরিত্রের মধ্যেই রয়েছে।

শ্রীকান্ত তৃতীয় পর্বের সুনন্দাও শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট আর একটি বিদ্রোহিনী নারীচরিত্র। তবে তাঁর বিদ্রোহের জাত আলাদা ও কারণও ভিন্ন। বস্তুতঃ জৈব জীবনের সমস্যা দির সঙ্গে তাঁর সেই বিদ্রোহের কোন সম্পর্ক নেই। সুনন্দা শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পরিবারের কন্যা ছিলেন, বধূ হয়ে শ্বশুরগৃহে আসবার পরে শ্বশুরকুলের সকলের স্নেহ ও আদরে তাঁর দিনগুলি বেশ সুখেই কেটে যাচ্ছিল, কিন্তু একটি অন্যায়ের প্রতিবিধানে তেজস্বিনী প্রতি বাদিনীর ভূমিকা গ্রহণ করে তিনি এক আশ্চর্য চরিত্র-মহিমার পরিচয় দিয়েছিলেন। কোন একটি ঘটনাক্রমে তিনি যেদিন জানতে পেরেছিলেন যে, তাঁর ভাশুরের অর্জিত সম্পত্তির একটা অংশ আসলে একজন অনাথিনী তাঁতি-বৌ ও তাঁর শিশুপুত্রকে ঠকিয়ে কৌশলে কেনা সম্পত্তি, সেদিন তিনি মুহূর্তমাত্রেরও দ্বিধা না করেই নিজের স্বামী-পুত্রের হাত ধরে শ্বশুরের ভিটা ত্যাগ করে একটি পোড়ো বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং নিজের জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃজায়ার শত উপরোধেও আর কখনো প্রাচুর্যের সংসারে ফিরে যাননি। অন্যায়কে রুখতে গিয়ে স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য বরণের এই গৌরবজনক ঘটনা আরও যে কারণে মহিমান্বিত হয়েছে, সেটা হল যে; এক্ষেত্রে অন্যায়-অসহিষ্ণুতা সেকালের একজন গ্রাম্য নারীর কাছ থেকে এসেছিল, যে শ্রেণীর নারীরা তখন জমিজিরাত সংক্রান্ত বৈষয়িক ব্যাপারে পুরুষের প্রশ্নহীন আনুগত্যকে স্বীকার করে নিতেই সচরাচর অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু সুনন্দার ভেতরে সেই তেজটুকু যে কোথা থেকে এসেছিল; সেকথা বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না। তাঁর সেই তেজের উৎস ছিল, তাঁর সন্ন্যাসীকল্প শাস্ত্রজ্ঞ পিতার শিক্ষা, যে শিক্ষায় ধর্মকে সবকিছুর ঊর্ধ্বে

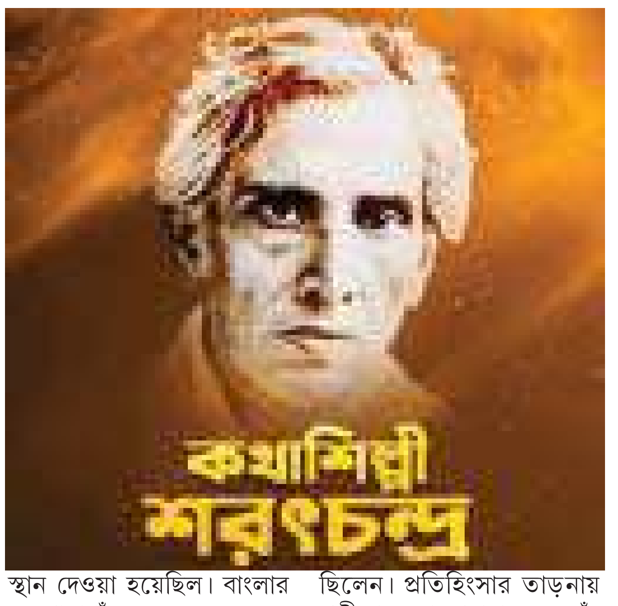

স্থান দেওয়া হয়েছিল। বাংলার অজপাড়াগাঁর অভ্যন্তরেও যে এমন একটি মহীয়সী নারীচরিত্র থাকতে পারে; সেটা একটা শুভলক্ষণ ও সর্ববিধ প্রতিকূলতাকে অগ্রাহ্য করেও বাঙালি জাতির টিকে থাকবার পক্ষে একটা মস্ত বড় যুক্তি। শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যের অনেক চরিত্রকেই বাস্তব জীবন থেকে তুলে এনে ছিলেন বলে জানা যায়। সেইমত তাঁর সুনন্দা চরিত্রটিরও কোন বাস্তব ভিত্তি আছে কিনা; সেকথা বলা সম্ভব নয়, তবে এটি যদি তাঁর কল্পিত কোন চরিত্রও হয়; তাহলেও এর মূল্য কিন্তু কোনভাবেই কমে যায় না। বাস্তবে এই চরিত্রটির সম্ভাব্যতা তথা প্রতীতি-যোগ্যতার মধ্যেই এর শক্তি নিহিত রয়েছে বলে দেখা যায়।

শরৎচন্দ্রের কিরণময়ী এরকমই আরেকটি অত্যাশ্চর্য চরিত্র। এমনকি তাঁর শেষ প্রশ্নের কমলও এমন বুদ্ধিদীপ্ত সপ্রতিভ সর্বসংস্কার-মুক্ত সনাতন শাস্ত্র শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহিনী নারী নন। কমলের সঙ্গে কিরণময়ীর মূল গত পার্থক্য হল যে, কমল মুখে সনাতন ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির মূল্যবোধগুলির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেও আচরণে ভারতীয় নারীর স্বভাবগত সংযমেই বৃতা ছিলেন। তিনি একাদশী তিথিতে হবিষ্যান্ন করতেন, প্রায়ই আলু-ভাতে ভাত ফুটিয়ে খেতেন, কঠোর নিয়ম-শাসনে তাঁর জীবন বোধ ছিল। কিন্তু কিরণময়ীর সেসবের কোন বালাই ছিল না। তিনি নিজের বিশ্বাস অনুযায়ীই চলতেন। তিনি ঈশ্বর মানতেন না, শাস্ত্রের পবিত্রতায় বিশ্বাস করতেন না, এমনকি ভোগবাসনাবঞ্চিত রিক্ত নারীজীবনে স্বামীর বর্তমানেই তিনি অনঙ্গ ডাক্তারের সঙ্গে অনুচিত সম্পর্কের সৃষ্টি করে ছিলেন। প্রতিহিংসার তাড়নায় পত্নীপ্রেমে মাতোয়ারা এবং তাঁর প্রতি উদাসীন উপেন্দ্রকে জব্দ করবার মতলবে তাঁর অনভিজ্ঞ ভাই দিবাকরকে প্রলুব্ধ করে তিনি বর্মা মুল্লুকে তাঁকে ভাগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর এই স্বৈরাচার একজন অশিক্ষিতা নারীর স্বৈরাচার ছিল না, বাস্তবে এর পিছনে বুদ্ধি দিয়ে আচরণকে সমর্থন করবার প্রখর মননশীলতা ছিল। শাস্ত্র পড়েই তিনি শাস্ত্রকে অস্বীকার করতে শিখেছিলেন। স্বামী বেঁচে থাকতে স্বামীর সাহায্যে শাস্ত্র গ্রন্থগুলি তিনি তন্ন তন্ন করে ঘেঁটেছিলেন, এর ফলে শাস্ত্রনির্মাতা পুরুষদের কাপট্য আর ভণ্ডামিটাই শুধু তাঁর চোখে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল, এবং শাস্ত্র বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করবার কোন কারণ তিনি খুঁজে পাননি। কিন্তু এমন যে সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালিনী কিরণময়ী, তিনিও কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারেননি। নিজের বুদ্ধি আর প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বে বিপর্যস্ত হয়ে তিনিও শেষ পর্যন্ত পাগল হয়ে গিয়ে ছিলেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র শেষপর্যন্ত তাঁকে পাগল বানিয়েছিলেন কেন? তিনি কি কিরণময়ীকে তাঁর নিজস্ব বিশ্বাসে বিজয়িনী রেখে চরিত্রহীন উপন্যাসের অন্য কোন উপসংহার করতে পারতেন না? এখানেই শরৎচন্দ্রকে নিয়ে ধাঁধার সৃষ্টি হয়, আর এই ধাঁধার উন্মোচন প্রচেষ্টার মধ্যেই শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের দ্বৈধতার পরিচয় পাওয়া যেতে পারে।

অনেকের মতে, শরৎচন্দ্র একইকালে একজন প্রথম শ্রেণীর বিদ্রোহী লেখক ও রক্ষণশীল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। রাঢ়দেশীয় কুলীন ব্রাহ্মণের মজ্জাগত ব্রাহ্মণ্য সংস্কার থেকে তিনি যেখানে তাঁর রক্ষণশীলতা পেয়েছিলেন, সেখানে নিজের বাউন্ডুলে ভ্রাম্যমাণ ভবঘুরে জীবনযাত্রার ছক থেকেই তিনি বিদ্রোহের প্রেরণা পেয়েছিলেন। তাই কৌলিক সংস্কারে যেখানে তিনি রক্ষণশীল, সেখানে জীবনাচরণে তিনি বিদ্রোহী ও বিপ্লবী ছিলেন। তাঁর এই দুই প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব-সংঘাতে কখনও রক্ষণশীল সত্তা জয়ী হয়েছিল, তো কখনও আবার তাঁর বিদ্রোহী সত্তা বিজয়ী হয়েছিল। আলোচ্য ক্ষেত্রে, অর্থাৎ কিরণময়ীর পরিণাম চিত্রণে, শরৎচন্দ্র বস্তুতঃ রক্ষণশীলতার কাছেই আত্মসমর্পণ করেছিলেন। খুব সম্ভবতঃ নিতান্তই ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়েই তিনি এই কাজটি করেছিলেন। তখন এই ব্যাপারে তাঁর সামনে দুটি দৃষ্টান্ত পূর্ব-উদাহরণের কাজ করেছিল। যথা; বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ উপন্যাসের শেষে কুন্দনন্দিনীর বিষপানে আত্মহত্যা ও কৃষ্ণকান্তের উইলের শেষে রিভলভারের গুলিতে স্বৈরিণী বিধবা রোহিণীর হত্যা। তবে শরৎচন্দ্র অবশ্য আত্মহত্যা বা হত্যার পথে যাননি, বরং মস্তিষ্কবিকৃতির পথেই তিনি কিরণময়ীর 'উন্মার্গগামিতার' শাস্তিবিধান করেছিলেন। তাতে ফল সেই একই হয়েছিল। কারণ; আত্মহত্যা বা হত্যা জনিত মৃত্যুই হোক আর উন্মাদাবস্থাই হোক, লৌকিক বিচারে দু'ধরণের অবস্থাই কিন্তু মৃত্যুর সামিল। তাছাড়া এক্ষেত্রে পূর্বসূরীর দৃষ্টান্ত ছাড়াও কিছু বস্তুগত কারণও শরৎচন্দ্রকে রক্ষণশীলতার অনুকূলে প্রভাবিত করেছিল বলে মনে হয়। অন্ততঃ এবিষয়ে শরৎচন্দ্রের লেখা চিঠিপত্র থেকে সেটাই খানিকটা আঁচ করা যায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, তাঁর চরিত্রহীন উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার আগে মাসিক 'ভারতবর্ষ' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হওয়ার কথা থাকলেও, পত্রিকাটির তৎকালীন পরিচালকবৃন্দ উক্ত উপন্যাসটিকে immoral' বলে মত প্রকাশ করে শরৎচন্দ্রকে এর পাণ্ডুলিপিটি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। স্বভাবতঃই শরৎচন্দ্র তাতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। এপ্রসঙ্গে তখন তিনি তাঁর বাল্যবন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে, যিনি নিজেও তখন ভারতবর্ষ পত্রিকাটি পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁকে উদ্দেশ্য করে লেখা একটি চিঠিতে নিতান্ত আক্ষেপের সুরে জানিয়েছিলেন যে, তাঁর এই উপন্যাসটিকে immoral বলায় ভারতবর্ষ পত্রিকার পরিচালকদের গোঁড়ামিই শুধু প্রকাশ পেয়েছে, এতে তাঁদের সাহিত্যবুদ্ধি প্রকাশ পায়নি। এবং তাঁদের সকলেরই যখন এত আপত্তি, সেজন্য; যাতে এটা in strictest sense moral য় তাই উপসংহার করিব। (শরৎ-সাহিত্য সংগ্রহ, দ্বাদশ সম্ভার, পত্র-সংকলন, পৃ- ৩৬৩)

এরই ফলে তিনি কিরণময়ী চরিত্রটির এমনতর পরিণতি করেছিলেন। যদিও এই পরিণতিটি তাঁর স্বাধীন ইচ্ছা প্রসূত ছিল না, বরং তাঁর অভিমান প্রসূত ছিল, তবুও এটিকে অযৌক্তিক বলে মনে হয় না। বিদ্রোহের আবেশ এবং রক্ষণশীলতার সংকোচনী প্রবৃত্তির মধ্যে নিরন্তর দ্বন্দ্বের ফলে কিরণময়ী চরিত্রে যে tension–এর সৃষ্টি হয়েছিল, সেটার পরিণামে কিরণময়ীর পাগল হয়ে যাওয়াটা কিছুই বেমানান হয়নি; বাস্তবে এমন ক্ষেত্রে এরকম হওয়াই সম্ভব।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি নারীদের স্বাধীন সত্ত্বাকে প্রকাশ করে গিয়েছেন এবং তাঁর উপন্যাসে তা গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করেছেন। তিনি কোনও সময়ে নারীদের ছোট করে দেখেননি। তিনি সব নারীদের বড় করে অঙ্কিত করেছেন তাঁর উপন্যাসে। নারী মুক্তি আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন শরৎচন্দ্র। তিনি কোন নারীকে চার দেওয়ালের মধ্যে আটকে রাখার পক্ষপাতি ছিলেন না। তিনি সব সময়ে নারীদেরকে সমানের সারিতে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি দেখতে পেয়েছিলেন এই জগৎ সংসারকে পরিচালিত করছে নারীরা। কিন্তু শাস্ত্র তাদেরকে একঘরে করে রেখে দিয়েছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারী শক্তিকে ভয় পেতে শুরু করে দিয়েছিল। নারী শক্তি যদি একবার জাগ্রত হয় তাহলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ একেবারে ধসে যাবে। সেই কারণে নারীদের ঘরে আটকে রাখা। শরৎচন্দ্র সেই আটক মেয়েদের ঘর থেকে বাইরে নিয়ে আসেন।

লেখকঃ রানা চক্রবর্তী।

বাংলাদেশে সংস্কার কমিশনের কাজ

শ্যামল সাহা, ঢাকা

বাংলাদেশে রাষ্ট্র মেরামতের লক্ষ্যে গঠিত সংস্কার কমিশন সমূহ আগামী১ অক্টোবর থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু করবে এবং পরবর্তী তিন মাস অর্থ্যাৎ ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে কমিশন তার সংস্কার প্রস্তাবনা সরকারের নিকট উপস্থাপন করবে। কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে সরকার পরবর্তী পর্যায়ে প্রধান রাজনৈতিক দল, নাগরিক সমাজ, ছাত্র প্রতিনিধিসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সঙ্গে পরামর্শ করবে।

বৃহস্পতিবার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস সংস্কার কমিশনের প্রধানদের সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখানে এসব সিদ্ধান্ত হয়। রাজধানীর তেজগাঁও প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়।

পরে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে অন্তর্বর্তী সরকারের আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল ও প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারি মাহফুজুল আলম এসব কথা বলেন।

আসিফ নজরুল বলেন, 'কমিশনগুলো ১ অক্টোবর থেকে তাদের কাজ শুরু করবে এবং আশা করছি ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে তারা একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করবেন।এই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে দ্বিতীয় ধাপে উপদেষ্টামণ্ডলী রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংস্কার ভাবনা নিয়ে আলোচন শুরু করবে।

তিনি জানান, এরপর আরও বৃহৎ আকারে আলোচনা যেখানে সমাজের সকল স্তরের মানুষের প্রতিনিধিত্ব থাকবে। সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন পাওয়ার পরে সেগুলো অনলাইনে উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে, যাতে সকলে তাদের মতামত পাঠাতে পারেন।

ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের আকাঙ্খার কথা উল্লেখ করে আইন উপদেষ্টা বলেন, ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের প্রত্যাশা শুধু নির্বাচনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। সেটা ছিল একটা রাষ্ট্র সংস্কারের প্রশ্ন এবং প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন।বাংলাদেশে যেন আর কোনোদিন, কখনো যেনো ফ্যাসিবাদী শাসন জাঁকিয়ে বসতে না পরে সেটা রোধ করতে কী কী সংস্কার প্রয়োজন সে লক্ষ্য নিয়ে সংস্কার কমিশন প্রাথমিকভাবে কাজ শুরু করেছে বলে জানান তিনি।

সংস্কার কমিশনের কর্মপদ্ধতির

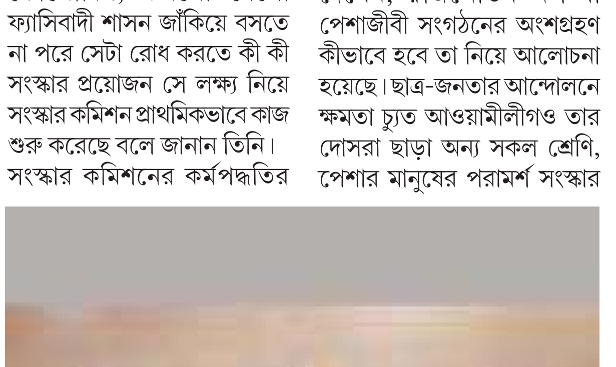

বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মাহফুজুল আলম বলেন, দেশের মানুষ দীর্ঘ সময় ধরে ফ্যাসিবাদী শাসনের যাঁতাকলে পিষ্ঠ ছিল। এখন জনগণের অংশগ্রহণে সুষ্ঠু নির্বাচনের বিষয়টি যেমন আছে,তেমনি গত ১৫ বছরে দেশের সকল প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে, সেগুলো জনগণের স্বার্থে কাজ করতে পারছে না। এগুলোকে ঢেলে সাজাতে হবে।

তিনি বলেন, এ লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে ৬ টি সংস্কার কমিশন গঠিত হয়েছে। কমিশনগুলো স্বাধীনভাবে কাজ করবে। তাদের ওপর কোন রকম রাজনৈতিক চাপ না থাকবে না বলে তিনি উল্লেখ করেন। প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে কমিশনের প্রধানদের বৈঠকের বিষয়ে আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল আরও বলেন, বৈঠকে প্রধানত আলোচনা হয়েছে সংস্কার ভাবনা নিয়ে। কমিশনগুলো কীভাবে কাজ করতে চায়, কর্মপদ্ধতি কী হবে সদস্য বাছাইয়ের প্রক্রিয়া কী হবে, কবে প্রতিবেদন দেবেন, রাজনৈতিক দল বা পেশাজীবী সংগঠনের অংশগ্রহণ কীভাবে হবে তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ছাত্র-জনতার আন্দোলনে ক্ষমতা চ্যুত আওয়ামীলীগও তার দোসরা ছাড়া অন্য সকল শ্রেণি, পেশার মানুষের পরামর্শ সংস্কার প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে উল্লেখ করে আসিফ নজরুল বলেন, 'ক্ষমতা চ্যুত আওয়ামী লীগ গণহত্যাকারীও মানবতাবিরোধী অপরাধ করেছে। আমাদের প্রায় অন্তত এক হাজার মানুষকে হত্যা করেছে। আরও অনেক অনেক মানুষকে গুরুতর আহত করেছে, চক্ষুহীন-দৃষ্টিহীন করেছে। যারা বিচারের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন তাদের সঙ্গে কোনো আলোচনা হবে না। তাদের বাদে সমাজের যত প্রতিনিধিত্বকারী শ্রেণি আছে, রাজনৈতিক দল আছে,সামাজিক, পেশাজীবী,ছাত্র সংগঠন,বিপ্লবী অভ্যুত্থানে ছিলেন-তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে যতভাবে পারা যায় মতামত প্রতিফলিত করা হবে।

অতীতের কমিশনের রিপোর্ট গুলোও এক্ষেত্রে বিবেচনায় নেওয়া হবে বলে জানান তিনি। গণহত্যার বিচারের মুখোমুখি করতে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে আসিফ নজরুল বলেন,আমাদের সঙ্গে ভারতের বন্দী বিনিময় চুক্তি আছে। সেখানে যদি কোনো সাজাপ্রাপ্ত আসামি থাকেন, উনি সাবেক প্রধানমন্ত্রী বা যা-ই হোন না কেন,উনার প্রত্যার্পন আমরা চাইতে পারি। তিনি বলেন, ছাত্র-জনতার অন্দোলনের সময় যে গণহত্যা হয়েছে, মানবতাবিরোধী অপরাধ হয়েছে, সেটার বিচারের লক্ষ্যে আমরা পদক্ষেপ বেশ কিছু ইতি মধ্যে নিয়েছি। ট্রাইব্যুনালে চীফ প্রসিকিউটর নিয়োগ দেওয়া হয়েছে এবং অচিরেই আদালত পুর্নগঠন করা হবে। পূর্ণাঙ্গভাবে বিচার কার্যক্রম শুরু হলে সরকার শেখ হাসিনার প্রত্যার্পণ চাইবে বলে জানান তিনি। সংবিধান সংশোধন কী প্রক্রিয়ায় হবে এমন প্রশ্নের উত্তরে আসিফ নজরুল বলেন, সংস্কার কমিশন সকল সম্ভাবনা পর্যালোচনা করবে। সেটা গণভোট কিংবা গণপরিষদের মাধ্যমে হতে পারে। গণপরিষদ সংবিধান তৈরি করতে বা গ্রহণ করতে পারে। আবার রাজনৈতিক দলগুলোর সমঝোতার ভিত্তিতে সংবিধান প্রণয়নের কাজ চলতে পারে। কী হবে সে সিদ্ধান্ত আমরা নেব না, সেটা নেবে বাংলাদেশের জনগণ। জনগণের পক্ষে কাজ করার জন্য এ কমিশন গঠন করা হয়েছে। সেখানে সমাজের সকল স্তরের মানুষের মতামতের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হবে।

নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রধান বদিউল আলম মজুমদার বলেন, আমরা একটা কর্তৃত্ববাদী সরকারের অধীনে ছিলাম। বিভিন্নভাবে বঞ্চিত হয়েছি। ভোটাধিকার থেকে শুরু করে বহুক্ষেত্রে বঞ্চনা। এটার যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে এজন্য কতগুলো পরিবর্তন আনতে হবে।কতগুলো সংস্কার করতে হবে।

আঞ্চলিক বিনোদন এখন 'টলিউড'

অর্ণব সাহা

বাংলা বাণিজ্যিক বিনোদনের মেইন স্ট্রিম ট্র্যাক সিনেমা এখন আর মূলত হল্-মুখো নয়। সিংহভাগ দর্শকই মুঠোফোনে ব্যস্ত মনোমতো বিনোদন খুঁজে নেওয়ার খেলায়। গভীর ভাবে ভোগবাদে বিশ্বাসী গ্লোবাল টিনএজার আজ হোয়াটস অ্যাপ, ফেসবুক, টুইটার, টেলিগ্রাম, ব্লগের মাধ্যমে পরিচিতের মধ্যে নিজের ভালো লাগা কন্টেন্ট ছড়িয়ে দেওয়ার মজার খেলায় মেতে উঠেছে। বিশেষ করে করোনার ক্যানভাসে লকডাউনে ঘরবন্দি সময় থেকেই। প্যান্ডামিক সিচ্যুয়েশন স্বাভাবিক হলেও নিজের সঙ্গে নিজের খেলাটা তীব্র হয়েছে আবালবৃদ্ধবনিতার। আজকের দর্শকদের হলে বসে সিনেমা দেখতে নাকি 'মাথা ধরে যায়'! যার জন্য পঁচাশি শতাংশ 'শহিদ' সিঙ্গেল স্ক্রিনের পরিবর্তে এখনকার মাল্টিপ্লেক্স, আইনক্স, পিভিআর হলেও 'নামমাত্র' সিট সংখ্যাও দর্শকাভাবে এমনিতেই ধুঁকতে বসেছে। আর আমার কৌতূহলের সব কিছুই যখন এআই অর্থাৎ, আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্স বলে দিচ্ছে, তখন বাঙালির আড্ডার সমান্তরালে দল বেঁধে সিনেমা দেখার দিন শেষ বই কী! অথচ এত কিছু জেনেও আমরা এখনও একটা ফুটো নৌকোর ওপর দাঁড়িয়ে লাফালাফি করছি! সব শিল্পের সমন্বয় শিল্প যদি চলচ্চিত্র হয়, তাহলে তার কলাকুশলীরাও বাদ যান কেন। সবাই এখন সবার দাবিতে স্বাভাবিক ভাবেই সোচ্চার। এই ফাঁকতালেই ঢুকে পড়ে রাজনীতি। বিনোদন জগতে রাজনীতি আগেও ছিল, এখনও আছে, আর অন্তর্জলিযাত্রার মুখেও থাকবে। হাজার দলাদলির 'খেলা'য় অভিনেতা-অভিনেত্রীরা ভাবেন বোধহয়, সুযোগে একটু বাড়তি পাবলিসিটি পেলে ক্ষতি কী? সেইমতো তাঁদের পছন্দের দলে ভিড়েও যান। দরাদরি করে অনেকে টিকিট পান। কিন্তু মূল লক্ষ্য অভিনয় থেকে সরে যান অনেকেই। বেশ কিছু পরিচালকও পড়েন এই ট্র্যাকে। পড়ে থাকেন টেকনিশিয়নরা। তাঁরা আর যাবেন কোথায়? অগত্যা নানান চাপানউতোরে স্রেফ জোকার সেজে এই বিনোদন শিল্পের সার্কাস দেখা ছাড়া উপায় কী! তবুও কোনওমতে মেগা বা ওটিটি কিংবা ওয়েব সিরিজ করে পেট চালান। তাই তো এখন ওই সুপার ডুপার হিট ছবিও উধাও! এমনকী সিলভার বা গোল্ডেন জুবিলির প্ল্যাকার্ড আজকের হাতে গোনা হিরোদের কাছে দুঃস্বপ্নই। এই টালমাটাল পরিস্থিতিতেও তাঁরা ভাবেন, কী করে তাঁদের পারিশ্রমিকটুকু কতটা বেশি রাখা যায় প্রোডাকশনের বাজেট থেকে! অথচ সেই পরিমাণ পয়সা টিকিট বিক্রি করে হল্ থেকে প্রোডিউসরের পকেটে ঢোকে কী না সন্দেহ! আমাদের কাছে বড় লজ্জার বিষয়, বাংলা বিনোদন সেই আঞ্চলিক হয়েই রইল। আর কলকাতার মতো মেগা সিটিকে পাইকারি হারে ব্যবহার করে ক্রিম খেয়ে যাচ্ছে সেই কবে থেকে বলিউড! অথচ আমাদের এখানেই হিন্দি ছবি বানানো সম্ভব বাংলা সিনেমার সমান্তরালে। ভাবার অত সময় কোথায় আমাদের! কিছু প্রোডাকশন হাউস তো ব্যস্ত এবং অভ্যস্ত নিজের কোটার টিম নিয়ে কাজ করায়। সেখানে অন্যান্য ট্যালেন্টেড কিংবা জিনিয়াস ডিরেক্টর, স্ক্রিপ্ট রাইটার, ডিস্ট্রিবিউটরদের প্রবেশ নিষেধ! তারও ওপর শুরু হয়েছে পিকিউলিয়র সিনেমা বানানোর এক্সপেরিমেন্ট! সেটা কীরকম? গ্রাম, শহর, শহরতলির দর্শকের কথা ভেবে নয়, শুধুমাত্র কলকাতার নন্দন আর আইনক্স-নির্ভর সিনেমা বানানো! তাহলে আর আট থেকে আশির দোষটা কোথায় এমন টলমল টলিউড-বিনোদন না দেখে ওই মোবাইল ম্যানিয়াক হওয়া? বিনোদনের স্বর্ণযুগের পর রৌপ্যযুগ পেরিয়ে আমরা কি এবার মরচে পড়া লৌহযুগীয় আবহাওয়া সাবলম্বী হতে শুরু করব? করেই দেখি!

নারী নিরাপত্তার বিষয় মাথায় রেখে চালু হলো পিংক পেট্রোলিং ভ্যান পরিষেবা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২১ সেপ্টেম্বর ঃ শিলিগুড়িতে শনিবার থেকে চালু হল পিংক পেট্রোলিং ভ্যান। আজ দুটি পেট্রোলিং ভ্যানের সূচনা করা হয়। দুটি পুলিশ ভ্যানকে গোলাপি রঙে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। এই পুলিশ ভ্যান চালাবেনও মহিলা চালকরা। একেবারেই অভিনব উদ্যোগ শিলিগুড়ি পুলিশের। প্রতিটি জেলায় মহিলাদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে মহিলা পরিচালিত টহলদারি ভ্যান চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নবান্ন। যার নাম দেওয়া হয়েছে 'পিঙ্ক ভ্যান'। এই টহলদারি ভ্যানের প্রত্যেক পুলিশকর্মীই মহিলা। ছয় জন মহিলা পুলিশকর্মী থাকবে এক-একটি ভ্যানে। যাঁদের মধ্যে এক জন অফিসার এবং বাকিরা কনস্টেবল। ভ্যান চালাবেনও মহিলারা। কোথাও কোনও মহিলা সমস্যায় পড়েছেন, এমন খবর এলে ওই ভ্যান সেখানে পৌঁছে যাবে। গোলাপি রঙের এই ভ্যানগুলির আপাতত জেলা সদরে টহলদারি চালানোর কথা থাকলেও পরে জেলার অন্যত্রও তা মোতায়েন করা হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে। এদিন এই ভ্যানের শুভ সূচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনার সি সুধাকার, ডিসিপি (হেডকোয়ার্টার) তন্ময় সরকার, ডিসিপি (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর, ডিসিপি (ইস্ট) রাজেশ সিং সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা।

গীতাঞ্জলি মেট্রো স্টেশনে বৃক্ষরোপণ অভিযান

কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর ঃ মেট্রো রেল ১৪ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত 'স্বচ্ছতা হি সেবা' পালন করছে। স্বচ্ছতা সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার অংশ হিসেবে এই সময়ে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। আজ ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে গীতাঞ্জলি মেট্রো স্টেশনে মেট্রো রেলওয়ে ট্রাফিক বিভাগ দ্বারা একটি বৃক্ষরোপণ অভিযান চালানো হয়েছিল। শ্রী দীপ্ত সাহা, ডি. সিওএম (ওএম) একটি চারারোপণ করে এই অভিযান শুরু করে এবং ট্রাফিক বিভাগের অন্যান্য সদস্যরাও এতে অংশ নেন।আজ এই অভিযানে ত্রিশটি চারা রোপণ করা হয়।

রাস্তা বেশিরভাগই ঠিক আছে। প্লাস্টিক রোড করা হচ্ছে ঃ মেয়র

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর ঃ রাস্তা বেশিরভাগই ঠিক আছে। প্লাস্টিক রোড করা হচ্ছে। ফলে রাস্তা ভাঙছে না। আমরা ডি সি ট্র্যাফিক কে চিঠি দিয়েছিলাম। তারা একটা তালিকা দিয়েছি। বৃষ্টি জন্য কিছু টা ব্যাহত হচ্ছে রাস্তার কাজ। গতকাল আমরা বৈঠক করে বলে দিয়েছি বন্দর যে রাস্তা করবে তারা সেটা লিখে দেবে করা রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ করছে। পাটুলীতে মেট্রো কাজের জন্য অনেক গাছ কাটা হয়েছে। আমরা আপত্তি জানানোর পর আমরা সুপ্রিম কোর্টে জানিয়েছিলাম। তারা গাছ নতুন করে গাছ লাগবে বলে জানিয়েছে মেট্রো রেল। পুজোর সময় সমস্ত বোরো থেকে নিয়ে সদর দফতরে কন্ট্রোল রুম খোলা থাকবে। নিকাশি থেকে নিয়ে জঞ্জাল অপসারণ সহ জল বিভাগের কর্মীরা তৎপর থাকবে। ডি ভি সি অন্যায় করছে। জল ছাড়া ফলে অনেক সমস্যা হচ্ছে। যখন একেবারে সূক্ষ্ম ছিল তখন আমরা বলেছিলাম যে জল টা ছেড়ে দিন। তখন জল ছাড়েনি। এখন বৃষ্টি হচ্ছে তখন জল ছেড়ে দিচ্ছে। আমি পুলিশ কে বলেছি ব্ল্যাক টপে যাতে ফুটপাথে দখল করে রাখছে। তাদের কে সরানোর জন্য। আসল একটা পদে তারা ১৫ বছর ধরে আঁকড়ে বসেছে। তাই তাদের এখন রাগ হয়েছে। কলকাতা পৌর সংস্থার রাজ্য সরকারের নিয়ম মেনে চলে। আমি স্বাগত জানায় সরকারি হাসপতালে হচ্ছে গরীব মানুষের চিকিৎসা। গরীব মানুষ বঞ্চিত হচ্ছিল আন্দোলন জেরে। আন্দোলনের জন্য না এন কে ডি এ অনেক মানুষ বাইরে থেকে আসে। তাই সেটা মুছে দেওয়া হয়েছে। আমাদের পরিবেশ কে ঠিক রাখতে হবে। তাই এটা করা হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রত্যেকটি স্কিম আন্তর্জাতিক সম্মান পাচ্ছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য হচ্ছে যে কেন্দ্রীয় সরকার সেটা বুঝতে পারছে না। তাই আমাদের টাকা আটকে রাখছে রূপশ্রী সম্মান নিয়ে বললেন মেয়র ফিরহাদ ববি হাকিম। তিনি বলেন পুজো মণ্ডপের উদ্যোক্তা দের বলবো যে ডেঙ্গি ম্যালেরিয়া নিয়ে একটু মানুষ কে সচেতন করতে। বৃষ্টি কমেছে মানুষ কে আরো সতর্ক করতে হবে। পুজো মণ্ডপের আনাচে খানাচে যাতে জল জমা না হয়। ট্রিপলের জল জমা না হয় সেই দিকে পুজো উদ্যোক্তা দের অনুরোধ জানালেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। মানুষের আসা যাওয়া তো আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারব না। কিন্তু আমরা আমাদের পৌর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ব্যবস্থা গ্রহণ করছি। মানুষ যে বলছি জ্বর হলেই যাতে রক্ত পরীক্ষা করিয়ে নিন বলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

হাটের ঘর বন্টনে দুর্নীতির আশঙ্কা তৃণমূলের অন্তরেই, তৃণমূলের হাট ওয়ারি ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ডেপুটেশন প্রদান

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২১ সেপ্টেম্বর ঃ সাপ্তাহিক হাটে ঘর বন্টন নিয়ে দুর্নীতির আশঙ্কা এবং অভিযোগ। অভিযোগ খোদ তৃণমূলের অন্দরেই। শাসকদলের শ্রমিক সংগঠনের হাটের ব্যবসায়ীদের ইউনিয়নের পক্ষ থেকে এই মর্মে ডেপুটেশন প্রদান করা হলো মহকুমা শাসককে। যদিও তৃণমূল নেতৃত্বের আশ্বাস নিয়ম অনুযায়ী হাটের ব্যবসায়ীরাই ঘর পাবে। নিয়ম মেনে সব কিছু হবে দাবী জেলা শাসকের। মালদার চাঁচল সদর এলাকায় চাঁচল সাপ্তাহিক হাটে ডেইলি রেগুলেটেড মার্কেটিং কমিটির পক্ষ থেকে প্রায় ৯ কোটি টাকা বরাদ্দকৃত অর্থে একটি পাকা ভবন নির্মাণ করা হয়। সেই ভবনের ঘরে বসার জন্য হাটের ব্যবসায়ীদের কাছে ইতিমধ্যেই ডকুমেন্টস নেওয়া হয়েছে। কমিটির পক্ষ থেকে ঘরে বসার জন্য একটি ডাকের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ব্যবসায়ীদের আশঙ্কা এই ডাকের মাধ্যমে দুর্নীতির একটা নীলছক তৈরি হতে পারে। স্থানীয় কিছু জনপ্রতিনিধি মোটা টাকার বিনিময়ে হাটের সঙ্গে যুক্ত নয় এমন ব্যক্তিদের ঘর দিয়ে দিতে পারে। সেক্ষেত্রে যারা দীর্ঘদিন ধরে হাট করছেন। তারা বঞ্চিত হবে। এই আশঙ্কা থেকে শুক্রবার বিকেলে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের সামসি হাটোয়ারী ইউনিয়নের চাঁচল শাখার পক্ষ থেকে মহকুমা শাসকের কাছে একটি ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। তাদের দাবি এই ঘর যাতে নিয়ম মেনে হাটের ব্যবসায়ীরাই পায়। কোনভাবে যাতে অনিয়ম না হয়। যদি অনিয়ম হয় তারা হাট বন্ধ করে দেবেন। এই ডেপুটেশন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন হাট ওয়ারি ইউনিয়নের সভাপতি মানবেন্দ্র ব্যানার্জি, শ্রমিক সংগঠনের প্রাক্তন ব্লক সভাপতি দেবব্রত সিংহ সহ হাট ব্যবসায়ীরা। সাথে তাদের আরও একটি দাবি যারা হাট করে তারা সাপ্তাহিক কুড়ি টাকা করে দিত। কিন্তু বর্তমানে সরকারিভাবে নোটিশ জারি করা হয়েছে মাসিক ৬০০ টাকা করে দিতে হবে। এই সিদ্ধান্তও প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে তারা। মানবেন্দ্র ব্যানার্জি বলেন, আমরা যেটা শুনতে পাচ্ছি যে স্থানীয় কিছু নেতা। তারা এখানে টাকার খেলার চেষ্টা করছেন। এতদিন ধরে যারা হাট করছেন। তারা যদি ঘর না পায়। বা তাদের কাছে যদি টাকা চাওয়া হয়। সেটা তো মেনে নেওয়া যাবে না। হাটওয়ারী ইউনিয়নের সম্পাদক মোঃ শফিকুল আলম বলেন, আমরা জানতে পারছি একটা চক্রান্ত হচ্ছে। ডাক করে হাটের ঘর গুলো নিলাম করার। সেখানে স্থানীয় তৃণমূলেরই কিছু নেতা টাকার বিনিময়ে ঘর পাইয়ে দেওয়ার কথা বলছে। এর প্রতিবাদে আজ আমরা ডেপুটেশন দিলাম। মালদা জেলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি এটিএম রফিকুল হোসেন জানান, আমরা ব্যবসায়ীদের আশ্বস্ত করব এরকম কিছু হবে না। যারা হাট করেন তাদের স্বার্থ আগে। দুর্নীতির কোন বিষয় নেই। এসডিও সৌভিক মুখার্জি বলেন, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে। জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়ার আশ্বাস, যা হবে সব নিয়ম মেনে। নিয়ম বহির্ভূত কিছু হবে না।

ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়া চার দুস্কৃতী গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২১ সেপ্টেম্বর ঃ ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়া চার দুস্কৃতীকে গ্রেফতার করেছে শিলিগুড়ির প্রধাননগর থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম হল শিব বর্মণ, খোকন মহন্ত, রাকেশ শাহ ও মিঠুন খটিক। পুলিশ সূত্রে খবর, শুক্রবার গভীর রাতে পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দাগাপুর চা বাগান এলাকায় অভিযান চালিয়ে চার দুস্কৃতীকে গ্রেফতার করে। দুস্কৃতীদের তল্লাশি চালিয়ে তাদের কাছ থেকে বেশ কয়েকটি ধারালো অস্ত্র উদ্ধার করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জানতে পারে, তারা প্রধাননগর থানা এলাকায় ডাকাতি বা ডাকাতির পরিকল্পনা করছিল। প্রধান নগর থানা পুলিশ চার দুস্কৃতীকে গ্রেফতার করে তদন্ত শুরু করেছে।

কোলাঘাটে জলবন্দী মানুষের সঙ্গে দেখা করলেন কুণাল ঘোষ

দুরন্তবার্তা, কোলাঘাট, ২১ সেপ্টেম্বর ঃ পুর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাটের দেঁড়িয়াচক এলাকায় জলবন্দী এলাকা ঘুরে দেখলেন কুণাল ঘোষ এবং দেবাংশু ভট্টাচার্য্য। বন্যার জল ঢুকে প্লাবিত করেছে কোলাঘাটের দেঁড়িয়াচক এলাকা, প্রায় হাঁটু সমান জল সর্বত্রই। কিছুদিন আগেই পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়ার মঙ্গলদারি এলাকায় এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার কোলাঘাটে এলেন কুণাল ঘোষ এবং দেবাংশু ভট্টাচার্য্য। কোলাঘাটের বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে দুর্গতদের পাশে এসে দাঁড়ালেন কুণাল ঘোষ। এলাকাবাসীর সাথে তাদের অসুবিধার কথা শোনেন তাদের সাথে কথা বলেন। দাঁড়িয়েচক হাই স্কুলে ত্রাণ শিবির থেকে ত্রাণ বন্টন করেন তিনি। তবে কুণাল বাবু চলে যাওয়ার পর ক্ষোভ উগরে দেন এলাকার মানুষজন।

নবম শ্রেণির ছাত্র 'খুনে' উঠে এলো হাড়হিম করা তথ্য

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২১ সেপ্টেম্বর ঃ প্রাইভেট পড়তে গিয়ে নিখোঁজ ছাত্রের মরদেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য। বাড়ি থেকে এক কিলোমিটার দূরে মাঠের মধ্যে উদ্ধার নবম শ্রেণির ছাত্রের মৃতদেহ। সেই ঘটনায় ২ নাবালককেই গ্রেফতার করেছে পুলিস। নবম ও দশম শ্রেণির ২ ছাত্রকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিস জানাতে পেরেছে, মোবাইলে ফ্রি ফায়ার গেম-এর পাসওয়ার্ড নিয়ে বচসা হয়। আর সেই কারণেই দুই বন্ধ মিলে মারধর করে প্রীতম বিশ্বাস নামে ওই ছাত্রকে। তাতেই মৃত্যু হয় ওই ছাত্রের। এই ঘটনায় পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে নিহত ছাত্রের বন্ধুবান্ধবদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে শুরু করে পুলিস। জিজ্ঞাসাবাদেই মেলে সূত্র। খুনের ঘটনায় মোটিভ জানতে পারে পুলিস। ব্রেক থ্রু করে পুলিস। গ্রেফতার করে নিহত ছাত্রেরই বন্ধু অপর ২ নাবালককে। ডাক্তারি পরীক্ষার পর শনিবার ধৃতদের আদালতে পেশ করা হয়। স্থানীয় সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার প্রাইভেট পড়তে যাওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বেরোয় নবম শ্রেণির ছাত্র প্রীতম বিশ্বাস। প্রাইভেট পড়ে সে আর বাড়িতে ফেরেনি। দীর্ঘ খোঁজাখুঁজির পর স্থানীয় নাকাশিপাড়া থানায় মৌখিকভাবে মিসিং-এর অভিযোগ জানায় পরিবার প্রথমে। এরপর শুক্রবার সকালে নাকাশিপাড়া থানার দোপপাড়ার একটি স্কুলের মাঠের মধ্যে তার দেহ দেখতে পান স্থানীয় লোকজন। সঙ্গে সঙ্গেই খবর দেওয়া হলে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নাকাশিপাড়া থানার পুলিস। পুলিস পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে। পরিবার সূত্রে জানা যায়, নিহত ছাত্রের মোবাইল ফোনে গেম খেলার প্রচন্ড নেশা ছিল। মোবাইল সংক্রান্ত কোনও কারণেই এই খুন বলে মনে করে পরিবার। সেইমতো পুলিসে অভিযোগও দায়ের করে। পুলিস সূত্রে জানা যায়, মৃত ছাত্রের সঙ্গে থাকা মোবাইল ফোনটির কোনও হদিশ পাওয়া যায়নি দেহ উদ্ধারের সময়। পরিবার দাবি করে, এটা পরিকল্পনা মাফিক খুন। অভিযোগের ভিত্তিতে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করে নাকাশিপাড়া থানার পুলিস। ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ব্রেক থ্রু পুলিসের।

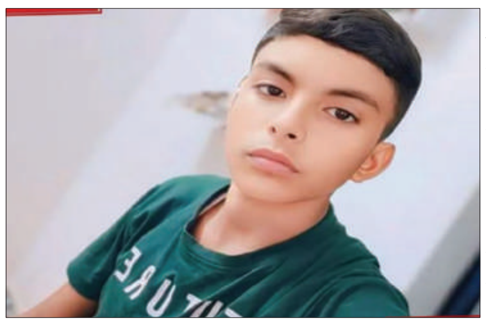

টানাটানির সংসারে মণ্ডপে হাতের কাজ করে নতুন আশার আলো দেখছেন মহিলারা

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ২১ সেপ্টেম্বর ঃ মা আসতে বেশি দিন বাকি নেই, আমাদের নিত্যদিনের রুটিন ছেড়ে বেরিয়ে উৎসবের জোয়ারে গা ভাসাই। নতুন নতুন জামাকাপ। পরে ঠাকুর দেখা হোক বা বিভিন্ন রকমের খাবার চেখে দেখা এসব না করলে পুজো ঠিক জমে না। নিজেদের পুজোর খরচা হাত খরচা তুলতে উদ্যোগী বালুরঘাটের একদল মহিলা। পুজোর সময় মানেই প্রতিটা পরিবারের অল্পবিস্তর খরচ বাড়ে। সকলেরই কমবেশি হাত খরচ দরকার পড়ে। এই বাড়তি খরচার সামলানোর মুখে রাস্তা পেয়েছেন বালুরঘাটের অন্ততপক্ষে ২০০ জন মহিলা। তারা প্যান্ডেলের নানারকম নকশা তৈরির কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন বিগত প্রায় চার মাস ধরে। পূজার আগে মন্ডপ শয্যার এই কাজে থেকে মাসে কেউ পাঁচ হাজার কেউ সাত হাজার টাকা কেউবা ১০ হাজার টাকা ইনকাম করছেন। এতে সংসারে যেমন বাড়তি উপার্জন হচ্ছে তেমনি পুজোর আগে হাত খরচা ও জমে যাচ্ছে তাঁদের। তবে শুধু পুজোর মরশুমে নয় সারা বছরই কম-বেশি প্যান্ডেল সাজানোর কাজে সুযোগ পান বালুরঘাটের বেশকিছু গৃহবধূ থেকে শুরু করে স্কুল ছাত্রী। বাড়ির সমস্ত দরকারি কাজ, পড়াশোনা সেরে বাড়তি সময় নষ্ট না করে সেই সময়ে মন্ডপ সজ্জার কাজে নিজেদের নিয়োজিত করে উপার্জনের পথ পেয়েছেন বালুরঘাটের বেশ কিছু গৃহবধূ থেকে শুরু করে কলেজ পড়ুয়া। বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ সেই তেরো পর্বের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজা। পুজার মরসুম মানেই সংসারে একটু বাড়তি অর্থের প্রয়োজন। সে তার নিজের পোশাকের জন্যই হোক বা প্রিয়জনকে উপহার দেওয়া কিংবা পুজোর রাত জেগে প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে ঠাকুর দেখা সব ক্ষেত্রেই টাকা দরকার।। আর এই বাড়তি অর্থ উপার্জনের জন্য পূজোর আগে বালুরঘাট শহরসহ পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে মহিলাদের উপার্জনের অন্যতম রাস্তাই হচ্ছে বিভিন্ন দুর্গাপূজার মন্ডপ সজ্জার জন্য জিনিসপত্র তৈরির কাজে নিযুক্ত হওয়া। বড় পুজা মন্ডপ গুলির ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন বা বাইরের দেওয়ালে সজ্জার জন্য পুতি, ফলের বীজ, কাঁচের টুকরো, বিভিন্ন ধরনের শুকনো পাতা, মশলা এছাড়াও কখনো কখনো প্লাস্টিকের টুকরো, থার্মোকল দিয়ে সাজানোর কাজ হয়। আর এই ধরনের কাজে নিয়োগ করা হয় মহিলাদের। বড় ডেকোরেটর ব্যবসায়ীরা তাদের গোডাউনে প্যান্ডেলের চাহিদা মত এই কাজ শুরু করেন পূজার চার পাঁচ মাস আগে থেকেই। এবং সারা বছরই কমবেশি রক্ষণাবেক্ষণ করার কাজেও মহিলাদের ব্যবহার করা হয়। তবে পূজার সময় এই কাজ তাঁরা অন্ততপক্ষে পাঁচ মাস করতে পারেন। কখনো ঘন্টা ভিত্তিক চুক্তিতে কখনো বা হাজিরার চুক্তিতে টাকা দিয়ে থাকেন মন্ডপ ব্যবসায়ীরা। বালুরঘাট শহরের ব্রিজকালি, উত্তামশা, সাহেব কাছাড়ি, পাওয়ার হাউস সর্বত্রই বড় ডেকোরেটর ব্যবসায়ীদের ঘরে এবং গোডাউনে এখন তিল ধারণের জায়গা নেই। সর্বত্রই ব্যস্ততা তুঙ্গে। ঘন্টাভিত্তিক কাজের ক্ষেত্রে প্রতি ঘন্টায়, আবার কখনো হাজিরা চুক্তিতে ৮ ঘন্টা কাজের জন্য আড়াইশো থেকে তিনশো টাকা করে দিয়ে থাকেন ডেকোরেটর ব্যবসায়ীরা। তাতে প্রতিদিন গড়ে আড়াই থেকে তিনশো টাকা উপার্জন করতে পারেন মহিলারা। মাসের শেষে সব মিলিয়ে উপার্জনটা কখনোই পাঁচ হাজারের নিচে নয়। কেউ কলেজের ক্লাস শেষ করে, কেউবা বাড়ির কাজ শেষ করে ছেলেমেয়েকে স্কুলে দিয়ে বাড়তি সময়টা নষ্ট না করে এই ডেকোরেশনের কাজ শুরু করেন। এতে যা ইনকাম হয় তা দিয়ে পুজোর হাত খরচা অনায়াসে চলে যায়। কেউবা সাহায্য করেন তার পরিবারকে। শিল্পীদের বক্তব্য এই সমস্ত কাজ করে একদিকে বাড়তি উপার্জন এর পাশাপাশি নিজেদের তৈরি জিনিসগুলো দিয়ে পুজোর প্যান্ডেল তৈরি হয়। তাদের তৈরি করা জিনিস আর দশটা মানুষ যখন দেখে নিজেদের একটু অন্যরকম লাগে বলে তারা মনে করেন। এক ডেকরেটর ব্যবসায়ী জানান, 'দুর্গা পুজো আসা মানেই উৎসবমুখর হয়ে পড়া। প্রতি বছর গড়ে সাত থেকে দশটি বড় মণ্ডপের কাজ করতে হয়। জেলার পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী জেলাতেও পুজো মন্ডপের কাজ হয়ে থাকে। মূলত এই সমস্ত পুজো মন্ডপ সাজানোর জিনিস তৈরি করতে বিশেষ করে মহিলাদেরকেই নিযুক্ত করা হয়ে থাকে । শুধুমাত্র পুজোর সময় নয় সারা বছরই এরা কাজ করে থাকে কম বেশি পুজোর সময় এই কাজের পরিমান বেড়ে যাবার জন্য বেশি লোক নিযুক্ত করা হয়ে থাকে। মহিলারা ঘরে বসে কাজ করেন এবং এই কাজ তাদের একটা বাড়তি উপার্জনের রাস্তাও করে দেয়।'

ডাঙ্গরআইদিঘির চারপাশে জবরদখল উচ্ছেদের নির্দেশ জারি

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২১ সেপ্টেম্বর ঃ হেরিটেজ দিঘির সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য এবার নড়েচড়ে বসেছে জেলা প্রশাসন। কোচবিহার সদর মহকুমা শাসক ডাঙ্গরআইদিঘির চারপাশে জবরদখল উচ্ছেদের নির্দেশ জারি করা হয়। জায়গা খালি করতে বাসিদাদের সাতদিন সময় দেওয়া হয়েছে। জেলা প্রশাসনের এমন নির্দেশে সমস্যায় দিঘিরপা। সংলগ্ন ১২টি পরিবার। তবে তাদের কাছে দখলের সরকারি কোনও অনুমতিপত্র থাকলে তা মহকুমা শাসকের দপ্তরে জমা করতে বলা হয়েছে। শুক্রবার দিঘিরপা। সংলগ্ন বাসিন্দারা বিষয়টি নিয়ে সদর মহকুমা শাসকের দপ্তরে যান। সদর মহকুমা শাসক কুণাল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ' দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের অধীনে থাকা সরকারি সম্পত্তি। সেখানে বিনা অনুমতিতে যারা দখল করে রয়েছে তাদের অবিলম্বে সেই জায়গা খালি করে দেওয়ার জন্য নোটিশ দেওয়া হয়েছে।' কোচবিহারে সরকারি জমি দখলের ঘটনা নতুন নয়। শহরের বিভিন্ন এলাকায় ফুটপাথ দখলের পাশাপাশি সাঁওতালদিঘি, চন্দনদিঘি, ডাঙ্গরআইদিঘি দখলের অভিযোগ উঠেছে। ডাঙ্গরআইদিঘির চারপাশ দখল করে কোথাও বাড়িঘর তৈরি হয়েছে, কোথাও আবার গজিয়ে উঠেছে দোকান। তবে কর্তৃপক্ষ কেন এতদিন এই বিষয়ে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। পুজোর সময় এমন নির্দেশে বাসিন্দাদের মধ্যে চিন্তা ছড়িয়েছে। ডাঙ্গরআইদিঘি সংলগ্ন এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে বসবাস তুহিনা রায়ের। তিনি বললেন, ' বিকেলে বাড়িতে এসে ওঁরা নোটিশ দিয়েছেন। আমরা দীর্ঘদিন ধরে এখানে রয়েছি। আমি মেয়েকে নিয়ে এখানে থাকি। বাড়ি ভেঙে ফেললে আমরা কোথায় যাব?' ওই এলাকার আরও দু'-একজন বাসিন্দার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁরা এবিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। শহরের প্রবীণ বাসিন্দা বলেন, 'যদি কেউ সরকারি জমি দখল করে থাকে, সরকারের এক্তিয়ার আছে সেই জমি দখলমুক্ত করার। কর্তৃপক্ষের আরও আগে এবিষয়ে নজর দেওয়া উচিত ছিল বলে আমার মনে হয়।' ডাঙ্গরআইদিঘি শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যে পড়ে। বিষয়টি নিয়ে বাসিন্দারা ওই এলাকার কাউন্সিলারের সঙ্গেও আলোচনা করেন। কাউন্সিলার চন্দনা মহন্ত বলেন, 'আমার কাছে এই নোটিশ এসেছে, তাঁরা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হবে।'

মদের আসরে বিবাদের জেরে যুবক খুন, গ্রেফতার তিন অভিযুক্ত

গন্ডাছড়া (ত্রিপুরা), ২১ সেপ্টেম্বর ঃ এক যুবককে খুনের অভিযোগে শনিবার উত্তপ্ত হয়ে উঠে ধলাই জেলার গন্ডাছড়া। নিহত যুবকের নাম জনাথন ব্রু ওরফে জন রিয়াং। অভিযোগ তাকে খুন করে ডম্বুরের নারকেল কুঞ্জের পাশে জলাশয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। পরে মৃতদেহ ভেসে উঠে। জানা গেছে ধলাই জেলার গঙ্গানগরের ১৩মাইল এলাকার এক পুলিশ কর্মী এবং এক যুবতীকে সঙ্গে নিয়ে গন্ডাছড়া মহকুমার উল্টাছড়া এডিসি ভিলেজের ব্রু সেটেলমেন্ট ক্যাম্পের জনাথন ব্রু ওরফে জন রিয়াং শুক্রবার আল্টো গাড়ী নিয়ে নারকেল কুঞ্জে বেড়াতে যান। শুক্রবার বিকাল তিনটা নাগাদ নারকেল কুঞ্জের একপাশে ডিউটিরত পুলিশের সামনেই মদের আসর বসায় তারা। মদের আসরেই কোন একটা বিষয় নিয়ে ব্রু সেটেলমেন্ট ক্যাম্পের যুবক জন রিয়াংয়ের সঙ্গে বাকবিতন্ডা শুরু হয়। উভয় পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি হয়। জন ছাড়া সকলে নারকেল কুঞ্জ ত্যাগ করে। গভীর রাতে নারকেল কুঞ্জের পাশের জলাশয় থেকে ভেসে উঠে জন এর মৃতদেহ। ঘটনাস্থলে ছুটে যায় রইস্যাবাড়ি থানার ওসি সহ পুলিশ বাহিনী। শনিবার দুপুর নাগাদ যুবকের মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হয় গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালের মর্গে। হাসপাতালে মৃতদেহ পৌঁছতেই সাময়িক উত্তেজনা দেখা দেয় মহকুমা সদরে। হাসপাতালে ছুটে আসেন বিধায়িকা নন্দিতা রিয়াং দেববর্মা। আসেন ধলাই জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার। ঘটনায় জড়িত তিনকে গ্রেপ্তার করেছে রইস্যাবাড়ি থানার পুলিশ।

টাকা দুর্নীতির অভিযোগ, 'বন্দি' সমবায় সমিতির ম্যানেজার, ছুটে এলেন বিডিও

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২১ সেপ্টেম্বর ঃ সমবায় সমিতির ম্যানেজারের বিরুদ্ধে কোটি কোটি টাকা দুর্নীতির অভিযোগ তুলে ম্যানেজার-সহ সমিতির কর্মীদের অফিসের মধ্যেই প্রায় ৩ ঘন্টা তালাবন্ধ করে রাখলেন স্থানীয় কৃষকরা। একইসঙ্গে সমবায় সমিতি লাগোয়া রাস্তা ৩ ঘন্টা ধরে অবরোধ করে বিক্ষোভও দেখান তাঁরা। প্রথমে পুলিশ অবরোধস্থলে গিয়ে অবরোধ তোলার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। পরে বিডিও গিয়ে তদন্তের আশ্বাস দিলে অবরোধ ওঠে। ঘটনা বাঁকুড়ার কোতুলপুর ব্লকের চোরকোলা রামডিহা আশ্বিনকোটা গ্রামসভা সমবায় সমিতির। অভিযুক্ত ম্যানেজার পাল্টা বিক্ষোভকারীদের দিকে আবার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন। বাঁকুড়ার কোতুলপুর ব্লকের চোরকোলা রামডিহা আশ্বিনকোটা গ্রামসভা সমবায় সমিতির বিরুদ্ধে এর আগেও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল। সম্প্রতি ফের একবার সেই অভিযোগ ওঠে। সরকার নির্ধারিত হারে কৃষকদের ছা। না দেওয়া, ভর্তুকি যুক্ত রাসায়নিক সার কৃষকদের না দিয়ে কালোবাজারে বিক্রি করা, সমবায় সমিতির নিজস্ব কৃষি যন্ত্রপাতি কৃষকদের ব্যবহারের সুযোগ না দেওয়ার মতো অভিযোগ উঠেছে। সর্বোপরি বিগত মরসুমে দেওয়া ঋণের তুলনায় ইচ্ছাকৃতভাবে কৃষকদের কম ঋণ দেওয়ার অভিযোগ ওঠে ওই সমবায় সমিতির ম্যানেজার শুভেন্দু দত্তর বিরুদ্ধে। তাতেই ক্ষোভ বাড়ছিল কৃষকদের মধ্যে। এদিন স্থানীয় কৃষকদের একাংশ ওই সমবায় সমিতির দফতরে অভিযানের ডাক দেন। শুভেন্দু দত্ত-সহ সমবায় সমিতির কর্মী ও আধিকারিকদের দফতরের মধ্যেই প্রায় ৩ ঘন্টা তালাবন্দি করে রাখেন। পাশাপাশি ঘটনার প্রকৃত তদন্তের দাবিতে পার্শ্ববর্তী জয়রামবাটি বাঁকাদহ রাজ্য সড়কও অবরোধ করে রাখেন তাঁরা। খবর পেয়ে কোতুলপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। তদন্তের আশ্বাস দিয়ে অবরোধ তোলার চেষ্টা করেন। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত নিজেদের অবস্থানেই অনড় থাকেন আন্দোলনকারী কৃষকেরা। শেষ পর্যন্ত ঘটনাস্থলে ছুটে আসতে হয় কোতুলপুরের বিডিওকে। বিডিও তদন্তের আশ্বাস দিলে অবশেষে ওঠে অবরোধ।

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, P.W.D, Dakshin Dinajpur Electrical Division Invites Short Notice Inviting Quotation for the work of "Repairing work of compound light with allied E.I. of Balurghat District Hospital in the District of Dakshin Dinajpur."
NIQ No: DDED/NIQ- 28 of 2024-25, Bid submission closing date (online): **25.09.2024 up to 14:30 Hrs. ,** Corrigendum if any will be published in website only.

**Sd/-
Executive Engineer, P.W.D
Dakshin Dinajpur Electrical Division**

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, P.W.D, Dakshin Dinajpur Electrical Division Invites Short Notice Inviting Quotation for the work of "Up gradation of compound illumination with allied cabling work in view of Safety and Security of GNM students of Balurghat Nursing Training School in the District of Dakshin Dinajpur."
NIQ No: DDED/NIQ- 29 of 2024-25, Bid submission closing date (online): **25.09.2024 up to 14:30 Hrs. ,** Corrigendum if any will be published in website only.

**Sd/-
Executive Engineer, P.W.D
Dakshin Dinajpur Electrical Division**

ULUBERIA MUNICIPALITY
TENDER NOTICE
Notice Inviting e-Quotation No.
WBMAD/UM/202/e-Tender/2024-25(2 nd Call), Dated: 21.09.2024,
(Purchase of Ambulance to Nari O Sishu Kalyan Kendra PO Khashkhamar Bauria & Purchase of disabled friendly Ambulance to be maintained and operated by Asha Bhawan centre under MPLADs of 26 Uluberia Municipality) Details are available in the **www.wbtender.gov.in.**
**Sd/- Executive Officer
Uluberia Municipality**

বংশীর ওই আন্দোলনকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য

দুরন্তবার্তা, ২১ সেপ্টেম্বর ঃ এবার উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে অবশিষ্ট ভারতের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার ডাক দিলেন দি গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন (জেসিপিএ)-এর নেতা বংশীবদন বর্মন। কোচবিহার শহরের রাসমেলা মাঠের জনসভা থেকে এমন ডাক দিয়েছেন তিনি। সেইসঙ্গে ঘোষণা করেছেন আগামী ৬ নভেম্বর তুফানগঞ্জের বারবিশার রামপুর এলাকায় সংগঠনের কর্মীরা আন্দোলনে বসবেন। সংগঠনের দীর্ঘদিনের যে দাবি, তা পূরণ না হওয়া পর্যন্ত ওই আন্দোলন চলবে বলে গ্রেটার নেতা দাবি করেছেন। দীর্ঘদিন পর আবার বংশীর ওই আন্দোলনকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। আন্দোলনের ঘোষণা নিয়ে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, ' আগেও বংশীবদন দিনহাটার প্রান্তিক বাজারে আন্দোলন করেছিলেন। প্রশাসন ব্যবস্থা নিয়েছিল। এবারও এধরনের আন্দোলন হলে প্রশাসন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। তবে আমরা বলব জনজীবনকে স্তব্ধ করে এ ধরনের অবাস্তব আন্দোলনের সঙ্গে না বুঝে যাতে প্ররোচনায় কেউ পা না মেলান।' ২০০৫ সালের ২০ সেপ্টেম্বর আন্দোলন করতে গিয়ে গ্রেটার কর্মী বিষাদু বর্মন ও চিত্ত রায় দুজন পুলিশের গুলিতে মারা যান। এরপর থেকে প্রতিবছর এই দিনটিকে শহিদ দিবস হিসাবে পালন করে আসছে জেসিপিএ। এদিন শহিদ দিবস উপলক্ষ্যে বড় জনসভার আয়োজন করেন গ্রেটার নেতা। সভায় বেশ কয়েক হাজার লোক হয়। ওই সভায় প্রায় ঘণ্টা দুয়েক ধরে বক্তব্য রাখেন বংশীবদন। ভাষণে আগাগোড়া তাঁদের দাবি পূরণে কারা কীভাবে বাধার সৃষ্টি করেছে এবং তাদের জনজাতির অধিকার ও সম্পত্তি কারা কীভাবে হরণ করে রেখেছে সেই বিষয় তুলে ধরেন। তাতে সিংহভাগ কেন্দ্রের সমালোচনা করেন তিনি। শেষে 'এগ্রিমেন্ট ' অনুযায়ী তাঁদের সংগঠনের দীর্ঘদিনের কোচবিহার-শ্রেণির যে রাজ্যের দাবি রয়েছে, তা পূরণে এবার চরম আন্দোলনের ডাক তিনি দেন। বংশীবদন বলেন, ' বারবিশার রামপুর এলাকা, যেটাকে আমরা বলি চিকেন নেক, ওখান দিয়ে রেল, গাড়ি সবকিছু যায়। গোটা উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে সংযুক্তিকরণ করে। আমাদের মাটির উপর দিয়েই সব যায়। সব যাওয়া বন্ধ করে দেব।' উপস্থিত কর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ' এটা করুন। ওরা বাধ্য হবে আপনাদের রাজ্য দিতে।' ওই চূড়ান্ত আন্দোলনের আগে উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই জনসভা করবেন বংশীবদন। তিনি বলেন, ' থেকে আমাদের বলেছে রাজ্য থেকে এনওসি নিয়ে আসতে। গত বছর বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন ১৯৫০ সালের আগে কোচবিহার রাজ্য ছিল। এছাড়া ভাষা নিয়েও তিনি ২০০টি রাজবংশী স্কুলের স্বীকৃতি দিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং রাজ্য তো এনওসি দিয়েই দিয়েছে।' বিজেপির জেলা সভাপতি বলেন, 'এটা করার অধিকার সবার রয়েছে।'

তিলোত্তমার বিচার চেয়ে আন্দোলন ভিক্ষুকদের

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২১ সেপ্টেম্বর ঃ তিলোত্তমার বিচার চেয়ে আন্দোলন। একদিকে, জুনিয়র ডাক্তাররা যেমন আন্দোলনে নামেন। তেমনই রাজ্যের সাধারণ মানুষও আন্দোলনে সামিল হন। তিলোত্তমার দ্রুত বিচার চেয়ে পথে নেমেছেন সাধারণ মানুষ। জলপাইগুড়িতে প্রতিবাদী আন্দোলন সংগঠিত করতে জলপাইগুড়ি নাগরিক সংসদও গঠন হয়েছে। আর তাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন সাধারণ মানুষই। এবার তিলোত্তমার বিচার চেয়ে নাগরিক সংসদকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন ভিক্ষুকরা। ভিক্ষের টাকায় যাঁদের দিন গুজরান হয়, তাঁরাও তিলোত্তমার বিচারের দাবিতে একজোট হলেন। যাতে অর্থের অভাবে নাগরিকদের আন্দোলন থেমে না যায়, তার জন্য দলবেঁধে আর্থিক সাহায্য করলেন জলপাইগুড়ি নাগরিক সংসদকে। এই ঘটনার সাক্ষী থাকল শহর জলপাইগুড়ি। জলপাইগুড়ি ডিবিসি রোড এলাকায় রয়েছে একটি বহু প্রাচীন শনি মন্দির। প্রতি শনিবার পুজো দিতে সকাল থেকে প্রচুর ভিড় হয়। তাই সেখানে জলপাইগুড়ি শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভিক্ষুকরা আসেন। এদিনও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এদিন সেখানে পুজো দিতে এসেছিলেন জলপাইগু। নাগরিক সংসদের সদস্য দীপা সরকার। পুজো শেষ করে তিনি ভিক্ষুকদের ভিক্ষা দিচ্ছিলেন।

খাওয়া- দাওয়া

মসুর ডালের ভুনা

উপকরণঃ মসুর ডাল আধা কাপ, পেঁয়াজ কুচি তিন টেবিল চামচ, রসুনকুচি এক টেবিল চামচ, আদা কুচি এক চা-চামচ, কাঁচামরিচ পাঁচ ছয়টি, লবণ স্বাদমতো, হলুদগুঁড়া আধা চা-চামচ, তেজপাতা একটি, ধনেপাতা কুচি দুই টেবিল চামচ, কাঁচামরিচ পাঁচ ছয়টি, সরিষার তেল দুই টেবিল চামচ, জল দেড় কাপ।

প্রণালিঃ ডাল ধুয়ে নিন। জল ঝরিয়ে কাঁচা মরিচ ও ধনেপাতা বাদে বাকি সব উপকরণ একসঙ্গে ভালো করে মেখে নিন। গরম জল দিয়ে চুলায় দিন। মাঝারি আঁচে রান্না করতে হবে। জল কমে এলে কাঁচা মরিচ, ধনেপাতা দিয়ে কিছুক্ষণ চুলায় রেখে নামিয়ে নিন।

হাতে মাখা শর্ষে ঢ্যাঁড়স

উপকরণঃ ঢ্যাঁড়স ২০০ গ্রাম, পেঁয়াজকুচি দুই টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো, শর্ষের তেল এক টেবিল চামচ, শর্ষে ২ চা চামচ, হলুদগুঁড়া সামান্য, কাঁচা মরিচ পাঁচ-ছয়টি, টমেটো কুচি এক টেবিল চামচ, লেবুর রস এক টেবিল চামচ।

প্রণালিঃ লেবুর রস বাদে বাকি সব উপকরণ একসঙ্গে মাখিয়ে নিন। অল্প জল দিয়ে চুলায় বসিয়ে দিন। জল কমে এলে চুলা থেকে নামিয়ে লেবুর রস দিয়ে পরিবেশন করুন।

পাউরুটি ফ্রিজে রাখেন, তাহলে এটি জেনে নিন

বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় খাবারগুলোর একটি পাউরুটি। সব জায়গায় জনপ্রিয়তার পাল্লায় রুটি ও পরোটার পরেই পাউরুটির অবস্থান। সকালের জলখাবার বা সন্ধ্যার স্ন্যাকসহাতের কাছে পাউরুটি থাকলে অনেক কিছুই করা যায়। বিশেষ করে শহুরে নাগরিক ব্যস্ততায় পাউরুটির বিকল্প পাওয়া মুশকিল। আপনি কি খেয়াল করেছেন, পাউরুটি যখন বেকারি বা দোকান থেকে কেনেন, তখন কিন্তু সেটি বাইরেই রাখা থাকে। অথচ ঘরে এসেই সেটি ঢুকে পড়ে ফ্রিজে। ফ্রিজ কি পাউরুটির 'বিশ্রাম নেওয়া'র জুতসই জায়গা? এককথায় এই প্রশ্নের উত্তর হলো, না। কেন না? জবাব দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের সাউথ ক্যারোলাইনার ক্লেমসন বিশ্ববিদ্যালয়ের 'এক্সটেনশনস ফুড প্রোগ্রামস অ্যান্ড সেফটি'র পরিচালক কিমবার্লে বেকার। তিনি জানান, ফ্রিজের নিম্ন তাপমাত্রায় পাউরুটি তার স্বাভাবিক আর্দ্রতা হারিয়ে ফেলে। ফলে একদিকে যেমন পাউরুটি শক্ত হয়ে যায়, অন্যদিকে এর স্বাদ আর পুষ্টিমানও কমে যায় বেশ খানিকটা। বাস্তবতা হলো ফ্রিজে আপনি যা-ই রাখেন না কেন, তা থেকে কিছুটা আর্দ্রতা বের হয়ে যায়। পাউরুটির ক্ষেত্রেও তাই ঘটে। নরম তুলতুলে পাউরুটি থেকে আর্দ্রতা বেরিয়ে গিয়ে তা হয়ে যায় খটখটে। অবশ্য আরও একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাপারও এখানে আছে, যাকে বলে 'রেট্রোগ্রেডেশন'। পাউরুটি তৈরিতে ময়দা বা আটা, জল ও সামান্য লবণের সঙ্গে ব্যবহৃত হয় ইস্ট। অনেকে আবার স্বাদ বাড়াতে সামান্য সয়াবিন তেল, ডিম বা দুধও মেশান। তবে ইস্ট লাগবেই। ইস্ট একধরনের এককোষী ছত্রাক। ময়দার খামিরে ইস্ট পাউডার মেশানোর ফলে এটি ফার্মেন্টেশন বা গাঁজন প্রক্রিয়ায় কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস তৈরি করে। এই কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের চাপে পাউরুটির দেয়ালে ফাঁকা ফাঁকা জায়গা তৈরি হয়। এ কারণেই কেক ফোলানোর জন্যও ইস্ট বা বেকিং পাউডারজাতীয় কিছু ব্যবহার করতে হয়। পাউরুটি ওভেন থেকে বের করার পর থেকেই ভেতরের আটা বা ময়দার স্টার্চের অণুগুলো ফোলা অবস্থা থেকে চুপসে গিয়ে আবার আগের অবস্থায় ফিরতে শুরু করে। তবে কখনোই তা পুরোপুরি আগের অবস্থায় ফিরতে পারে না। কেননা, ইতিমধ্যে সেটির রাসায়নিক গঠন অনেকটাই বদলে গিয়ে একটি ভিন্ন বস্তুতে পরিণত হয়েছে। তবে স্টার্চের অণুগুলো নিজেদের মধ্যে বিন্যস্ত হতে থাকে। পাউরুটি তৈরির পর এটা ঠান্ডা হওয়া শুরু করলেই এই প্রক্রিয়া শুরু হয়। ফলে এটি নেতিয়ে পড়তে শুরু করে। প্রাকৃতিকভাবেই এটি ঘটে। এ কারণে ধীরে ধীরে পাউরুটি হয়ে ওঠে শক্ত ও শুকনা। আর ফ্রিজে রাখলে পাউরুটির আর্দ্রতা কমে তা আরও দ্রুত স্বাভাবিকতা হারায়। তাই পাউরুটি কিনতে গেলে যদি দেখেন শক্ত হয়ে গেছে, তাহলে বুঝবেন সেটা বাসি। পাউরুটি কীভাবে সংরক্ষণ করবেন? পাউরুটি কেনার পর সবচেয়ে ভালো হলো টাটকা টাটকা খেয়ে ফেলা। কক্ষ তাপমাত্রায় এমনিতেই পাঁচ দিন পর্যন্ত টাটকা থাকে।

তবে গরম আর বর্ষাকালে বাতাসের সংস্পর্শে থাকলে এর চেয়ে কম সময়েই পাউরুটির ওপর ছত্রাক পড়তে পারে। সবুজ বা বাদামি এই ছত্রাকের নাম 'রাইজোপাস স্টলোনিফার'। এটি মারাত্মক বিষাক্ত না হলেও শরীরের জন্য ক্ষতিকর। পেটে ব্যথা, বমি বা ডায়রিয়া হতেই পারে। একবার পাউরুটির প্যাকেট খুলে ফেললে তারপর এটি সংরক্ষণ করা সহজ নয়। তাই যত দ্রুত সম্ভব খেয়ে ফেলতে হবে। কেননা, বাতাসের সংস্পর্শে এটা দ্রুত বাসি হয়ে যায়। 'এয়ার টাইট' অবস্থায় সংরক্ষণ করতে হবে। ফয়েল পেপার বা অন্যান্য র্যাপারে মুড়িয়ে ব্রেড বাক্সে রাখতে পারেন। পাউরুটি টাইট করে পেঁচিয়ে 'পেপার স্লিভ এয়ার টাইট প্যাকেজিং' করতে হবে। বাড়িতে বানালে বা লাইভ বেকারি থেকে কিনলে যদি সংরক্ষণ করে খেতে চান, তাহলে স্লাইস করবেন না। তাতে সহজে ভেতরে বাতাস ঢুকে বাসি হবে না।

ট্রেনে চড়ল দুই কাঠবিড়ালি

চলন্ত ট্রেনে হঠাৎ লাফিয়ে পড়ল দুটো কাঠবিড়ালি। রীতিমতো কামরার ভেতরও ঢুকে পড়ল। কাঠবিড়ালি দুটোকে ট্রেন থেকে নামাতে বিভিন্ন কৌশল খাটিয়েও কাজ হলো না। অবশেষে ট্রেনের যাত্রাই বাতিল করতে হলো কর্তৃপক্ষকে। গত সোমবার যুক্তরাজ্যের রিডিং থেকে গ্যাটউইকগামী একটি ট্রেনে ঘটেছে এই ব্যতিক্রম ঘটনা। গ্রেট ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে কোম্পানির অধীন পরিচালিত ওই ট্রেন স্থানীয় সময় সকাল ৮টা ৫৪ মিনিটে রিডিং থেকে যাত্রা করেছিল। গমশল এলাকায় পৌঁছানোর পর চলন্ত ট্রেনটিতে লাফিয়ে পড়ে কাঠবিড়ালিগুলো। এরপর শুরু করে কামরার ভেতর ছোটাছুটি। এগুলোকে দেখে যাত্রীরাও অন্য কামরায় যেতে হুড়োহুড়ি শুরু করেন। একপর্যায়ে যাত্রীরা ট্রেনে কাঠবিড়ালি দুটোর ছোটাছুটি করার কথা জানান রেলকর্মীদের। কর্মীরা তখন নানা কায়দায় কাঠবিড়ালি দুটোকে ট্রেন থেকে নামানোর চেষ্টা করতে থাকেন। শুরুতে কাঠবিড়ালিগুলোকে খাবারের লোভ দেখিয়ে ট্রেন থেকে নামানোর কৌশল নেন তাঁরা। তাতে কাজ হয়নি। এরপর তাঁরা ঝাড়ু দিয়ে জোর করে কাঠবিড়ালিগুলোকে নামানোর চেষ্টা করেন। এ চেষ্টাও ব্যর্থ হয়।

সিটি পুলিশের উদ্যোগে পুজো গাইড ম্যাপেরও আনুষ্ঠানিক প্রকাশ

কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বরঃ আসন্ন শারদোৎসব উপলক্ষে হাওড়া সিটি পুলিশের উদ্যোগে সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হলো হাওড়ায়। এর পাশাপাশি এদিন পুজো গাইড ম্যাপেরও আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করা হয়। শনিবার বিকেলে হাওড়ার শরৎ সদনে ওই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যান পালন দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ রায়, হাওড়ার সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, হাওড়ার জেলাশাসক ড.পি দীপাপ প্রিয়া, বিধায়ক গৌতম চৌধুরী, কল্যাণ ঘোষ, ডা.রাণা চট্টোপাধ্যায়, প্রিয়া পাল, হাওড়ার মুখ্য পুর প্রশাসক ডা.সুজয় চক্রবর্তী, পুর কমিশনার বন্দনা পোখরিওয়াল, হাওড়া সিটি পুলিশ কমিশনার প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী, যুগ্ম কমিশনার কে শবরী রাজকুমার, বেলুড় মঠের মহারাজ স্বামী মুক্তেশানন্দ মহারাজ সহ সিটি পুলিশের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। এদিনের অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন দমকল, দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, সিইএসসি, পিডব্লুউডি, ডব্লুউবিএসইডিসিএল এর আধিকারিকরাও। উপস্থিত ছিলেন হাওড়া সিটি পুলিশ এলাকার বিভিন্ন পুজো কমিটির উদ্যোক্তারাও। এদিন সিটি পুলিশের যুগ্ম কমিশনার কে শবরী রাজকুমার জানান, হাওড়া সিটি পুলিশ এলাকায় গত বছর সরকার অনুমোদিত ১,৩৭৭টি পুজো হয়েছিল। এবারও পুজো উপলক্ষে শহরে পর্যাপ্ত পুলিশি নিরাপত্তা থাকবে। ১২ অক্টোবর দশমী থেকে ১৪ অক্টোবর দ্বাদশী পর্যন্ত এই তিনদিন গঙ্গায় প্রতিমা নিরঞ্জন করতে হবে। ১৪ অক্টোবর হবে পুজো কার্নিভাল। শহরের বড়ো পুজো মন্ডপগুলোর সামনে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকছে। এছাড়াও পুজোর অনলাইন অনুমতি নেওয়া শুরু হয়েছে। এবারও পুজোর গেট হবে এল আকৃতির। এবারও পর্যাপ্ত সিসিটিভি লাগানো হবে। বিসর্জনের সময় ঘাটে থাকবে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা। প্রত্যেক প্যান্ডেলে অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা রাখতে হবে। প্রবেশ পথের তুলনায় বাহির পথ বড় রাখতে হবে। মন্ডপ হবে খোলামেলা ওপেন স্পেসের। এবারও বড়ো মণ্ডপগুলি পুলিশ আধিকারিকরা পরিদর্শন করবেন। পুজোর আগে থেকেই প্রি-পূজা অ্যান্টি ক্রাইম ড্রাইভ দেওয়া হচ্ছে। পুজোর সময় অ্যান্টি ক্রাইম টিম রাস্তায় নজরদারি চালাবে। এবারও গতবারের মতো হাওড়া সিটি পুলিশের পূজা গাইড অ্যাপ চালু থাকবে।

১০০ এবং ১১২ ডায়াল করে সরাসরি হাওড়া সিটি পুলিশকে যে কোনও অভিযোগ জানানো যাবে। মহিলাদের নিরাপত্তায় নারী শক্তি অ্যাপ এবং পিঙ্ক মোবাইল এবার চালু করা হয়েছে। পুজোয় রাস্তায় থাকবে মহিলা পুলিশের উইনার্স টিমও। এদিনের অনুষ্ঠানে ডিসি ট্রাফিক সুজাতা কুমারী বীণাপানি বলেন, পুজোর সময় হাওড়া শহরে মালবাহী গাড়ি চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে। এদিন হাওড়ার পুলিশ কমিশনার প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী বলেন, পুজো উপলক্ষে সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। ব্ল্যাক জেনারেটর এবং ডিজে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রাত ১০টা থেকে ভোর ৬টা পর্যন্ত লাউড স্পিকার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, এদিনের অনুষ্ঠান থেকে বেশ কিছু পুজো কমিটির হাতে রাজ্য সরকারের পুজো অনুদানের ৮৫ হাজার টাকার চেক প্রদান করা হয়।

রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভার্চুয়াল এর মাধ্যমে গত ১২ই মার্চ ২০২৪ কাকদ্বীপ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে সিটি স্ক্যান এবং ডায়ালিসিস পরিষেবা শুভ উদ্বোধন করেছিলেন। শনিবার সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশে কাকদ্বীপ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ডায়ালিসিস রোগী পরিষেবার শুভ আরম্ভ করা হলো।

ট্রাম্পকে 'ভণ্ড' বলেছেন কমলা

রিপাবলিকান পার্টির প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং তাঁর দল গর্ভপাত নিয়ে 'ভণ্ডামি' করছেন বলে অভিযোগ কমলা হ্যারিসের। ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী কমলা গতকাল শুক্রবার এভাবেই তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীকে নির্বাচনী সমাবেশে আক্রমণ করেছেন। আগামী ৫ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনে দুই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী কমলা ও ট্রাম্পের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আভাস পাওয়া যাচ্ছে।জর্জিয়ার আটলান্টায় শুক্রবার নির্বাচনী সমাবেশ করেন কমলা। সমাবেশটিতে মূলত নারী সমর্থকেরা উপস্থিত ছিলেন।জর্জিয়ায় সম্প্রতি গর্ভধারণসংক্রান্ত জটিলতায় দুজন নারীর মৃত্যু হয়। তাঁদের মৃত্যু র জন্য ট্রাম্পকে দায়ী করেন কমলা। যুক্তরাষ্ট্রের যেসব অঙ্গরাজ্যে গর্ভপাত নিষিদ্ধ, জর্জিয়া তার একটি। সমাবেশে কমলা বলেন, '...এই ভণ্ডরা এমনভাবে কথা বলতে চান যে এটার মধ্যে (গর্ভপাত ইস্যু) নারী ও শিশুদের সেবার সর্বোত্তম স্বার্থ রয়েছে। তিনি আরও বলেন, ভালো কথা, যখন আমেরিকার নারী ও শিশুদের সেবাযত্ন নিয়ে কথা বলার সময় আসে, তখন আপনারা কোথায় ছিলেন, কোথায় ছিলেন আপনারা? কত বড় সাহস তাদের।'দুই মাস আগে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়ালে সামনে চলে আসেন কমলা। পরে ডেমোক্রেটিক পার্টি থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর প্রার্থিতা ঘোষণা করা হয়। নির্বাচনী প্রচারণার শুরু থেকেই কমলা গর্ভপাত প্রসঙ্গটি গুরুত্বের সঙ্গে নিয়ে বারবার এ বিষয়ে কথা বলেছেন। তিনি এর নাম দিয়েছেন 'ট্রাম্প গর্ভপাত নিষেধাজ্ঞা'।যুক্তরাষ্ট্রে অন্তত ২০টি অঙ্গরাজ্যে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে গর্ভপাত নিষিদ্ধ। জর্জিয়ায় গর্ভধারণের ছয় সপ্তাহ পেরিয়ে গেলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আইনে গর্ভপাত নিষিদ্ধ।প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ জর্জিয়া থেকে দোদুল্যমান রাজ্য উইসকনসিনে যান কমলা। সেখানে শুক্রবার রাতে ম্যাডিসনে এক নির্বাচনী সমাবেশে কমলা পুনরায় একই প্রসঙ্গে কথা বলেন। সেখানে তিনি গর্ভপাত নিষিদ্ধ আইনকে 'অমানবিক' বলে বর্ণনা করেন।কমলা বলেন, 'এটা একটি স্বাস্থ্যসেবাসংকট, এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প এর কারিগর।'এদিন দুটি নির্বাচনী সমাবেশেই কমলা আম্বার নিকোল থরম্যানকে নিয়ে কথা বলেন।

২৮ বছর বয়সী এক সন্তানের জননী থরম্যান গর্ভপাত করাতে গর্ভপাতের ওষুধ খাওয়ার পর গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর শরীরে বিরল এক জটিলতা দেখা দেয় এবং অস্ত্রোপচার করার সময় তিনি মারা যান। ২০২২ সালে ওই ঘটনা ঘটে।আটলান্টায় কমলা বলেন, 'আমরা এটা নিশ্চিত করব যে আম্বারের নাম শুধু একটি সংখ্যা হিসেবে স্মরণে রাখা হবে না।'জনপ্রিয় টেলিভিশন উপস্থাপক অপরাহ্ উইনফ্রে আটলান্টা সমাবেশের আয়োজন করেছিলেন। সমাবেশে যোগ দেওয়ার এক দিন আগে কমলা থরম্যানের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন।আগাম ভোটকমলা যখন সমাবেশে কথা বলছিলেন, তখন ভার্জিনিয়া, মিনেসোটা এবং সাউথ ডাকোটায় আগাম ভোট গ্রহণ শুরু হয়ে গেছে।

গোমতী নগর স্টেশনে 'এক পেদ মা কে নাম' থিমে বৃক্ষরোপণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন

গোরখপুর, ২১ সেপ্টেম্বরঃ উত্তর পূর্ব রেলে স্বচ্ছ ভারত মিশনের ১০ তম বার্ষিকী উপলক্ষে, স্বচ্ছতা হি সেবা (স্বচ্ছতা হি সেবা) (এসএইচএস) থিমের উপর স্বচ্ছতা হাই সেবা (-২০২৪) প্রচারাভিযানের অধীনে। -২০২৪) থিমে স্বচ্ছতা হি সেবা (স্বচ্ছতা হি সেবা) (-২০২৪) ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে।

মন্ডলে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। স্বচ্ছতা হি সেবা-২০২৪ অভিযানের অধীনে, বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার লখনউ শ্রী আদিত্য কুমারের নির্দেশনায় লখনউ বিভাগের বিভিন্ন স্টেশন এবং স্থানে পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালিত হয়েছিল। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজারলখনউ গোমতী নগর স্টেশন থেকে ওয়াকথন উদ্বোধন করেন এবং পরিচ্ছন্নতার শপথ গ্রহণ করেন, যেখানে সমস্ত শাখা কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন। এই উপলক্ষে গোমতী নগর স্টেশনে 'এক পেদ মা কে নাম' থিমে বৃক্ষরোপণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সিনিয়র ডিভিশনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারফ্রেট এবং লখনউ দ্বারা লেখা স্বচ্ছতা হি সেবা কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল এবং বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, পরিচ্ছন্নতা র্যালি এবং স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। এই অভিযানের অধীনে, বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজারবারাণসী শ্রী বিনীত কুমার শ্রীবাস্তবের নির্দেশনায়, বারাণসী বিভাগের সমস্ত ১১০টি স্টেশনে স্বচ্ছতা হাই সেবা অভিযানের অধীনে এক পেদ মা নামে চারা রোপণ করা হয়েছিল এবং এই বার্তাটি জাগ্রত করার সময় দেওয়া হয়েছিল। জনসাধারণকে বলা হয়েছিল যে তাদের চারপাশের ফাঁকা জায়গায় মায়ের নামে একটি গাছ লাগাতে হবে, যাতে তারা ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রা এবং জলবায়ু পরিবর্তন রোধে অবদান রাখতে পারে এবং একটি পরিষ্কার ও সুন্দর পরিবেশ দিতে পারে। ভবিষ্যতে তাদের সন্তানদের। এ উপলক্ষে সেলফি পয়েন্ট, পরিচ্ছন্নতা অভিযান, পরিচ্ছন্নতা র্যালির আয়োজন করা হয় এবং যাত্রীদের শুধু ডাস্টবিনে আবর্জনা ফেলতে উদ্বুদ্ধ করা হয়। স্বচ্ছতা হাই সেবা-২০২৪ ক্যাম্পেইনের আওতায় বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার ইজ্জতনগর মিসেস রেখা যাদবের নির্দেশনায় ইজ্জতনগর বিভাগে বাইকেথন, মেগা শ্রমদান, পরিচ্ছন্নতা অঙ্গীকার ও পরিচ্ছন্নতা র্যালির আয়োজন করা হয়। এ উপলক্ষে বিদ্যালয়ের শিশুদের দ্বারা রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় এবং শিশুদের নিবিড় পরিচ্ছন্নতা ও পিপিই সম্পর্কে সচেতন করা হয়। কিট বিতরণ করা হয়।

২৩.৫০ কোটি টাকারও অধিক মূল্যের নিষিদ্ধ চোরাই সামগ্রী উদ্ধার করল উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সুরক্ষা বাহিনী, আটক ২৮৩ জন

মালিগাঁও, ২১ সেপ্টেম্বরঃ ট্রেনে নিষিদ্ধচোরাই সামগ্রী বহন করার বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রাখার সময় উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) ২০২৪-এর ১ থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ে ২৬.৪৮ লক্ষ টাকারও অধিক মূল্যের নিষিদ্ধ সামগ্রী উদ্ধার করে।

এই সময়সীমার মধ্যে আরপিএফ নিষিদ্ধচোরাই সামগ্রী বহন করার কাজে জড়িত থাকার অভিযোগে নয় জন ব্যক্তিকে আটকও করে। ০২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের একটি ঘটনায় লামডিঙের আরপিএফ ও জিআরপি যৌথভাবে লামডিং রেলওয়ে স্টেশনে ট্রেন নং ০১৬৬৬ (আগরতলা-রানি কমলাপতি) স্পেশালে তল্লাশি চালানোর সময় তারা ৩.৯৪ লক্ষ (আনুমানিক) টাকা মূল্যের ১৯.৭ গ্রাম ব্রাউন সুগার এবং ১.৮১ লক্ষ (আনুমানিক) টাকা মূল্যের ১৮.১০ কেজি গাঁজা সহ চার জন ব্যক্তিকে আটক করে। পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য উদ্ধারকৃত সামগ্রী সহ ধৃত ব্যক্তিদের ওসিজিআরপিলামডিঙের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এন. এফ. রেলওয়ের আরপিএফ ২০২৪-এর জানুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত সময়ে ২৩.৫০ কোটি টাকারও অধিক মূল্যের নিষিদ্ধচোরাই সামগ্রী উদ্ধার করে। এই সময়ে নিষিদ্ধচোরাই সামগ্রী অবৈধভাবে বহন করার জন্য ২৮৩ জন সরবরাহকারীকেও আটক করেছে আরপিএফ।

লেবাননে ইসরায়েলের হামলা

ফিলিস্তিনের গাজায় চলমান যুদ্ধের মধ্যেই তীব্রতর হচ্ছে ইসরায়েল ও লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর মধ্যে সংঘর্ষ। লেবাননজুড়ে ইলেকট্রনিক ডিভাইসে বিস্ফোরণের ঘটনার পর ইসরায়েলকে 'সাজা' দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন হিজবুল্লাহ নেতা হাসান নাসরুল্লাহ। এ হুমকির দিনই গোষ্ঠীটির ওপর সাম্প্রতিক সময়ের সবচেয়ে বড় হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। এতে যেকোনো সময় মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে চরম সংঘাত ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।গত বছরের অক্টোবরে গাজা যুদ্ধ শুরুর পর থেকে নিয়মিত পাল্টাপাল্টি হামলা চালিয়ে যাচ্ছিল ইসরায়েল ও হিজবুল্লাহ। এরই মধ্যে গত মঙ্গল ও বুধবার লেবাননজুড়ে পেজার (যোগাযোগ যন্ত্র), ওয়াকিটকিসহ বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ডিভাইসে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এতে হিজবুল্লাহ সদস্যসহ ৩৭ জন নিহত হন। আহত হন তিন হাজারের বেশি মানুষ। এরপর গত বৃহস্পতিবার হাসান নাসরুল্লাহ বলেন, ডিভাইসে বিস্ফোরণের ঘটনার মধ্য দিয়ে সব চরম সীমা অতিক্রম করেছে ইসরায়েল। এর সাজা দেওয়া হবে।এদিকে বৃহস্পতিবারেই হিজবুল্লাহর প্রায় ১০০টি রকেট উৎক্ষেপণ ব্যবস্থায় নতুন করে হামলা চালানোর কথা জানিয়েছে ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী। হামলার বিষয়টি নিশ্চিত করে লেবাননের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা ন্যাশনাল নিউজ এজেন্সি জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে দেশটির দক্ষিণাঞ্চলে অন্তত ৫২টি হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। এর আগে উত্তর ইসরায়েলে দেশটির সামরিক স্থাপনাগুলোয় অন্তত ১৭টি হামলা চালানোর কথা জানায় হিজবুল্লাহ।লেবাননের নিরাপত্তাসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সূত্র জানিয়েছে, ইসরায়েলের হামলায় দেশটিতে চারজন আহত হয়েছেন। তবে তাঁদের মধ্যে কেউ হিজবুল্লাহ সদস্য কি না, তা তাৎক্ষণিকভাবে স্পষ্ট করা হয়নি। এদিকে গতকাল শুক্রবারও দক্ষিণ লেবাননের অন্তত তিনটি গ্রামে হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। হিজবুল্লাহ পরিচালিত আলমানার টেলিভিশনে সম্প্রচারিত ভিডিওতে দেখা গেছে, গতকালের একটি হামলার পর ঘটনাস্থল থেকে ধোঁয়া উঠছে।জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনীর উদ্বেগএর আগে ২০০৬ সালে ইসরায়েল ও ইরানপন্থী হিজবুল্লাহর মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল। এরপর গত এক বছর ধরে চলা দুই পক্ষের এ সংঘাতকে সবচেয়ে ভয়াবহ বলা হচ্ছে। এর মধ্যে বৃহস্পতিবারে ইসরায়েলের হামলাকে সবচেয়ে তীব্র বলা হচ্ছে। এ দিনই ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্ট বলেছেন, তাঁরা হিজবুল্লাহর বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালিয়ে যাবেন।ইসরায়েল ও হিজবুল্লাহর মধ্যে চলমান এ সংঘাত নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে লেবাননে নিযুক্ত জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনী (ইউএনআইএফআইএল)। গতকাল সকালে তারা বলেছে, আগের ১২ ঘণ্টায় লেবাননইসরায়েল সীমান্ত ও সংঘাতপূর্ণ এলাকাগুলোয় 'তীব্র লড়াই' দেখা গেছে।ইউএনআইএফআইএলের মুখপাত্র আন্দ্রেয়া তেনেন্তি রয়টার্সকে বলেছেন, 'ব্লু লাইন ঘিরে সংঘাত বৃদ্ধি পাওয়ায় আমরা উদ্বিগ্ন। এমন পরিস্থিতিতে সংঘাত কমাতে আমরা সব পক্ষের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।' ইসরায়েল ও লেবাননের মধ্যকার সীমান্তকে 'ব্লু লাইন' বলা হয়।

Name Change

I,UJIR SEKH,SON OF NUR MAHAMMAD,RESIDING AT JAGANNATHPUR MAJHERPARA, RAMKRISHNA PALLY, PO-SONARPUR,PS-NARENDRAPUR, SOUTH24PARGANAS - 700150,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS UJIR ALI SEKH,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/09/2024.THAT UJIR SEKH AND UJIR ALI SEKH BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,ZOYEB HUSENIBHAI MAHOWWALA(OLD NAME),SON LATE HUSENI BHAI,RESIDING AT 81/B,CHITTARANJAN AVENUE, PO & PS -BOWBAZAR,KOLKATA-700072, WEST BENGAL.HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ZOYEB HUSSAINIBHAI MAHUWALA (NEW NAME),VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/12/2021.THAT ZOYEB HUSENIBHAI MAHOWWALA AND ZOYEB HUSSAINIBHAI MAHUWALA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I BACCHI DEVI,W/O SREE BHAGWAN SHARMA, R/O JELIAPARA,PANCHANANTALA KHARDA,PS-KHARDA, NORTH 24 PARGANAS,700117,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BUCHI DEBI SHARMA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/09/2024, THAT BACCHI DEVI AND BUCHI DEBI SHARMA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I,KHOKON DAS AND KHOKAN DAS(OLD NAME),SON OF LATE BHUBAN MOHAN DAS,RESIDING AT ARBINDA PALLY,KALIBARI ROAD,DIST-NORTH 24 PARGANAS,PIN-700124,WEST BENGAL.HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KHOKON KUMAR DAS (NEW NAME),VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/12/2021.THAT KHOKON DAS AND KHOKAN DAS AND KHOKON KUMAR DAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Amit Kumar Maheshaka (old name) S/O Nand Kishore Mahesheka, residing at P-81, Block-A, Bangur Avenue, South Dumdum, P.S.- Lake Town, North 24 Pgs, Pin- 700055, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Amit Mahesheka (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 19/09/2024. Amit Mahesheka (new name) and Amit Kumar Maheshaka (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Amit Subodh Kumar Mehta (old name) S/O Subodh Uttamlal Mehta, residing at FLAT 6A, 6TH FLR. 2/8B Sarat Bose Road, Lansdowne Manor, P.S.- Ballygunge, Pin- 700020, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Amit Subodh Mehta (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 20/09/2024. Amit Subodh Mehta (new name) and Amit Subodh Kumar Mehta (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Sruti Maskara (old name) W/O Amit Mahesheka, residing at P-81, Block-A, Bangur Avenue, South Dumdum, P.S.- Lake Town, North 24 Pgs, Pin- 700055, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Shruti Mahesheka (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 19/09/2024. Shruti Mahesheka (new name) and Sruti Maskara (old name) both are same and identical person.

Name Change

I,SANJIDA KHAN,WIFE OF GHAYASUDFIN KHAN, RESIDING AT 3B,BENGALI SHAH WARSI LANE,PO - KHIDDIRPORE, KOLKATA -700023, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANJIDA KHATOON, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/09/2024. THAT SANJIDA KHAN AND SANJIDA KHATOON BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I OMAR FARUK MANDAL MY NAME HAS BEEN WRONGLY WRITTEN MY VOTER CARD, BIRTH CERTIFICATE AS OMAR FARUK MONDAL AFFIDAVIT BY JUDICIAL MAGISTRATE RANAGHAT COURT ON 10-09-24. I OMAR FARUK MANDAL AND OMAR FARUK MONDAL IS SAME PERSON R/O VILL+PO ULASI, P.S. HANSKHALI, DIST-NADIA, MY ACTUAL NAME IS OMAR FARUK MANDAL.

Name Change

I KAMAL CHANDRA ADHIKARI,SON OF SAILENDRA NATH ADHIKARI, RESIDING AT CHAKCHANDINAGAR,PO-CHAKCHANDIPUR, HOOGHLY - 712403, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KAMAL ADHIKARI,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/09/2024.THAT KAMAL CHANDRA ADHIKARI AND KAMAL ADHIKARI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Hare Krishna Das Gurupita Baman Maharaj Das, resident of Manipur Ghat Road, P.O. & P.S. Nabadwip, Dist. Nadia, WB. do hereby solemnly affirm & declaring my father's actual name Baman Maharaj Das instead of Bishnu Pada Mandal which is wrongly recorded in my Passport No.M1115157, vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class, Nabadwip, Nadia on 19.09.2024. Hare Krishna Das Gurupita Baman Maharaj Das and Hare Krishna Das S/o Bishnupada Mandal are the same and one identical person.

Name Change

I,NIKHAT ASLAM, WIFE OF SHARFARAZ NAWAZ, RESIDING AT 42/H/8, JANNAGAR ROAD, PO-CIRCUS AVENUE, KOLKATA - 700017,WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NIKHAT NAWAZ,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/09/2024.THAT NIKHAT ASLAM AND NIKHAT NAWAZ BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, BIDHAN KUMAR BALA MY NAME HAS BEEN WRONGLY RECORDED MY SON BINAMRA BALA HIS VOTER CARD MY NAME AS BIDHAN BALA AFFIDAVIT BY NOTARY PUBLIC KRISHNAGAR ON 6/9/24. I BIDHAN KUMAR BALA AND BIDHAN BALA IS SAME PERSON R/O VILL-PURBA HARINDANGA, PO-CHUPRIA, PS-HANSKHALI, DIST. NADIA. MY ACTUAL NAME IS BIDHAN KUMAR BALA.

Name Change

I, HOSHEIN MONDAL, SON OF SULTAN MONDAL, RESIDING AT WEST BERABARI, RAJARHAT GOPALPUR, NORTH 24 PARGANAS - 700136,WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS HOSEN MANDAL,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/09/2024.THAT HOSHEIN MONDAL AND HOSEN MANDAL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

নাম পরিবর্তন

আমি, Ashoke Adhikary (পুরাতন নাম) পিতা Saradindusekhar Adhikari, ঠিকানা- 1152 Kalikapur , 202/A Purbalok, 10th Street, Kolkata- 700099, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 20.09.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Ashoke Kumar Adhikary (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Ashoke Kumar Adhikary (নতুন নাম) এবং Ashoke Adhikary (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, KABERI CHAKRABORTY, D/O. KALYAN CHAKRABORTY, Residing at 1ST FLOOR, FLAT-1B, 9/28, BIJOYGARH, PO & PS-JADAVPUR, KOLKATA 700032,do hereby inform that my ex husband BHASKAR CHAKRABARTY, now I remarried after divorce (order dated 13.02.2023) and my new husband name is SAHEB PAUL vide affidavit sworn before the 1st Class J.M. Kolkata and vide marriage certificate as on 12.03.2023.

নাম পরিবর্তন

আমি Rana Mondal (পুরাতন নাম) পিতা Shyampada Biswas Vill.- Maheshchandrapur, P.O.- Hingnara, P.S.- Chakldaha, Dist.- Nadia, W.B., Pin-741223 নোটারি পাবলিক, কল্যাণী, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ Dated 31-08-2024 এর Affidavit no. 87 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Rana Mandal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Rana Mandal (নতুন নাম) ও Rana Mondal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I,MD ASIF IQUBAL, SON OF MD H KADIR, RESIDING AT MANNAT APARTMENT, FLAT NO - 4B & C, MONDALGHANTI, KHAIKHALI, PO-AIRPORT,PS-BAGUIATI, NORTH 24 PARGANAS - 700052, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD ASIF IQUEBAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT ON 20/09/2024.THAT MD ASIF IQUBAL AND MD ASIF IQUEBAL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I SUDHANGSHU MONDAL,S/O TARANI MANDAL,R/O 129/3,NETAJI SUBHAS ROAD,BEHALA,BEHALA S.O,KOLKATA-700034,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUDHANGSHU MANDAL,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/09/2024,THAT SUDHANGSHU MONDAL AND SUDHANGSHU MANDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SRINA MANDAL, S/O SUDHANGSHU MANDAL, R/O 129/3,NETAJI SUBHAS ROAD, BEHALA,BEHALA S.O, KOLKATA-700034,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SRINA MONDAL,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/09/2024,THAT SRINA MANDAL AND SRINA MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I JAHANARA BEGUM,W/O AKBAR ALI LASKAR,R/O Y-2/117/1, SATGHARA ROAD, PO-BADARTALA,PS-NADIAL, 700044, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JAHANARA BIBI LASKAR,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/09/2024,THAT JAHANARA BEGUM AND JAHANARA BIBI LASKAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

চন্দ্রকোনার জাড়া জমিদার বাড়ির দুর্গাপুজো এবছর ২২৫ তম বর্ষে পদার্পণ করতে চলেছে, চলছে পুজো প্রস্তুতি

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২১ সেপ্টেম্বর ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার চন্দ্রকোনা ১ ব্লকের জাড়া গ্রামের জমিদার বাড়ির রায়বাবুদের পরিবার বর্ধিষ্ণু পরিবার হিসাবে আজও পরিচিত। রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মহানায়ক উত্তমকুমারের স্মৃতি বিজড়িত জাড়ার জমিদার বাড়ি। রাজা রামমোহন রায়ের বন্ধু ছিল জমিদার রাজীবলোচন রায়। তাই জাড়া গ্রামে যাতায়াত ছিল রাজা রামমোহন রায়ের। তেমনই জাড়া জমিদার বাড়ির সাথে সখ্যতা ছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের। জমিদার পরিবারের আমন্ত্রণে জাড়া স্কুলের স্থাপনা করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, তৎকালীন সময়ে জমিদার বাড়িতে বেশ কয়েকবার এসেছিলেন বিদ্যাসাগর এমনই দাবি বর্তমান জাড়া জমিদার বাড়ির পরিবারের সদস্যদের। এমনকি জাড়া জমিদার বাড়িতে মহানায়ক উত্তমকুমার তার 'অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি' ছবির শুটিং করেছিলেন, যা 'অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি' ছবিতে একটি গানের মাধ্যমে উল্লেখ রয়েছে। সেই গানটি হল, 'কি করে বললি জগা জাড়ার গোলক বৃন্দাবন, যেখানে বামুন রাজা চাষী প্রজা, চারিদিকে তার বাঁশের বন।' এই জাড়ার জমিদার বাড়িতে কবি গানের আসর বসতো। বিখ্যাত কবিয়াল ভোলা ময়রা নাকি এই গান বেঁধে ছিলেন যা 'অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি' ছবিতেও তুলে ধরা হয়। এমনই স্মৃতি বিজড়িত জাড়া জমিদার বাড়ির দুর্গা পুজোও হত মহাসমারোহে। জমিদার বাড়িতে দুর্গা পুজোর পাশাপাশি কালী, বিষ্ণুদেবতা, শিব সহ একাধিক দেবদেবীর মুর্তি ও মন্দির রয়েছে, এখনও তিন বেলা ভোগ চড়িয়ে নিত্যসেবা করা হয়। ১১৫৫ বঙ্গাব্দে (১৭৪৮ খ্রীস্টাব্দ) জাড়া জমিদার বাড়ির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রাম গোপাল রায়। পরবর্তী সময়ে তার ছেলে রাজা রাজীবলোচন রায় বর্ধমান রাজার থেকে 'রাজা' উপাধি পেয়েছিলেন তারপর থেকে জমিদারি আরও বিস্তারলাভ করে এবং তিনিই জমিদার বাড়িতে দুর্গা পুজোর সূচনা করেছিলেন। তৎকালীন সময়ে পুজোতে বহু মনীষী আমন্ত্রিত হিসাবে আসতেন বলে জানান জমিদার বাড়ির বর্তমান সদস্যরা। আগে পুজোর সময় কবি গানের আসর, যাত্রাপালা, নঙ্গর খানা চলতো পুজোর ৬-৭ দিন, পাশাপাশি ১০-১৫ টি গ্রামের মানুষ ভিড় জমাতো পুজোয়, চলতো নরনারায়ণ সেবা। রুপোর পালকিতে করে গ্রামের একটি পুকুরে শোভাযাত্রা করে নবপত্রিকা স্নান হত। বর্তমানে জমিদারিত্ব নেই তবে রয়ে গেছে জমিদার বাড়ির বিশাল প্রাসাদ, যা এখন ভগ্নপ্রায়, আগাছায় ঢাকা। জমিদার বাড়ির ২১ টি পরিবার এখনও বসবাস করেন কিন্তু তাদের অধিকাংশই এখন কর্মসূত্রে ভিন রাজ্য বা ভিন দেশে। তবে পুজোর সময় অনেকেই হাজির হয় জমিদার বাড়ির দুর্গা পুজোয়। এবছর জাড়া জমিদার বাড়ির দুর্গা পুজো আনুমানিক ২২৫ তম বর্ষে পদার্পন করবে। পুজোয় আগের মতো জৌলুস না থাকলেও আগের মতোই সমস্ত রীতিনীতি মেনেই পুজোর আয়োজন হয়ে থাকে। বৈষ্ণব মতে জমিদার বাড়িতে দুর্গা পুজো হওয়ায় কোনও বলি হয় না। তবে নবপত্রিকা স্নান শোভাযাত্রা করে যাওয়া হয় এবং বিসর্জনের দিন পরিবারের সকল সদস্য মিলে বিসাদের সুরে গান গেয়ে মাকে নিয়ে যাওয়া হয় গ্রামের পুকুরে বিসর্জনের জন্য। জমিদার বাড়িতে পুজোর দিনগুলিতে মায়ের জন্য ভোগ রান্না থেকে নাড়ু তৈরি একমাত্র অগ্রাধিকার পায় পরিবারের মহিলারাই। দুরদুরান্তের গ্রামের বহু মানুষ ভিড় জমায় পুজো কদিন,তাদের জন্য খিচুড়ি প্রসাদের আয়োজন থাকে। এছাড়াও নরনারায়ণ সেবারও ব্যাবস্থা করা হয় পুজোয়। পুজোর হাতে আর কটাদিন তাই এখন থেকেই জাড়া জমিদার বাড়িতে প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গেছে জোরকদমে। বাইরে থেকে প্রতিমা আনা হয় না জমিদার বাড়িতে। জমিদার দালান বাড়িতেই বংশপরম্পরা মৃৎশিল্পী দিয়ে একই মেটে তৈরি হয় দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গনেশ। প্রতিমা তৈরির কাজও চলছে জোরকদমে। পুজোর আগে সেজে উঠছে চন্দ্রকোনার স্মৃতি বিজড়িত জাড়া গ্রামের জমিদার বাড়ি।

অনুব্রতর জামিন, খুশির হাওয়া বীরভূমে, চলছে উৎসবের আমেজ

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২১ সেপ্টেম্বর ঃ এবার ইডির মামলায় জামিন পেলেন তৃণমূলের বীরভূম জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল। দলের জেলা

সভাপতির জামিনের খবরে উচ্ছ্বসিত দলীয় কর্মী সমর্থকেরা। জেলাপরিষদের সভাধিপতি কাজল সেখ দলীয় কর্মীদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করলেন। যদিও আইনের উপর আস্থা রেখেছে বিরোধী দল বিজেপি। ২০২২ সালের ১১ আগস্ট বোলপুরের বাড়ি থেকে সিবিআই গ্রেফতার করে অনুব্রত মণ্ডলকে। পরে ইডিও হেফাজতে নেয়। দীর্ঘ দুবছরের বেশি সময় ধরে জেলে থাকার পর মুক্তি পেলেন অনুব্রত মণ্ডল। লোকসভা নির্বাচনের আগে বীরভূমের তারাপীঠ থানার কড়কড়িয়ায় জনসভায় এসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন ভোটের পরেই ছাড়া পাবেন অনুব্রত মণ্ডল। এরপর অনুব্রতর মুক্তি কামনায় জেলা জুড়ে পুজো, যজ্ঞ হয়েছিল। ১৪ সেপ্টেম্বর মুরারইয়ে হনুমান মন্দিরে যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন জেলা পরিষদের সদস্য প্রদীপ ভকত। সেদিনই তাঁরা জানিয়েছিলেন এবার জামিন পাবেন অনুব্রত। তাদের কামনা পূরণ হল বলে দাবি করেছেন প্রদীপ ভকত। অনুব্রতর জামিন পাওয়ার খবর আসতেই মুরারইয়ে আবির খেলেন দলীয় কর্মী সমর্থকেরা। বিলি করা হয় লাড্ডু। প্রদীপ ভকত বলেন, ঈশ্বর সঠিক বিচার করেছেন। অহেতুক আমাদের নেতাকে তিহার জেলে বঃিদ করে রাখা হয়েছিল। আমরা এতদিনে বিচার পেলাম। বিজেপির জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা বলেন, আইন আইনের পথে চলবে। এখনও হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট রয়েছে। বিচারের প্রতি আমাদের আস্থা রয়েছে। তৃণমূলের রামপুরহাট শহর সভাপতি সৈয়দ সিরাজ জিম্মি বলেন, ইডি, সিবিআই বিজেপির তোতা পাখির মতো কাজ করে গেছে। বিচারের প্রতি আমাদের আস্থা রয়েছে। আমরা খুশি।

সাপের কামড়ে মৃত্যু পড়ুয়ার, শোকের ছায়া

দুরন্ত বার্তা, সবং, ২১ সেপ্টেম্বর ঃ সাপের কামড়ে মৃত্যু হল এক স্কুল ছাত্রের। তাঁর নাম কার্তিক মুর্মু (১৭)। ঘটনাটি ঘটেছে সবংয়ের বসন্তপুর ঝাড়েশ্বর বাণিভবন হাই স্কুলে। প্রধান শিক্ষক বরুণ সাহু বলেন, শুক্রবার রাতে স্কুলের হোস্টেলে ঘুমন্ত অবস্থায় ওই ছাত্রের কানে সাপে ছোবল মারে। ভোরবেলা বিষয়টি জানাজানি হলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে সবং গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর পাঠানো হয় মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। শনিবার সকালে সেখানে তার মৃত্যু হয়।

ব্রডগেজ ট্র্যাকের রক্ষণাবেক্ষণ

ই-টেণ্ডার নোটিস সংখ্যা. এলএমজি/ইএনজিজি/১৪৬ অফ ২০২৪ তারিখঃ ১৯-০৯-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নামঃ** এডিইএন/করিমগঞ্জ জংশন অধিক্ষেত্রের অধীনে (এসএসই/পি-ওয়ে/করিমগঞ্জ জংশন এবং এসএসই/পিওয়ে/ধর্মনগর) ট্যাম্পিং এবং পরবর্তী ট্যাম্পিং কাজের সময়ে প্রি ট্যাম্পিঙের রূপায়ন, পাশের নর্দমাসমূহের পরিস্কারকরণ, আগাছা এবং ঝাড়ের অপসারণ, পুংখানুপুংখ মেরামত, কার্ভের স্লিউয়িং এবং পুনর্বিন্যাস, ডিসট্রেসিং, ক্ষয়রোধী পেইন্টিং, রেইল/প্যানেলের পুলিং ব্যাক, বক্সিং এবং প্রফাইলিং, লিফটিং এবং প্যাকিং সহিত ব্রডগেজ ট্র্যাকের রক্ষণাবেক্ষণ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ১,২৮,০২,৮১৫.৭৬/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,১৪,০০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ১৫-১০-২০২৪** তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খোলা যাবেঃ ১৬-১০-২০২৪** তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ আগামী **১৫-১০-২০২৪** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), লামডিং
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

স্বামীকে খুনের ঘটনায় স্ত্রী ও কন্যাকে যাবজ্জীবন সাজা ঘোষণা আদালতের

দুরন্ত বার্তা, রানাঘাট, ২১ সেপ্টেম্বর ঃ ২০১৫ সালের এক ব্যক্তিকে খুনের মামলায় শনিবার রায় দান করলো রানাঘাট আদালত। সেই রায় দানে মৃত ব্যক্তির স্ত্রী ও কন্যাকে দোষী সাব্যস্ত করে সাজা ঘোষণা করলো রানাঘাট আদালত। সূত্রের খবর, ২০১৫ সালের নভেম্বর মাসে ফুলিয়া মাঠপাড়া এলাকার বাসিন্দা সমর বসাক নামে এক ব্যক্তিকে তারই ঘর থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে তার পরিবারের সদস্যরা। পরে ওই ব্যক্তিকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করে। সেই ঘটনায় মৃত ব্যক্তির ভাই , থানায় সমর বসাকের স্ত্রী ও মেয়ের বিরুদ্ধে, পারিবারিক বিবাদের জেরে খুনের অভিযোগ দায়ের করে। সেই মামলায় ১৩ জন সাক্ষী কে সাক্ষদান করান মামলার তদন্তকারী ফুলিয়া ফাঁড়ির অফিসার কৌশিক বিশ্বাস। আর সেই সাক্ষদানের ভিত্তিতে ঘটনার প্রায় ৯ বছর এর মাথায় শুক্রবার ঘটনায় মূল অভিযুক্ত মৃত ব্যক্তির স্ত্রী ও মেয়েকে দোষী সাব্যস্ত করে রানাঘাট অতিরিক্ত জেলা দায়রা আদালতের বিচারক সৌমেন গুপ্ত। আর শনিবার সেই মামলায় দোষী দুই জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন বিচারক সৌমেন গুপ্ত। যদিও এই রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে যাওয়ার কথা বলেছেন আসামি পক্ষের আইনজীবী।

আরজিকর কাণ্ডের প্রতিবাদের শাস্তি, কলেজের ২ ছাত্রীকে ক্লাস থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২১ সেপ্টেম্বর ঃ আরজিকর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসক ধর্ষণ ও খুনের প্রতিবাদের শাস্তি? শুক্রবার ২ ছাত্রীকে ক্লাস থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে বাঁকুড়ার সারদামণি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক তথা রাজ্যের প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রতিমন্ত্রী শ্যামল সাঁতরার বিরুদ্ধে। পঞ্চম সেমিস্টারের প্রতিবাদী ওই দুই ছাত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে সোশাল মিডিয়ায় তোলপাড়। যদিও শ্যামলবাবু জানান,

গত কয়েকদিন ধরে এই দুজন একাধিক ছাত্রীর কাছে আন্দোলনের নামে বিভিন্ন চিরকূট ধরিয়ে টাকা তুলছিল। লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পরই দুই ছাত্রীকে ক্লাস থেকে বের করে দেওয়া হয় বলেই দাবি তাঁর। গত ৮ আগস্ট, নাইট শিফটে ছিলেন আরজিকর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসক নাইট শিফটে ছিলেন। পরদিন সেমিনার হলে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় সুবিচারের দাবিতে আন্দোলনে শামিল হন দুই ছাত্রী। অন্যান্য দিনের মতোই শুক্রবার ক্লাস শুরু হয়। অভিযোগ, তার পরই ওই দুজনকে ক্লাস থেকে বের করে দেন বিভাগীয় প্রধান তথা রাজ্যের প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রতিমন্ত্রী শ্যামল সাঁতরা। ওই কলেজের তিন ছাত্রী জানান, কলেজ কর্তৃপক্ষের তরফে অথচ এর আগে কোনভাবেই আন্দোলনে বাধা দেওয়া হয়নি। শ্যামলবাবুর এহেন সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সরব অনেকেই। তার ফলে দলেরও অস্বস্তি। এই প্রসঙ্গে তৃণমূলের বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরূপ চক্রবর্তী বলেন, এই বিষয়টি আমার জানা নেই। তাই না জেনে আমি কোন মন্তব্য করব না। তবে সিপিএমের জেলা সম্পাদক অজিত পতি ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন। অজিতবাবু বলেন, এভাবে মানুষের কণ্ঠরোধ করতে পারবে না তৃণমূল। ঘটনার নিন্দায় সরব বিজেপির বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সুনীল রুদ্র মণ্ডল। তাঁর বক্তব্য, শুধু ছাত্রী নয়, আগামী দিনে সমাজের সমস্ত মানুষের মুখ এভাবেই বন্ধ করতে চাইছে শাসকদল। তার বিরুদ্ধেই আমাদের এই প্রতিবাদ। যদিও নিজের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছেন শ্যামল সাঁতরা।

সামশেরগঞ্জে আবার ভাঙন, আতঙ্কিত স্থানীয়রা

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২১ সেপ্টেম্বর ঃ মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের নতুন শিবপুরে ফের ভাঙন শুরু হয়েছে। শুক্রবার গভীর রাতে আচমকাই ভাঙনের জেরে কয়েক মিটার চাষের জমি-সহ বেশ কিছু বড় লিচু গাছ গঙ্গায় তলিয়ে গিয়েছে। ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন আতঙ্কিত বাসিন্দারা। গভীর রাত পর্যন্ত চলে ভাঙন। ভাঙনের আতঙ্কে রীতিমতো তটস্থ এলাকাবাসী। প্রসঙ্গত, প্রায় মাস খানেক আগেই এই এলাকায় ভাঙনের জেরে অন্তত ১০টি পাকা বাড়ি নদী গর্ভে তলিয়ে গেছে। মাস খানেকের মধ্যে দ্বিতীয়বার ভাঙন দেখা দেওয়ায় রীতিমতো আতঙ্কে রয়েছেন এলাকাবাসী। এই দুঃসময়ে প্রশাসনের সহায়তা চাইছেন এলাকাবাসী।

১২৬ টি পুজো কমিটির হাতে পুজোর অনুদানের চেক প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত থানায়

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২১ সেপ্টেম্বর ঃ রাজ্য সরকারের দেওয়া দুর্গাপুজোর অনুদানের ৮৫০০০ টাকার চেক তুলে দেওয়া হলো পুজো কমিটি গুলির হাতে। এদিন নদীয়ার শান্তিপুর থানার এই চেক প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এদিন শান্তিপুর থানা এলাকার ১২৬ টি পুজো কমিটির হাতে এই চেক তুলে দেওয়া হয়। এই চেক প্রদান অনুষ্ঠানে শান্তিপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সুব্রত মালাকার সহ থানার একাধিক পুলিশ আধিকারিকরা, ছাড়াও ১২৬ টি পুজো কমিটির সদস্য সদস্যারা উপস্থিত ছিলেন। তবে মুখ্যমন্ত্রীর এই অনুদান পুজো কমিটি গুলির কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে দাবি করেন পুজো কমিটির সদস্যরা। তবে এই পুজোর অনুদান না পেলে তাঁদের অনেক অসুবিধা হবে বলেও জানান পুজো উদ্যোক্তারা। অন্যদিকে মহিলা সমিতির পূজা উদ্যোক্তারা জানাচ্ছেন, রাজ্য সরকারের এই অনুদান শুধু পুজোর ক্ষেত্রে নয় বিভিন্ন সামাজিক কর্মক্ষেত্রেও কাজে লাগাবেন, তারা আশাবাদী আগামী বছরগুলিতে আরো হয়তো অনুদানের আর্থিক সংখ্যা বাড়বে, একটা সময় পুজো কমিটি গুলি অর্থের অ ভাবে অনেক কিছুর সংকটে পড়তে হয়েছিল, কিন্তু রাজ্য সরকারের এই অনুদান পাওয়ার পর থেকে অনেকটাই সচ্ছল হয়েছে তারা।

লামডিং ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ এলএমজি/ইএনজিজি/১৪৫ অব ২০২৪ , তারিখঃ ১৮-০৯-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **ক্র. নং. ১। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** এডিইএন/আগরতলা (এসএসই/ পি.ওয়ে/ আম্বাসা এবং এসএসই/পি.ওয়ে/ জিরনিয়া) অধিক্ষেত্রের অধীনে বিজি ট্র্যাকের রক্ষণাবেক্ষণ সহ লিফ্‌টিং ও প্যাকিং, বক্সিং ও প্রোফিলিং, রেল/প্যানেলের পুলিং ব্যাক, অ্যান্টি-কোরোসিভ পেন্টিং, কার্ভ-এর ডিস্ট্রেসিং, স্লুইং ও রিঅ্যালাইনিং, ওভারহোলিং, আগাছা ও জঙ্গল সরানো, সাইড ড্রেন পরিষ্কার করা, টেম্পিং ও পোস্ট-টেম্পিং কাজের সময় প্রি-টেম্পিং করা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ১,২৯,৯৪,৮০৮.৩২ টাকা; বায়নার ধনঃ ২,১৫,০০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার** ১৫-১০-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **বন্ধ হবে** ও **খুলবে** ১৬-১০-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৫-১০-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম/ওয়ার্কস, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

কুলটিতে আবারও শ্যুট আউট, এলাকায় চাপা উত্তেজনা

দুরন্ত বার্তা, কুলটি, ২১ সেপ্টেম্বর ঃ কুলটি থানার চিনাকুড়িতে ফের শ্যুট আউট। চিনাকুড়ি বাজারের অদূরে সোদপুর কোলিয়ারি ৯,১০ নম্বর এলাকায় শুক্রবার রাতে কৃষ্ণা নুনিয়া নামে এক বাসিন্দাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে আসানসোল জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। পুলিশ এসে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। শুক্রবার রাতের শ্যুট আউটের ঘটনায় কুলটির চিনাকুড়ি জুড়ে চাপা আতঙ্ক রয়েছে। থমথমে এলাাকা। শনিবার সকালেও দেখা গেল ঘটনাস্থল ঘিরে রেখেছে পুলিশ। গুলিবিদ্ধ কৃষ্ণা নুনিয়াকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করেছে আসানসোল জেলা হাসপাতাল। বার বার টার্গেট করা হয়েছে। কিন্তু কোনওবারই দুষ্কৃতীদের গুলি সঠিক নিশানায় লাগেনি। এবারও তাই হল। শুক্রবার রাতে আসানসোলের কুলটি এলাকায় এইডস আক্রান্ত এক রোগীকে লক্ষ্য করে গুলিবৃষ্টি চলল। তবে এবারও বরাতজোরে বেঁচে গেলেন তিনি। হাতে, পেটে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় ভর্তি আসানসোল জেলা হাসপাতালে। ঘটনায় এখনও কাউকে গ্রেপ্তার করেনি পুলিশ। তবে পুলিশ সূত্রে খবর, আক্রান্ত ব্যক্তি অপরাধ জগতের। চুরি, ছিনতাইয়ের ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়ে আগে কয়েকবার জেলে গিয়েছিলেন। তাঁকে পর পর তিনবার খুনের টার্গেট করা হয়েছিল। জানা গেছে, আক্রান্ত ব্যক্তির নাম কৃষ্ণ নুনিয়া, বয়স ৪৫ বছর। এদিন রাতে তিনি চিনাকুড়ি এলাকা দিয়ে বাড়ি ফেরার সময়ে কয়েকটি বাইকে এসে দুষ্কৃতীরা ঘিরে ধরে। পর পর ৫ রাউন্ড গুলি চালানো হয় তাঁকে লক্ষ্য করে। হাতে, পেটে গুলি লেগে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। শুটআউটের এই ঘটনা ঘটেছে স্থানীয় প্রাক্তন বিধায়কের বাড়ি থেকে ঢিলছোঁড়া দূরত্বে। গুলির শব্দ শুনে সঙ্গে সঙ্গে আশপাশে থাকা লোকজন ছুটে আসেন। কুলটি থানার পুলিশও ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। কৃষ্ণকে উদ্ধার করে আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে বিশাল পুলিশ বাহিনী এলাকা ঘিরে ফেলে। পুলিশ সূত্রে খবর, আক্রান্ত কৃষ্ণার অপরাধ সংক্রান্ত রেকর্ড রয়েছে। আগে মোবাইল ছিনতাই, চুরির অভিযোগে বেশ কয়েকবার কারাবন্দি ছিলেন। তেমনই দুস্কৃতীদেরও টার্গেট হয়েছেন তিনবার। প্রতিবারই বেঁচে গেছেন। কিন্তু কে বা কারা তাকে এভাবে টার্গেট করছে, সেই বিষয়ে সন্দিহান পুলিশ। তবে কি নিজের অপরাধ গোষ্ঠীরই কেউ তাঁকে মারতে চাইছে নাকি এটা গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব? উত্তর খুঁজছে পুলিশ। এদিকে বার বার চিনাকুড়ি এলাকায় এভাবে শুটআউটের ঘটনায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে, নিরাপত্তাহীনতায় স্থানীয় বাসিন্দারা।

শহর নেশাগ্রস্তদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২১ সেপ্টেম্বর ঃ শহরে নেশাগ্রস্তদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ মেয়র, পুলিশি ভুমিকা নিয়ে ক্ষোভ। শনিবার ন টুক টু মেয়রে নাগরিকদের নানান ফোন নিতে নিতে মাষ্টার দা সূর্যসেন স্মৃতি রক্ষা কমিটির এক সদস্য ফোনে মেয়রকে জানান মাষ্টার দা সূর্যসেন এর মূর্তির চার পাশের রেলিং ভেঙে নিয়ে যাচ্ছে শহরের নেশাগ্রস্ত যুবকেরা। এই কথা শোনা মাত্র গৌতমবাবু জানান তাঁর এই বিষয়টি দৃষ্টি গোচরে রয়েছে। মেয়র জানান শহরে এতো নেশাগ্রস্তের সংখ্যা বেরেছে যার ফলস্বরূপ এই ঘটনাগুলো ঘটে চলেছে। তিনি শিলিগুড়ি ও প্রধাননগর থানাকে বারংবার জানিয়েছেন। কাজের কাজ এখন পর্যন্ত হয়নি, এছাড়াও তাঁর বক্তব্য এখন নেশার সামগ্রী ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেবেন।আর শহরের সৌন্দর্য্যের জন্য ঐ পার্কটিকে আবার সাজিয়ে তোলা হবে।

ঝিকড্ডার ভাংলালা ব্রিজে জল কমতেই স্বাভাবিক হলো যান চলাচল

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২১ সেপ্টেম্বর ঃ বেশ কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিপাতের জেরে কাতার ও কাঁদরের জলের চাপে ডুবে গেছিল ঝিকড্ডার ভাংলালা ব্রিজ, যার ফলে বেশ কয়েকদিন থেকে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল ময়ূরেশ্বর থানা এলাকার বিভিন্ন গ্রাম থেকে মল্লারপুরের দিকে যাওয়াত। তবে শুক্রবার মধ্যরাতে জল কমতেই আজ অর্থাৎ শনিবার সকাল থেকেই স্বাভাবিক হলো ওই ব্রিজ দিয়ে যান চলাচল। শনিবার সকাল ১১টা নাগাদ এমনই এক চিত্র ধরা পড়ে। মূলত খুব সহজেই কোটাসুর ও নারায়নঘাটি পার্শ্ববর্তী গ্রামের মানুষজন এই ব্রিজ হয়ে মল্লারপুর পৌঁছে যেতেন, তবে বেশ কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিপাতের পর ঝিকড্ডার কাছে কাতার ও কাঁদরের জল বেড়ে যাওয়ার কারণে ডুবে গেছিল ঝিকড্ডার ভাঙলালা ব্রিজ। ঠিক একইভাবে ডুবেছিল পার্শ্ববর্তী একাধিক চাষের জমি, যার ফলে সমস্যায় পড়েছিলেন ওই এলাকার মানুষজন সহ পার্শ্ববর্তী গ্রামেরও মানুষজন। তবে শুক্রবার মধ্যরাতে জল কমতেই শনিবার থেকে স্বাভাবিক হল ওই ব্রিজ দিয়ে যান চলাচল। মূলত কেষ্টনগর, সোঁজ, পাড়কাটা, মহুরাপুর, বান্ধহা, মিরপুর এই সমস্ত গ্রামের মানুষের এতদিন এক রকম যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল বলা যেতেই পারে।

ঘাটালে জল না বাড়লেও বিস্তীর্ণ এলাকা এখনও জলের তলায়

দুরন্ত বার্তা, ঘাটাল, ২১ সেপ্টেম্বর ঃ ঘাটালে জল না বাড়লেও বিস্তীর্ণ এলাকা এখনও জলের তলায়। বৃহস্পতিবার থেকে জল কমতে শুরু করেছে। মহকুমার সব নদীতে জলস্তর কমতে শুরু করেছে। বন্যা পরিস্থিতি বিভিন্ন প্রান্তিক এলাকায় অপরিবর্তিত। ঘাটালের বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শন করলেন রাজ্যের সেচ ও জল সম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী মানস রঞ্জন ভূঁইয়া। তিনি ঘাটালের দন্দিপুর এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি পরিদর্শন করে প্লাবিত এলাকার মানুষজনকে ত্রাণ বিতরণ করেন। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদের কৃষি কর্মাধ্যক্ষ। আশীষ হুদাইত, ঘাটালের এসডিও সুমন বিশ্বাস, বিডিও অভীক বিশ্বাস সহ বিভিন্ন আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিরা। তিনি মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিদের সাথে বৈঠক করেন। এদিকে বিভিন্ন বন্যা কবলিত এলাকায় ত্রান বিতরণ করেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা শাসক খুরশিদ আলি কাদেরি। ছিলেন ঘাটালের এসডিও সুমন বিশ্বাস সহ অন্যান্যরা। জেলার পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকার, ঘাটাল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অনিমেষ সিংহ রায় সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা ত্রাণ নিয়ে মনসুকা পর্যন্ত গিয়ে বন্যার্তদের ত্রান বিতরণ করেন। বৃহস্পতিবার থেকে জল কমতে শুরু করায়

ঘাটাল মেদিনীপুর বাস সড়কে বাস চলাচল শুরু হয়েছে। ঘাটাল ওয়ার্ডের মধ্যে ১২ টি ওয়ার্ড জলমগ্ন। মহকুমার বিভিন্ন প্লাবিত এলাকায় অনেকে ছাদের ওপরে ত্রিপল টাঙিয়ে বাসিন্দারা রয়েছেন। পানীয় জলের অভাব দেখা দিয়েছে। যদিও প্রশাসনের তরফে বিভিন্ন জায়গায় পানীয় জলের পাউচ পাঠানো হচ্ছে। ঘাটাল থানা, বিডিও অফিস পৌরসভা চত্বর জলের তলায়। শ্মশান ডুবে গেছে। ঘাটালের বিভিন্ন এলাকায় একতলা বাড়ি জলের তলায়। কেউ আছেন ছাদের উপর কেউ বা টিনের ছাউনির ওপরে।

PUBLIC NOTICE

This is to put the public at large upon notice that NAGARPRANTA COOPERATIVE SOCIETY is presently been represented by (1) Swapan Sur of C-9/3, Kalindi Housing Society, P.O- Kalindi, Kolkata-700089, (2) Sumita Sarkar of 472/B, Ashirbad Apartment, H.K.D Sarani, Kolkata-700074, (3) Ratan Chakraborty of F-8, Bonophool Abasan, Kolkata-700048, (4) Debopam Chakraborty of 83, N.S. Road, New Barrackpore, North 24 Parganas-700131,(5) Abhishek Nag of AJ-286, Sector-II, Salt Lake, Kolkata-700091 & (6) Ms. Luna Nag of 356/3, Khudiram Bose Sarani, P.O-Ghughudanga, Kolkata-700030 are engaged in unlawful , illegal & Penal Acts and conducts in dealing with the property situated at Plot no. AA-IIB/97, Action Area- II, Newtown, Kolkata-700161(herein said property). Legal Actions against the said persons are being taken.

Public at large are been noticed not to enter into any transaction and/or agreement & MOU with the said NAGARPRANTA COOPERATIVE SOCIETY and its said property at New Town and any person dealing and/or transacting with the said society or the said Property should be exposed to legal action at his/her/its own costs & peril.

Mr. Abir Mondal
(Advocate)

BERUGRAM GRAM PANCHAYAT
BOWAI : PURBA BARDHAMAN
Notice Inviting e-Tender No:- 08/BGP/15THFC(UNTIED)/2024-25, Dated-20/09/2024.

The Prodhan, BERUGRAM GRAM PANCHAYAT invites e-tender for total 2 (Two)Nos. similar works. At different places. Source of Fund: 15 th FC (Untied). Document download/ sale date from **20/09/2024 from 18.00 hrs. up to 28/09/2024 upto 18.00 hrs.** Bid submission starting from **20/09/2024 from 18.00 hrs. up to 28/09/2024 upto 18.00 hrs.** Bid Opening Date **01/10/2024 at 11.00 Hrs**. For details please contact at GP office and visit website **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Berugram Gram Panchayat

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, P.W.D, Dakshin Dinajpur Electrical Division Invites Short Notice Inviting Quotation for the work of "Electrical Installation work at different wards and modification of compound light at Gangarampur SDH, Dakshin Dinajpur, (Under Rattirer Sathi) , Project ID:- HF242523917S000." **NIQ No: DDED/NIQ- 27 of 2024-25,** Bid submission closing date(online): **25.09.2024 up to 14:30 Hrs.** , Corrigendum if any will be published in website only.

Sd/-
Executive Engineer, P.W.D
Dakshin Dinajpur Electrical Division

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, P.W.D, Dakshin Dinajpur Electrical Division Invites Short Notice Inviting Quotation for the work of "Supply & Erection of Mini High Mast Tower including allied works for illumination at Raiganj Govt. Medical College & Hospital, Raiganj in the district of Uttar Dinajpur, P.W.D (Rattierer Saathi) (Electrical Work) , Project ID:- HF242524158S000. " **NIQ No: DDED/NIQ- 26 of 2024-25,** Bid submission closing date (online): **25.09.2024 up to 14:30 Hrs.** , Corrigendum if any will be published in website only.

Sd/-
Executive Engineer, P.W.D
Dakshin Dinajpur Electrical Division

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, P.W.D, Dakshin Dinajpur Electrical Division Invites Short Notice Inviting Quotation for the work of "Supply and Erection of High Mast Tower including allied works for illumination at Raiganj Govt. Medical College and Hospital, Raiganj in the district of Uttar Dinajpur, P.W.D. (Rattierer Saathi) (Electrical Work) ,Project ID:- HF242523914S000. " **NIQ No: DDED/NIQ- 25 of 2024-25,** Bid submission closing date(online): **25.09.2024 up to 14:30 Hrs.** , Corrigendum if any will be published in website only.

Sd/-
Executive Engineer, P.W.D
Dakshin Dinajpur Electrical Division

Office of the
Onda-II Gram Panchayat
Patrahati, Makarkole, Onda, Bankura
Notice inviting e-Tender No-1) NIeT-07/2024-25(Tender ID-2024_ZPHD_754839)

Pradhan, Onda-II invites percentage rate e-Tender for 3 no(Three) works. Last date of documents download & bid submission in 21 th September 2024 at 6.30 p.m. for details please visit website : **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Onda-II Gram Panchayat

Office of the Pradhan
Rakhera –Bishpuria Gram Panchayat
Vill+ PO-Bishpuria, PS-Hura, Dist. Purulia,
e-mail id : rbishpuriagp@gmail.com
Notice of Inviting E-Tender

From Rakhera Bishpuria Gram Panchayat, Hura, Purulia Published the following **e-NIT-02/RBGP/2 nd call Dated-19/07/2024.** More Details **www.wbetender.gov.in.**

Sd/- Pradhan
Rakhera-Bishpuria Gram Panchayat.

কাটিহার ডিভিশনে সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ১৪-এএমসি-সিওএমপি-কেআইআর-২৪; তারিখ ঃ ১৯-০৯-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহবান করা হয়েছে। **কাজের নাম ঃ** ০২ বছরের জন্য কাটিহার ডিভিশনের কোচিং ডিপো কাটিহার, কিষাণগঞ্জ এবং নিউ জলপাইগুড়ি, আরওএইচ ডিপো নিউ জলপাইগুড়ি এবং ডিইএমইউ শেড শিলিগুড়িজংশন-এ স্থাপিত ১০টি এয়ার কম্প্রেসারের কম্প্রিহেনসিভ মেইনটেনেন্স কন্ট্রাক্ট (সিএমসি)। **টেন্ডার মূল্যঃ** ২৭,২২,১০০/-টাকা; **বিড সিকিউরিটি ঃ** ৫৪,৪০০/-টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় **১৫:০০** ঘণ্টায় এবং খোলা **১৪-১০-২০২৪ তারিখে ১৫:৩০** ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিএমই, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

OFFICE OF THE
CHARA PANCHLA GRAM PANCHAYAT
Vill:Chara Panchla, P.O.:Panchla, P.S. Panchla, Pin-711322
Date Extension Notice

This to inform you that the critical dates has been extended of total 20 nos. works vide Memo No.- 260/XV FC_Tied/Untied/CPGP/2024. Last date of submission of Bid has been extended up to 06.00 PM on 25.09.2024. Date of opening of Bid has been extended up to 27.09.2024 at 11.00 AM. Detail information available in website **https://wbtenders.gov.in** and at this GP Office during the working hours.

Sd/- Pradhan,
Chara Panchla Gram Panchayat,
Panchla, Howrah.

ULUBERIA MUNICIPALITY
CORRIGENDUM NOTICE
Notice Inviting e-Tender No.
WBMAD/UM/139/e-Tender/2024-25(2 nd Call), Dated: 05.09.2024,

Last date & time for submission of tender through online was on **21/09/2024 up to 11:00 A.M.** has been extended up to **28.09.2024, 11:00 A.M.** Bid opening date is **30.09.2024**. Other terms & condition will remain unchanged.

Sd/- Executive Officer
Uluberia Municipality

‘জাদেজাকে দেখে হিংসা হয়’, বাংলাদেশ টেস্টের মাঝেই অকপট অশ্বিন

২১ সেপ্টেম্বর ঃ জুটি বেঁধে শিকার করা, ক্রিকেটে কথাটা সাধারণত পেসারদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু রবিচন্দ্রন অশ্বিন ও রবীন্দ্র জাদেজা মিলে ক্রিকেট মাঠে নানা ভাবে সে কাজটা করে যান। কখনও ব্যাট হাতে, কখনও বল হাতে। চিপকে যেমন ভারতকে ব্যাটিং বিপর্যয় থেকে উদ্ধার করলেন তাঁরা দু'জন। ১৯৯ রানের মেগা পার্টনারশিপ গড়ে। যে পার্টনারশিপ ক্রমশ টেস্ট (ক্রেক্ক ক্ত ক্কক্স) থেকে দূরে হঠিয়ে দিচ্ছে বাংলাদেশকে। ১৪৪-৬ থেকে ভারত যে প্রথম ইনিংসে ৩৭৬ তুলল, তার নেপথ্যে অশ্বিন-জাদেজার ১৯৯ রানের পার্টনারশিপ। অশ্বিন করলেন ১১৩। জাদেজা করলেন ৮৬। এবং চিপক টেস্টে প্রয়োজনীয় ‘ কন্ট্রোল’ করার পর অশ্বিন বলে দিলেন যে, তিনি জাদেজাকে হিংসে করেন!’ অশ্বিনের কথায়, ‘সব সময়ই হিংসে করি আমি জাদেজাকে। কী ঈশ্বরপ্রদত্ত প্রতিভা ওর! কী অসামান্য ক্রিকেটার। নিজের ক্ষমতা দেখানোর সুযোগ করে নিয়েছে জাদেজা। মাঝে মাঝে ভাবি, জাদেজা হতে পারলে বেশ হত। তবে আমি নিজেকে নিয়েও খুশি,'' সাংবাদিক সম্মেলনে এসে বলে যান অশ্বিন। ‘আমি বলছি, জাদেজা অসামান্য ক্রিকেটার। ক্রিজের উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে ওকে ব্যাট করতে দেখে আমি শিখেছি, কী করে নিজের উন্নতি করা যায়।'' টিম ইন্ডিয়ার স্পিনার যোগ করেছেন, জাড্ডুর ব্যাটিং আমার জন্য অনুপ্রেরণা। ও যেভাবে নিজের ব্যাটিংটার উন্নতি করেছে, আর এখন ও ভীষণ ধারাবাহিক। দারুন পরিকল্পনা করে ব্যাটিং করে। আমার জন্য সত্যিই ও অনুপ্রেরণা। অশ্বিন বলছেন, জাদেজা সত্যিই খুব ভালো ব্যাটার। ঘরোয়া ক্রিকেটে ওর ট্রিপল সেঞ্চুরি রয়েছে। আমার পক্ষে ওই মানের ব্যাটিং করা খুব কঠিন। কিন্তু আমি সত্যিই চেষ্টা করতে চাই।

দুবছর পর টেস্টে ফিরেই সেঞ্চুরি পন্থের, শতরান গিলেরও

২১ সেপ্টেম্বর ঃ এভাবেও ফিরে আসা যায়, তা প্রমাণ করে দিলেন ঋষভ পন্থ। বহু ক্লিশে হয়ে যাওয়া এই লাইন হয়তো পন্থের জন্য এক্কেবারে মিলে যায়। ঠিক গুণে গুণে ৬৩২ দিন। ৬৩২ দিন পর লাল বলের পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন হয়েছিল ঋষভ পন্থের। আর ৬৩৪ দিনের মাথায় সেঞ্চুরি করে ফেললেন তিনি। অর্থাৎ লাল বলের পৃথিবীতে ফিরেই শতরানের মালিক হয়ে গেলেন পন্থ। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ইনিংসে অনবদ্য শতরান করলেন তিনি। সেঞ্চুরি করলেন শুভমান গিলও। সকালের সেশনে সচরাচর পেসাররা সাহায্য পেয়ে থাকেন সামান্য হলেও। কিন্তু চিপকে টেস্টের তৃতীয় দিন না স্পিনার না পেসার, বাংলাদেশের কোনও বোলারই দাগ কাটতে পারেন না। উলটে দ্বিতীয় দিনের অপরাজিত দুই ব্যাটার শুভমান গিল এবং ঋষভ পন্থ দুজনেই পিচে রীতিমতো রাজত্ব করে গেলেন। দুই তারকাই সেঞ্চুরি হাঁকালেন।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শুরুর ম্যাচে আর্সেনাল ও আতলান্তা উভয়ই পয়েন্ট নিয়ে ফিরলো

আতালান্তা, ২১ সেপ্টেম্বর ঃ নতুন ফরম্যাটের চ্যাম্পিয়ন্স লিগের অভিযানে শুরুর ম্যাচে বৃহস্পতিবার রাতে আতালান্তার মাঠে গোলশূন্য ড্র করেছে আর্সেনাল ও আতলান্তা। এদিন গোলরক্ষক দাভিদ রায়ার অসাধারণ নৈপুণ্যে বেঁচে গেল আর্সেনাল । তিনি একটা পেনাল্টিও বাঁচান। রায়া সেরাটা মেলে ধরতে না পারলে আতালান্তার মাঠ থেকে পয়েন্ট নিয়ে ফিরতে পারত না আর্সেনাল। কিন্তু প্রতিপক্ষের মাঠে ম্যাচের শুরু থেকে আক্রমণে যায় আর্সেনালই। ৬ মিনিটের মধ্যে দুবার তারা সুয়োগ পায় গোল করার। কিন্তু গোল করতে ব্যর্থ হয়। শুরুতে আর্সেনাল দাপুটে ফুটবল খেললেও আতলান্তাও একেবারে পিছিয়ে ছিল না। তারাও আক্রমণের গেছে বারবার। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত গোল পাচ্ছিল না তারাও। তবে তারা পেনাল্টি পেয়েও গোল করতে পারেনি। শেষ পর্যন্তও গোল আর ধরা দেয়নি পক্ষের কাছে। ড্র নিয়েই ম্যাচ শেষ করে দুই দল।

বেকেনবাওয়ারের নামানুসারে রাস্তার নাম পরিবর্তন করবে বায়ার্ন মিউনিখ

মিউনিখ, ২১ সেপ্টেম্বর ঃ বায়ার্ন মিউনিখের অ্যালিয়াঞ্জ অ্যারেনা স্টেডিয়ামের পাশের একটি রাস্তার নাম পরিবর্তন করে রাখা হবে জার্মান ফুটবল গ্রেট ফ্রাঞ্জ বেকেনবাওয়ারের নামে। মিউনিখ সিটি কাউন্সিল বৃহস্পতিবার এই ঘোষণা করেছে। অ্যালিয়াঞ্জ অ্যারেনার পাশের রাস্তাটির নাম ওয়ার্নার হাইজেনবার্গ অ্যালি। এই রাস্তারই নাম পরিবর্তন করে ফ্রাঞ্জ বেকেনবাওয়ার প্লাটজ রাখা হবে। ২০২৫ সালের মে মাসে যখন চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনাল হবে, সেই সময় আনুষ্ঠানিকভাবে এই রাস্তার নাম পরিবর্তন করে ফ্রাঞ্জ বেকেনবাওয়ার প্ল্যাটজ হবে, তাতে থাকবে মিডফিল্ডারের শার্ট নম্বর(৫)। মিউনিখ সিটি কাউন্সিল ঘোষণা করেছে, পরিবর্তনটি তার মৃত্যুর প্রথম বার্ষিকীতে, ৭ জানুয়ারি, ২০২৫ তারিখে কার্যকর হবে। মেয়র ডিটার রেইটার এক বিবৃতিতে বলেছেন, ’ফ্রাঞ্জ বেকেনবাওয়ারের জন্য আমাদের যে গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা রয়েছে এটা তার নিদর্শন।

মহিলাদের ইউরো হোস্টের জন্য বিড করবে জার্মানি

বার্লিন, ২১ সেপ্টেম্বর ঃ মহিলাদের ইউরোতে জার্মানি সবচেয়ে সফল দেশ। ১৯৮৪ সালে প্রথম ইভেন্ট থেকে আটবার মহিলাদের ইউরো জিতেছে তারা। সেই জার্মানি ২০২৯ সালের মহিলাদের ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজনের জন্য বিড করবে। দেশটির ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (ডিএফবি) এই ঘোষণা করেছে। ডিএফবি সভাপতি বার্ন্ড নিউয়েনডর্ফ বলেছেন, বিডটি ছিল সংস্থার ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প তা দেশের মহিলাদের ফুটবলকে অতিরিক্ত উসাহ দেবে। উল্লেখ্য, জার্মানি ২০২৪ সালে পুরুষদের ইউরোর আয়োজন করেছিল।

বোলার স্যার কার্টলি অ্যামব্রোসের জন্মদিন

২১ সেপ্টেম্বর ঃ আশি ৯০-এর দশকের প্রতিপক্ষ ব্যাটসম্যানদের কাছে ভয়ংকর ছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের কার্টলি অ্যামব্রোস। শুক্রবার তিনি ৬১তে পা দিলেন। ২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩, এন্টিগুয়ায় জন্মগ্রহণকারী ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিখ্যাত ক্রিকেটার ছিলেন তিনি। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দলের ইতিহাসে চতুর্থ বোলার হিসেবে ২০০০ সালে ৪০০ উইকেট নেন। ৯৮টি টেস্ট ক্যারিয়ারে ৪০৫ উইকেট নিয়েছেন। ১৭৬ ওয়ানডেতে ২২৫টি উইকেট নিয়েছেন। ইংল্যান্ডের বিপক্ষেই ৩৪ ম্যাচেই ১৬৪ টি উইকেট নিয়েছিলেন। ১৯৯০-এর দশকে সহ-খেলোয়াড় কোর্টনি ওয়ালশের সাথে বোলিং উদ্বোধনে নেতৃত্ব দিয়ে বেশ কয়েকবছর দূর্দান্ত বোলিং নৈপুণ্য প্রদর্শন করে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

বিশ্ব সেরা সুপারস্টার রশিদ খানের জন্মদিন

২১ সেপ্টেম্বর ঃ শনিবার বিশ্বসেরা সুপারস্টার রশিদ খানের জন্মদিন। ১৯৯৮ সালে আফগানিস্তানের নাঙ্গরাহার প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। ১১ ভাইয়ের মধ্যে রশিদ খান ষষ্ঠ। তার জন্মের তিন বছর পরেই শুরু হয় আফগানিস্তান যুদ্ধ। ‘নাইন ইলেভেন’ হামলার জের আমেরিকা আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ২০০১ সালে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ওই যুদ্ধের হাত থেকে বাঁচতে পাকিস্তানে চলে যেতে হয় ছোট্ট রশিদের পরিবারকে। পাকিস্তানের পেশোয়ার ইসলামি কলেজ থেকে কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে তিনি পড়ালেখা করেন। আর ক্রিকেটের হাতেখড়িও হয় সেখানে। পাকিস্তানে থাকাকালীন অলরাউন্ডার শহীদ আফ্রিদির খেলা দেখতেন রশিদ, চেষ্টা করতেন তার মতো বল করতে।

মাথায় বিরাট রানের পাহাড়, ধুঁকছে বাংলাদেশ, প্রথম টেস্টে জয়ের অপেক্ষা ভারতের

২১ সেপ্টেম্বর ঃ ঋষভ পন্থ ও শুভমান গিলের সেঞ্চুরি। তার পর রবিচন্দ্রন অশ্বিনের ঘূর্ণি। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে জয় থেকে আর মাত্র কয়েক কদম দূরে দাঁ।য়ে আছেন রোহিতরা। আগের ইনিংসের তুলনায় ভালো ব্যাটিং করেছেন শান্তরা। তাতেও ভারতের কাছে হার এড়ানোর উপায় দেখা যাচ্ছে না বাংলাদেশের জন্য। তৃতীয় দিনের শেষে শান্তদের রান ৪ উইকেট হারিয়ে ১৫৮ রান। বাংলাদেশের এখনও দরকার ৩৫৭ রান। চিপকে টেস্টের তৃতীয় দিন না স্পিনার না পেসার, বাংলাদেশের কোনও বোলারই দাগ কাটতে পারেননি। উলটে দ্বিতীয় দিনের অপরাজিত দুই ব্যাটার শুভমান গিল এবং ঋষভ পন্থ দুজনেই পিচে রীতিমতো রাজত্ব করে গেলেন। দুই তারকাই সেঞ্চুরি হাঁকালেন। টেস্ট ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তনেই সেঞ্চুরি হাঁকালেন পন্থ। তিনি করলেন ১০৯

রান। অন্যদিকে প্রথম ইনিংসের ব্যর্থতা কাটিয়ে গিল করলেন অপরাজিত ১১৯ রান। রোহিত-বিরাটরা রান না পেলেও বড় রানের লক্ষ্য দিতে কোনও অসুবিধাই হল না ভারতের। ২২ রান করে অপরাজিত রইলেন কেএল রাহুলও। ৪ উইকেট হারিয়ে ভারতের রান যখন ২৮৭, তখন ডিক্লেয়ার করে দেন অধিনায়ক রোহিত। জয়ের জন্য বাংলাদেশের দরকার ৫১৫ রান। প্রথম ইনিংসে শান্তরা থেমে গিয়েছিলেন মাত্র ১৪৯ রানে। সেই তুলনায় দ্বিতীয় ইনিংসে ভালো ব্যাটিং করলেন তারা। জাকির হাসান ও শাদমান ইসলামের ওপেনিং জুটিতে ওঠে ৬২ রান। সেই জুটি ভাঙেন বুমরাহ। অবশ্য বাঁদিকে ঝাঁপিয়ে যশস্বী যেভাবে ক্যাচ ধরেন, তাতে তাঁরও কৃতিত্ব প্রাপ্য। তার পর শুরু হয় অশ্বিনের (৬৩৩) জাদু। দ্রুত ফিরে যান মোমিনুল হক, মুশফিকুর রহিম। শাদমানও বাঁচতে পারলেন না অশ্বিনের ঘূর্ণি থেকে। তৃতীয় দিনের শেষে ব্যাট করছেন অধিনায়ক শান্ত (৫১) ও শাকিব আল হাসান (৫)। ৪ উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশের রান ১৫৮। ভারতের হাতে এখনও দুদিন সময়। ফলে চতুর্থ দিনের শুরুর দিকেই যে জয় পাবে ভারত, সেটাই মনে করছেন ভক্তরা।

আর ৬টি উইকেট তুলে নিলেই নয়া কীর্তি গড়বেন জাদেজা

২১ সেপ্টেম্বর ঃ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টেস্টে ইতিমধ্যেই চালকের আসনে ভারত। দ্বিতীয় ইনিংসে ৮১ রানে ৩ উইকেট পড়ে গেলেও চিন্তার কিছু দেখছেন না ভক্তরা। কারণ ৩০৮ রানের বিরাট লিড রয়েছে রোহিতদের হাতে। তাতেও সন্তুষ্ট হচ্ছেন না রবীন্দ্র জাদেজা। বাংলাদেশের সামনে দ্বিতীয় ইনিংসে যে লক্ষ্য তৈরির কথা ভাবছেন, তাতে আরও চিন্তা বাড়বে শাকিবদের। প্রথম ইনিংসে মাত্র ১৪৯ রানে থেমে গিয়েছিল টাইগারদের ইনিংস। গোটা একদিনও ব্যাট করতে পারেননি তারা। দলের মধ্যে সর্বোচ্চ ৩২ রান করেন শাকিব আল হাসান। সেখানে দ্বিতীয় ইনিংসে যে আরও কঠিন পরীক্ষা অপেক্ষা করে আছে, সেকথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু সেই লক্ষ্যটা কত? ফাঁস করলেন প্রথম ইনিংসে ভারতের অন্যতম নায়ক জাদেজা। তিনি জানান, এখন আমাদের কাজ সেকেন্ড ইনিংসে বোর্ডে ভালো রান তোলা। প্রথমে আমাদের ভালো ব্যাট করতে হবে। এখান থেকে আরও ১২০-১৫০

তো করতেই হবে। তাতে আমরা ভালো পরিস্থিতিতে থাকব। তার পর বল হাতে যত দ্রুত সম্ভব ওদের আউট করার চেষ্টা করব। এই পিচটা ব্যাটিংয়ের জন্য ভালো। কিন্তু পেসারদের জন্যও অনেক কিছু আছে। ফলে ব্যাটারদের কাজ খুব একটা সহজ হবে না। জাদেজার লক্ষ্য ধরলে ভারতের রান দাঁড়াবে ৪৫০-র কাছাকাছি। প্রথম ইনিংসে ১৪৯ রানে অল আউট হওয়া বাংলাদেশের কাছে সেটা নিঃসন্দেহে পাহাড় প্রমাণ হয়ে যাবে।

প্রথম ইনিংসে অশ্বিনের সঙ্গে জুটি বেঁধে দুরন্ত ইনিংস খেলেছিলেন জাড্ডু। কিন্তু ৮৬ রানে আউট হয়ে যান। মাত্র ১৪ রানের জন্য সেঞ্চুরি হাতছড়া হয়েছে। জাদেজা অবশ্য সেসব নিয়ে ভাবছেন না। বরং নিজের জন্য অন্য লক্ষ্য ঠিক করে রেখেছেন। ভারতীয় অলরাউন্ডার বলছেন, আমি আউট হয়ে গিয়েছি ঠিকই। তবে সেটা খেলার অঙ্গ। নিজের বোলিং নিয়ে আমি খুশি। এই মাঠে আমার ৩০০তম টেস্ট উইকেট তোলার সুযোগ রয়েছে। এই মুহূর্তে তাঁর টেস্ট উইকেট ২৯৪। ফলে আর ৬টি উইকেট তুলে নিলেই নয়া কীর্তি গড়বেন জাদেজা।

রাজস্থান রয়্যালস-র ব্যাটিং কোচ বিক্রম রাঠৌর

মুম্বই, ২১ সেপ্টেম্বর ঃ রাজস্থান রয়্যালস আইপিএল ২০২৫ - এর জন্য ভারতের প্রাক্তন ওপেনার বিক্রম রাঠৌরকে দলের ব্যাটিং কোচ নিযুক্ত করেছে। ভারতের হয়ে ছয়টি টেস্ট খেলা রাঠৌর সম্প্রতি ভারতের ব্যাটিং কোচ ছিলেন। গত জুন মাসে বার্বাডোসে ভারত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ তুলে নেওয়ার সময় তার চুক্তি শেষ হয় এবং তিনি ২০১২ সালে জাতীয় নির্বাচকও ছিলেন তিনি। রাঠৌর রাজস্থান রয়্যালসে তার যোগদানের পর বলেছেন, রয়্যালস পরিবারের অংশ হতে পারাটা খুবই সৌভাগ্যের। তরুণ ক্রিকেটারদের একটি প্রতিভাবান দলের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত। রাজস্থানের জন্য ভালো কিছু করার চেষ্টা করব। সব কিছুই মাঠে প্রমানিত হবে বলে তিনি জানিয়ে দেন।

ভারতের বিরুদ্ধে খেলতে নেমে নিয়মভঙ্গ! বড়সড় শাস্তির মুখে বাংলাদেশ

২১ সেপ্টেম্বর ঃ ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে দুর্দান্ত শুরু করেও চাপ ধরে রাখতে পারেনি বাংলাদেশ। প্রথম দিনের খেলার শেষে যথেষ্ট ব্যাকফুটে টাইগার ব্রিগেড। এহেন পরিস্থিতিতে বড়সড় শাস্তির মুখে প।তে পারে নাজমুল হোসেন শান্তর দল। ভারতের বিরুদ্ধে খেলার সময়ে আইসিসির নিয়ম ভাঙার অভিযোগ উঠেছে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে। তার ফলে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট কাটা যেতে পারে। গুনতে হতে পারে বড় অঙ্কের জরিমানাও। ঠিক কী অভিযোগ উঠেছে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে? চেন্নাই টেস্টের প্রথম দিনের খেলা শেষ হয় নির্ধারিত সময়ের প্রায় ৩০ মিনিট পরে। কারণ দিনের ৯০ ওভার খেলা শেষ হয়নি। ৮০ ওভার খেলার পরেই স্টাম্পস ঘোষণা

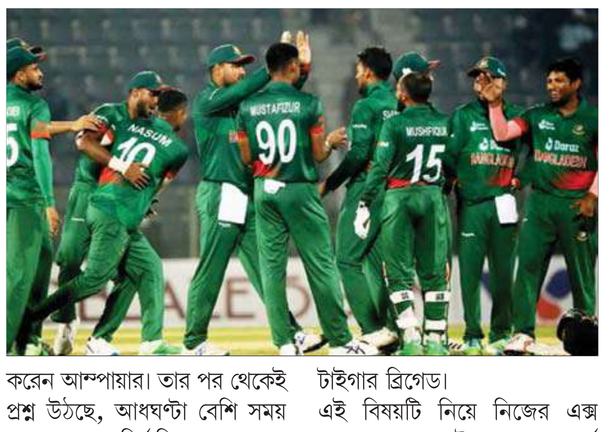

করেন আম্পায়ার। তার পর থেকেই প্রশ্ন উঠছে, আধঘণ্টা বেশি সময় পেয়েও কেন নির্ধারিত ৯০ ওভার বল করতে পারেনি বাংলাদেশ? এই স্লো ওভার রেটের কারণেই আইসিসি থেকে শাস্তি পেতে পারে টাইগার ব্রিগেড।

এই বিষয়টি নিয়ে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন হর্ষ ভোগলে। তাঁর মতে, বাংলাদেশের এমন মন্থর বোলিং একেবারেই মেনে নেওয়া যায় না। উল্লেখ্য, চেন্নাই টেস্টে তিন পেসার নিয়ে নেমেছে বাংলাদেশ। তার পর প্রথম সেশনে ২৩ ওভার, দ্বিতীয় সেশনে ২৫ ওভার এবং তৃতীয় সেশনে ৩২ ওভার বল করেছে টাইগার ব্রিগেড। তাও ৩০ মিনিট অতিরিক্ত সময় পাওয়ার পরে। প্রসঙ্গত, স্লো ওভার রেটের কারণে পাকিস্তান সিরিজেও শাস্তি পেয়েছিল বাংলাদেশ। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের তিন পয়েন্ট কাটা যায়। সঙ্গে ম্যাচ ফির ১৫ শতাংশ জরিমানা হয় টাইগার ব্রিগেডের। এবার ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের পরেও সেই শাস্তি পেতে পারে বাংলাদেশ।

জন্মদিনে শ্রদ্ধা নিবেদন নবাব পাতৌদিকে

কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর ঃ আগামীকাল ২২ সেপ্টেম্বর ভারতীয় দলের প্রাক্তন অধিনায়ক নবাব মনসুর আলি খান পাতৌদির মৃত্যুদিন। বেঁচে থাকলে ৮৩-তম জন্মদিন পালন করতেন নবাব। ছয়ের দশকে তার হাত ধরেই ভারতীয় ক্রিকেটে এসেছিল জোয়ার। মাত্র ২১ বছর বয়সেই ভারতীয় দলের গুরুদায়িত্ব তুলে নিয়েছিলেন কাঁধে। ভারতের হয়ে ১৯৬১-১৯৭৫ এই ১৪ বছরে মোট ৪৬ টি টেস্ট ম্যাচে অংশ নিয়েছিলেন তিনি। যার মধ্যে ৪০ ম্যাচে ভারতকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ভারতীয় ক্রিকেটের নবাব। ভারতের ক্রিকেটে তার অভিষেক (১৯৬১) বছরেই এক দুর্ঘটনায় তিনি চোখ হারান। দুর্ঘটনার পর অনেকেই ভেবেছিলেন তার আর ক্রিকেটে ফেরা হবে না। কিন্তু দুর্ঘটনার কিছুদিন পর মাঠে ফিরে ছিলেন নবাব গর্জনের সঙ্গেই। তিনি বাইশ গজে ফিরে নিজেকে প্রমান করে দেন তিনি টাইগার। ১৯৬৯ সালে তিনি বিখ্যাত অভিনেত্রী শর্মিলা ঠাকুরকে বিয়ে করেন। তাদের ছেলে সাইফ আলি খান এবং মেয়ে সোহা আলী খান দুজনেই হিন্দি সিনেমাতে অভিনয় করেন। ফুসফুসের সংক্রমনের কারণে দিল্লির একটি হাসপাতালে ভারতের এই কিংবদন্তি ক্রিকেটার পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন।

ফুটবল বিশ্বকাপ, ’বি’ গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন হয়েই শেষ ষোলোতে পা রাখল ব্রাজিল

তাসখন্দ, ২১ সেপ্টেম্বর ঃ ফুটবল বিশ্বকাপে দুর্বার গতিতে চলেছে ব্রাজিল। এবার প্রতিপক্ষকে ৯-১ গোলে উড়িয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হল ব্রাজিল। আগের গ্রুপ পর্বের তিন ম্যাচে তাদের কাছে কোনও দলই পাত্তা পায়নি। কিউবা, ক্রোয়েশিয়ার পর থাইল্যান্ডকেও গোলের বন্যায় ভাসালো পাঁচ বারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। ফুটবল বিশ্বকাপে শুক্রবার গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে থাইল্যান্ডকে ৯-১ গোলে উড়িয়ে দিল ব্রাজিল। তাতে ‘বি গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন হয়েই শেষ ষোলোতে পা রাখল ব্রাজিল।

এবার হলিউডি দুনিয়ায় পা মেসির!

২১ সেপ্টেম্বর ঃ ফুটবলের দুনিয়ায় সবই পাওয়া হয়ে গিয়েছে লিওনেল মেসির। এবার একটু হলিউডি দুনিয়ায় পা রাখলে ক্ষতি কি? তাই আর্জেন্টিনীয় মহাতারকার চোখ এবার হলিউডের রুপোলি জগতে। যে কারণে বিরাট বাজেটের প্রযোজনা সংস্থা খুলে ফেললেন তিনি। ওয়েব সিরিজ থেকে পূর্ণ দৈর্ঘ্যের সিনেমা, সবেতেই বিনিয়োগ করবে মেসির সংস্থা। সেই সংস্থার নাম ‘৫২৫ রোসারিও’। বোঝাই যাচ্ছে, নিজের জন্মস্থানের নামেই খুলেছেন নিজের প্রযোজনা সংস্থা। সিনেমা, ওয়েব সিরিজ, তথ্যচিত্র, বিজ্ঞাপনী ভিডিও সবই বানাবে মেসির সংস্থা। শুধু প্রাক্তন বার্সেলোনা তারকার জন্য নয়, সারা বিশ্বের যে কোনও বিখ্যাত ক্রীড়াবিদের জন্যই প্রযোজনার দায়িত্ব নেবে এই সংস্থা। ইতিমধ্যেই স্মাগলার এন্টারটেইমেন্ট নামে একটা সংস্থার সঙ্গে কাজ করেছেন মেসি। যারা দুটি তথ্যচিত্র বানিয়েছে বিশ্বকাপজয়ী তারকাকে নিয়ে। যেগুলোর নাম ‘Messi’s World Cup: The Rise of a Legend’ এবং ‘Messi Meets America''। তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নয়া অভিযানে নামছেন আর্জেন্টিনীয় তারকা। এই মুহূর্তে মেসির মোট সম্পত্তি ১.১৫ বিলিয়ন ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় যার পরিমাণ প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা। নতুন প্রযোজনা সংস্থা যে সেই পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দেবে সেকথা বলাই বাহুল্য। নিজের নতুন অভিযান নিয়ে মেসি বলছেন, বিনোদন আমার কাছে সব সময়ই আকর্ষণের জায়গা। সেটা ফুটবল মাঠে হোক বা তার বাইরে। নতুন সংস্থা নিয়ে আমি খুবই উত্তেজিত। ভবিষ্যতে একে সারা বিশ্বে ছা।য়ে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। ৩৭ বছর বয়সি তারকা এখন খেলেন আমেরিকার ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে। সেখানে একটি অফিস খুলছেন মেসি। পাশাপাশি হলিউডের শহর লস অ্যাঞ্জেলস থেকেও সংস্থা চালানো যাবে।

কোপা সেমিফাইনালে অনৈতিকভাবে সুবিধা দিয়েছিলেন মেসিকে!

২১ সেপ্টেম্বর ঃ কোপা জিততে রেফারির কাছে অনৈতিক সুবিধা লাভ করেছিলেন লিওনেল মেসি! বিস্ফোরক অভিযোগ রেফারির। খোদ রেফারিই বিস্ফোরক স্বীকারোক্তি করেছেন। মেনে নিয়েছেন, জার্সির লোভে কোপা সেমিফাইনালের মতো ম্যাচে মেসিকে হলুদ কার্ড দেখাননি তিনি। কথা হচ্ছে, ২০০৭ সালের কোপা আমেরিকা সেমিফাইনালের। সেই ম্যাচে মেক্সিকোর বিপক্ষে খেলেছিল আর্জেন্টিনা। ম্যাচটিতে ৩-০ গোলে জিতেছিল আর্জেন্টিনা। ১৭ বছর আগের সেই ম্যাচ নিয়ে সম্প্রতি বিস্ফোরক স্বীকারোক্তি করেছেন রেফারি কার্লোস চান্দিয়া। এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, ওই ম্যাচে মেসিকে ইচ্ছা করে হলুদ কার্ড দেননি তিনি। হলুদ কার্ড না দেওয়ার বিনিময়ে মেসির থেকে জার্সি উপহার পেয়েছিলেন।

কার্লোস চান্দিয়া বললেন, ম্যাচের এক পর্যায়ে হুট করে বল উপরের দিকে তুলে হাত দিয়ে স্পর্শ করে ফেললেন মেসি। সেটাও আবার পিচের মাঝখানে। সেসময় মেক্সিকোর জন্য অবশ্য গোল করার মতো সুযোগ ছিল না। তাই আমি তাকে বললাম, এটা একটা হলুদ কার্ডের সমান অপরাধ। তবে সেটা আমি দেব না। বিনিময়ে তোমাকে তোমার জার্সি দিতে হবে। আমি তাকে হলুদ কার্ড আর দেখালাম না। রেফারি জানিয়েছেন,

বিস্ফোরক স্বীকারোক্তি রেফারির

তখন ম্যাচের আড়াই মিনিটের মতো বাকি ছিল। স্কোরলাইন ছিল ৩-০। ওই সময় মেসিকে হলুদ কার্ড দেখালে কোপা ফাইনালে খেলার সুযোগ পেত না (সাসপেনশনের জন্য)।ফিফার প্রাক্তন ওই রেফারি জানিয়েছেন, মাঠে হলুদ কার্ড না দেখানোর পুরস্কার স্বরূপ মেসির থেকে জার্সি উপহার পেয়েও ছিলেন তিনি। মেসি মাঠেই তাঁকে জার্সি দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেটি তিনি মাঠে না নিয়ে ড্রেসিং রুমে গিয়ে নেন। পরে মেসি সেই কোপার ফাইনালে খেলেছিলেন। আর্জেন্টিনা যদিও সেবার কোপা জিততে পারেনি। কিন্তু কার্লোস চান্দিয়ার ওই স্বীকারোক্তি বহু প্রশ্ন তুলে দিল। আর কোনও ম্যাচে এভাবে মেসি অনৈতিক সুবিধা পাননি তো? ফিফার রেফারিরা সব ম্যাচে স্বচ্ছতা বজায় রাখছেন তো?

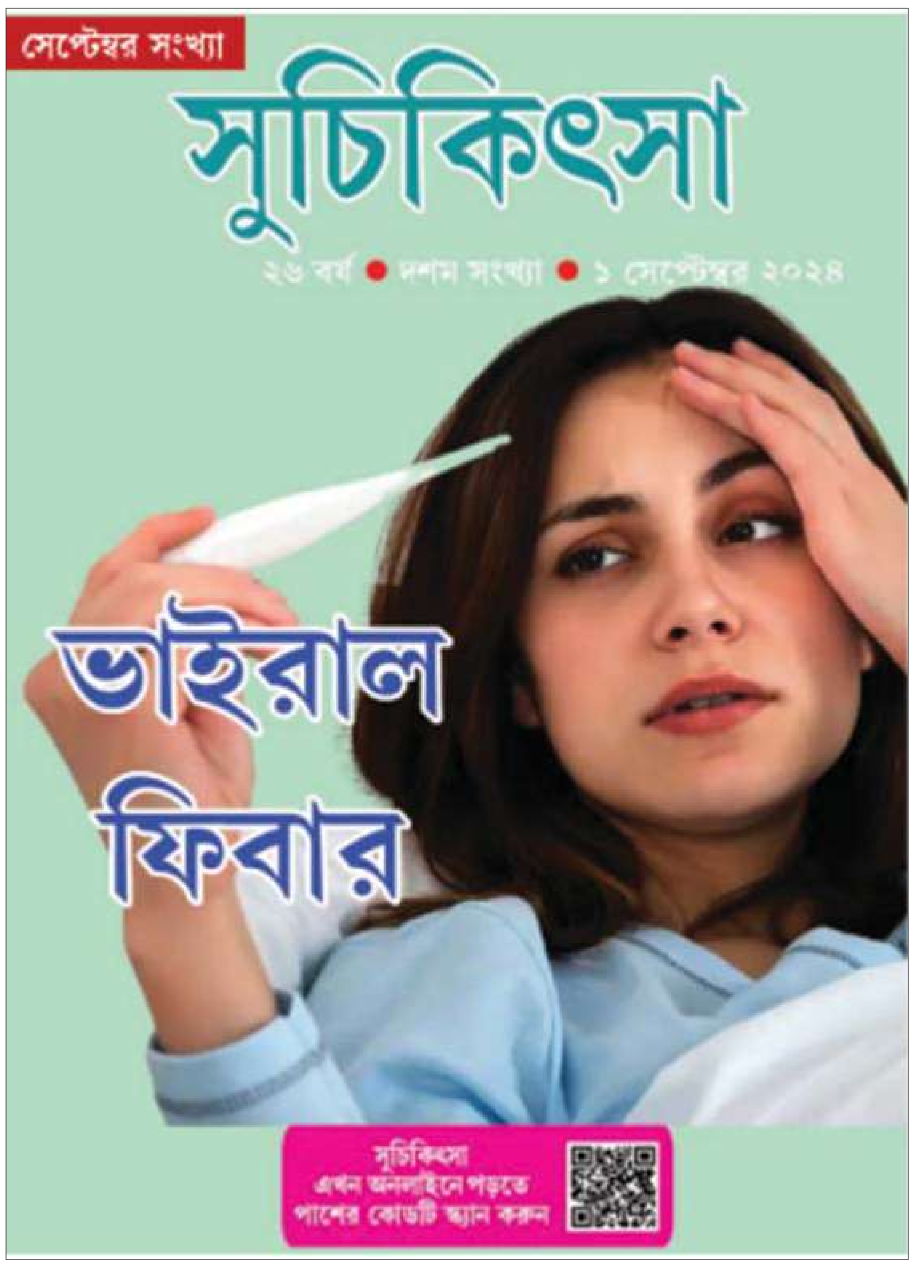

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com